তাম্রধ্বজ

(পৌরাণিক নাটক)

পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"রামকৃষ্ণ-নাট্য-সমিতি" কর্ত্তৃক অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৪ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।]

[মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

উৎসর্গ।

কাকা!

আজ আপনি স্বর্গে! আপনার সংসারের ভার, শিশু পুত্র ফটিকের ভার এই হতভাগ্যের উপর ন্যস্ত করিয়া আপনি সেই পুণ্যময় লোকে বিরাজ করিতেছেন। তাই আজ আপনার জীবনের শেষ দান এই "তাম্রধ্বজের" মুদ্রণভাব আমার উপর পড়িয়াছে। আমি একে সংসারানভিজ্ঞ যুবক, তায় আবার শোকে অভিভূত; সুতরাং আপনার এই ফুলটী কাহাকে দিলে ভাল হইবে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে আমার বিশ্বাস, আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত সাহিত্যিকের মানস প্রস্ফুটিত এই শেষ পদ্মটী ভগবানের চরণে অর্পণ করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই আপনার শেষ উপহার এই ফুলটী সেই চিরমঙ্গলময় চিরশান্তিময় চিরপুণ্যময় ভগবচ্চরণে অর্পণ করিলাম। আশা করি, স্বর্গে থাকিয়া আপনি ইহা সমর্থন করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের—
"অমূল্যধন"

নিবেদন।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার প্রবীণ পণ্ডিত হারাধন রায় মহাশয় জনসমাজে সুপরিচিত। তিনি পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া যাত্রা অভিনয়োপযোগী কয়েকখানি লোকশিক্ষামূলক নাটক রচনা করিয়া বঙ্গ-সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। নাটকীয় সৌন্দর্য্যে, ভাষার মনোহারিত্বে, চরিত্রের উৎকর্ষতায় নাটকগুলি অদ্বিতীয়। গ্রন্থকার আর ধরাধামে নাই, কিন্তু তিনি যে সকল অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার অলঙ্কৃত। স্বর্গীয় কবিবরের শেষ কীর্ত্তি "তাম্রধ্বজ" নাট্য-সাহিত্যের সমুজ্জ্বল রত্ন—প্রেম-ভক্তি ও করুণার অনন্ত উৎস। এরূপ ভগবদ্ভক্তি-রসাশ্রিত নাটক আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"রামকৃষ্ণ-নাট্য-সমিতির" সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাল মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে এই নাটকখানি বঙ্গের সর্ব্বত্র যশের সহিত অভিনীত এবং স্বর্গীয় গ্রন্থকারের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আগ্রহে ও উৎসাহে মুদ্রিত; এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

প্রকাশক।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ, দ্বাপর, কলি, ক্রোধ।

নন্দদুলাল … … …	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
প্রেমানন্দ স্বামী … … …	ছদ্মবেশী সত্যযুগ।
বাক্যপঞ্চানন … … …	ছদ্মবেশী কলি।
শিখিধ্বজ … … …	রত্নাবতী-অধীশ্বর।
তেজচন্দ্র … … …	ঐ জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠভ্রাতা।
তাম্রধ্বজ … … …	ঐ পুত্র।
সমরসিংহ … … …	ঐ সেনাপতি।
ভোলানাথ শর্ম্মা … … …	ঐ বয়স্য।
ভীম, অর্জ্জুন … … …	পাণ্ডবদ্বয়।
গোবিন্দরাম … … …	অন্তঃপুর-প্রহরী।

মদিরা, মদ্যকার, মাংসপাচক, মৎস্যপাচক, মুদ্রা, ঘোষবাদক, জনৈক ঋষি, অশ্বরক্ষকদ্বয়, সৈন্যগণ, মায়াবালকগণ, পল্লীবালকগণ, বন্দীগণ, পশুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কুমুদ্বতী … … …	শিখিধ্বজ-পত্নী।
কমলা … … …	তেজচন্দ্রের স্ত্রী।
চণ্ডিকা … … …	উদ্দালক-ঋষিপত্নী।
আহ্লাদী … … …	ধাত্রী।

অবিদ্যা, হিংসা, মোহিনী, অবিদ্যাগণ, জ্যোতিবালাগণ, নগরবাসী বালিকাগণ ইত্যাদি।

তাম্রধ্বজ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপুরী সংলগ্ন প্রাঙ্গণ।

ধনুর্ব্বাণ ও তরবারিহস্তে দ্রুতপদে তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। আমিও যাবো—রথে চ'ড়ে বাবার সঙ্গে আমিও যাবো। এই তীরে হরিণের দেহ ভেদ করবো. এই তলোয়ারে বরাহের মাথা কাট্‌বো।

ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ! সে দিনের সেই সকল উপদেশের কথা কি ভুলে গেলে? মৃগয়ায় জীবহিংসা করা মহা পাপ। আজ মৃগয়ায় যেতে মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তোমার নির্দ্দয় জ্যেঠা তেজচন্দ্র আর উদ্ধতপ্রকৃতি সেনাপতি সমরসিংহের উত্তেজনায় তিনি মৃগয়ায় গেছেন।

তাম্রধ্বজ। শুনেছি, মৃগয়া ও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তবে মৃগয়ায় গেলে পাপ হবে কেন?

ভোলানাথ। দুষ্ট দমন আর শিষ্টপালনের জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য বটে! কিন্তু পররাজ্যলোভে অহঙ্কারে যুদ্ধ করা মহা পাপ; বিশেষতঃ, মৃগয়ায় নিরীহ জন্তুসংহার পরম নিষ্ঠুরের কার্য্য। বনের

পশু বনে চরে; তাদের প্রকৃতিদত্ত স্বাধীন দেহের উপর সংসারী গৃহী মানবের কি অধিকার? বনের পশুরা তোমার রাজ্য বা ভোগ-বিলাসের অংশ চায় না,—তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে খায় না। তারা অপরাধী কিসে!

তাম্রধ্বজ। বাবাঠাকুর! সত্যই বলেছেন; আমি আর কখনও মৃগয়ার ইচ্ছা করবো না।

ভোলানাথ। আমি তোমাকে এক অপূর্ব্ব রথ আর মৃগয়ার কথা বল্‌বো। যদি সেই মৃগয়ায় সিদ্ধ হ'তে পার, জীবন সার্থক—বংশ পবিত্র।

তাম্রধ্বজ। বলুন—বলুন, শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা হয়েছে।

ভোলানাথ। এই ভবারণ্য বড়ই ভীষণ স্থান! কুহকিনী আশা, মোহিনী হরিণী হ'য়ে আমাদিগকে এই অরণ্যে বারম্বার ঘুরাচ্ছে; আমরা সেই কুহকিনী আশা-হরিণীকে হাতে বাঁধ্‌তে পারছি না।

তাম্রধ্বজ। কি করলে তাকে ধরা যায়?

ভোলানাথ। আমাদের এই দেহ হ'চ্ছে পাঁচ ঘোড়া জোড়া একখানি রথ। চোখ, কান, নাক, জিব, চামড়া, এই পাঁচটা ঘোড়া গায়ের জোরে যেখানে সেখানে রথ টেনে নিয়ে যায়; আত্মা নামে পুরুষ এই দেহ রথের রথী হ'য়ে, ভালমন্দ কিছুই দেখ্‌ছেন না।

তাম্রধ্বজ। কেন, এই দেহ-রথের কি উপযুক্ত চালক সারথি নাই?

ভোলানাথ। বুদ্ধি হ'চ্ছে এই দেহের সারথি, সেই বুদ্ধি-সারথি যদি সেই পাঁচ ঘোড়ার মুখে মন রূপ লাগাম ক'রে সুপথে রথ চালাতে পারে, তা' হ'লেই সেই মোহিনী আশা-হরিণীর মায়া কেটে যায়; নিরাপদে ভবারণ্য পার হ'য়ে এক অপূর্ব্ব আলোর দেশে যাওয়া যায়। এই দেহ-রথের রথী আত্মা, সেই আলোর দেশে পৌছালেই স্বাধীন—মুক্ত—স্বপ্রকাশ।

তাম্রধ্বজ। এই দেহ যখন আমার, তখন আমিই এই দেহের কর্ত্তা; আমি ছাড়া এই দেহের মধ্যে আত্মা কেন কর্ত্তা হ'লো?

ভোলানাথ। সেই আত্মাই যে আমি। এক চন্দ্রের ছায়া যেমন শত জলাশয়ে শত রূপ, সেই আত্মাও সেইরূপ শত শত দেহে শত শত আমি। তুমিও যা আমিও তা; সকলই সেই এক পরমাত্মা প্রাণকৃষ্ণধনের ছায়া।

তাম্রধ্বজ। আহা কি মিষ্ট কথা! কি কাজ করলে এই দেহের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাবো?

ভোলানাথ। হাতে কলমে কাজ ক'রে, মনকে সরল বিশ্বাসে বুঝিয়ে, দেখবার সেই শক্তি লাভ করতে হবে; তারই নাম সাধনা। তোমার জন্য আমি একটী নাড়ুগোপাল ঠাকুর গড়িয়েছি; সেই ঠাকুর নিয়ে খেলা করলেই ক্রমে ক্রমে হিংসা, দ্বেষ ভুলে সকল খেলার রহস্যই বুঝ্‌তে পারবে।

তাম্রধ্বজ। বাবাঠাকুর! আপনার পায়ে ধরি, সেই নাড়ুগোপাল ঠাকুর আমায় দেবেন চলুন।

ভোলানাথ। রাজকুমার! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন সুলক্ষণ সকল তোমার হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকাশ করছে। তুমি ধার্ম্মিক মহারাজ শিখিধ্বজের কুলপাবন সুসন্তান। নীচমনা তেজচন্দ্র আর সমরসিংহ এ রাজ্যে কলির যথেচ্ছাচার চালাবারই চেষ্টা করছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার দ্বারাই যেন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজপথ।

রণসাজে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। পৈশাচিকী মূর্ত্তি ধরি কৌরব-লালসা
করিল তাণ্ডব নৃত্যে অশান্তি বিস্তার!
কৃষ্ণগতপ্রাণ পঞ্চ পাণ্ডবের করে,
যথাকালে সে অশান্তি হ'লো নিবারিত,—
কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অতি শোচনীয়,
সোণার ভারত-হায় হইল শ্মশান!
কত সতী হইল বিধবা,
কত মাতা হ'লো পুত্রহীনা,
বড় বড় রাজবংশ গেল ধ্বংস হ'য়ে,
বংশে বাতি দিতে হায় না রহিল কেহ!
ঘরে ঘরে শোকময় ঘোর আর্ত্তনাদে
বিদীর্ণ হইল হায় ভারত-গগন।
সে দুর্দ্দিন আর যেন না আসে ভারতে,
নাহি থাকে আর যেন যুদ্ধ-কোলাহল।
নিষ্ঠুর সংগ্রামে নর প্রতিযোগিতায়,
বড় হ'তে আর যেন কেহ নাহি চায়।
প্রতি বলিষ্ঠের বল দুর্ব্বলের প্রতি
থাকে যেন ন্যায়নত চির-সুসংযত।

জ্ঞানিগণ অজ্ঞানীর কুটীরে কুটীরে
করে যেন অবিকারে জ্ঞান বিতরণ।
ধনীগণ ধন ল'য়ে দরিদ্র দুয়ারে,
সেবা লও বলি যেন ঘুরিয়া বেড়ায়।
সর্ব্বত্রই মঙ্গলের মূর্ত্তি মধুময়
পাড়ায় পাড়ায় যেন করে বিচরণ।
যে দিন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ আর্য্য যুধিষ্ঠির
উপবিষ্ট ভারতের ধর্ম্ম-সিংহাসনে,
সে অবধি ধর্ম্মবলে সুস্থিরা মেদিনী,—
যথাকালে ইন্দ্রদেব করে বৃষ্টি দান,
ধরণী অভিষ্ট ফল করেন প্রসব।
সুধা সম স্বাদু ক্ষীর দেয় গাভী-মাতা,
যজ্ঞধূমে হবির্গন্ধে মাতি সমীরণ
শান্তির হিল্লোলে বহে, দেশ শান্তিময়।
সন্তুষ্ট সকল প্রজা পাণ্ডব-শাসনে,
সকলে গায়িছে গুণ আনন্দিতমনে।
সেই সৌভাগ্যের ফলে কৃষ্ণের ইচ্ছায়,
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী আর্য্য ধর্ম্মরাজ।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। অর্জ্জুন! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। প্রাণাধিক বৃষকেতু, নকুল, সহদেবের অধীনে কোটী কোটী সৈন্য বীরসাজে সজ্জিত হ'য়ে আমাদের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মন্ত্রপূত যজ্ঞাশ্ব-মোচনের শুভক্ষণও উপস্থিত প্রায়। ঐ শোন, সৈন্যগণ বীরনাদে হুঙ্কার

করছে ! বন্দীগণ আর্য্যের বিজয়সূচক মঙ্গল গানে হৃদয়ের উত্তেজনা বাড়াচ্ছে !

নেপথ্যে বন্দীগণ ।—

গীত ।

ধন্য ধন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
ভারত ভরিল যশে, কোটী কণ্ঠে জয়ধ্বনি ।
ধর্ম্মভ্রষ্ট দুষ্টদলে, দণ্ড দিলে রণস্থলে,
পাপভার ঘুচাইলে, সুস্থিরা হ'লো অবনী ।
স্বয়ং কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বরে, ভক্তিতে বাঁধিয়া ঘরে,
প্রেমেতে রেখেছ কিনে, ভবপারের তরণী ।

অর্জ্জুন । আর্য্য মধ্যম পাণ্ডব ! আমিও রণসাজে সেজেছি । দিগ্বিজয়ে যাত্রা করবার পূর্ব্বে, প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি ।

ভীম । ঐ দেখ ভাই ! চিন্তা মাত্রই পাণ্ডবসখা চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণ এই দিকে আসছে !

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । [স্বগত] যে যা করছে—যে যা ভাবছে, আমি অন্তরে অন্তরে তা জানতে পারছি ! মায়া পরীক্ষাই আমার কার্য্য । যার প্রাণের ভিতর প্রেম দেখতে পাই, এরই নিকট ধরা দিই । ব্রজে মা যশোদার প্রাণ বুঝেছিলাম, তাই দধিভাণ্ড ভাঙ্গবার ছলে তাঁর হাতে রজ্জুতে বাঁধা পড়েছিলাম । শ্রীরাধার প্রেমের নিগূঢ় ভাব বুঝেছিলাম, তাই সকল ভুলে তাকে নিত্য প্রেমলীলার সহচরী

করেছিলাম। ভাগ্যবতী কুন্তীদেবী আর কৃষ্ণা দ্রৌপদীর অন্তর বুঝেছিলাম, তাই সেই শক্তিতে শক্তিমান পাণ্ডবদের দাস হ'য়ে কুরুবংশ ধ্বংস করেছি,—পাণ্ডব-গৌরব বাড়িয়েছি। এক জনকে বাড়াতে হ'লেই আর একজনকে কমাতে হয়; এক জনকে হাসাতে গেলেই আর এক জনকে কাঁদাতে হয়। এখন কুন্তীদেবীকে হাসাচ্ছি, কিন্তু আগে গান্ধারীদেবীকে কাঁদিয়েছি। মথুরার গৌরব নিয়ে দ্বারকায় গিয়ে, এখন রুক্মিণী সত্যভামাকে হাসাচ্ছি, আগে কিন্তু ব্রজেশ্বরী রাধা আর শত শত কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিনীকে কাঁদিয়েছি। এই হাসি কান্না নিয়ে সংসার-খেলা খেল্‌তে গিয়ে যে সকল অভিশাপ বুকে গেথে রেখেছি, পর পর ভোগ কর্‌বো। আমার দর্পও আমি চূর্ণ কর্‌বো। অশ্বমেধ-যজ্ঞ উপলক্ষে দেখাবো, ভারতের সাত্বিক মাটিতে পাণ্ডব অপেক্ষাও কত অমূল্য ভক্তরত্ন আছে।

অর্জ্জুন। সখা! সখা! ধন্য তোমার ভালবাসার আকর্ষণ! চিন্তা মাত্রই যথা সময়ে তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌তে পেয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] অর্জ্জুন এখন আমার পাদপদ্ম ভুলে চাঁদমুখ দেখ্‌বার সাধ করেছে। অর্জ্জুনের সেই "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এই মধুর সাধনার ভাব এখন ভোগের ভাবে কলুষিত; অথবা উচ্চ রাজপদ-গৌরব আর কাঞ্চনের মহিমাই এইরূপ।

অর্জ্জুন! সখা! সখা! দেখা দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] পাণ্ডব আর যাদব এখন জগৎবিজয়ী বীর ব'লে সংসারে সম্মানিত। হয় তো সময়ে এই পাণ্ডব আর যাদবগণই আমায় ভুলে অহঙ্কারে পৃথিবী আকুল করবে। আমিই যে তাদের বল, আমা বিনা সকলেই যে শক্তিহীন হবে, তা কেউ বুঝ্‌তে পারে না।

পাণ্ডবগণ আমা ছাড়া হ'য়ে কিরূপে আত্ম-গৌরব রক্ষা কর্‌তে পারে, এই অশ্বমেধ-যজ্ঞেই সেই পরীক্ষা কর্‌বো। রণে দূতরূপে, নয়ে মন্ত্রীরূপে, রথে সারথিরূপে, আমিই এতদিন পাণ্ডবের বিজয়-ঘোষণা করেছি; পাণ্ডবের সেই আমাগত জ্ঞানে এখন একটু অহমিকার ছায়া পড়েছে। দেখি, কি হয়! [প্রকাশ্যে] সব্যসাচি! আর্য্য ধর্ম্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে তোমরা তো বীরদর্পে দিগ্বিজয়ে যাচ্ছে! এবার কিন্তু ভীষণপ্রকৃতি কলির অধিকার আস্‌ছে। হতভাগ্য কলির জীবের জন্য এই সময় হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে যেতে হবে। দুরাত্মা কলি পূর্ব্বে একদিন অশ্বত্থামার সাহায্যে উত্তরার গর্ভ নষ্ট কর্‌তে ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপ করেছিল, সে কথা মনে হয় কি?

অর্জ্জুন। সখা! সখা! সে কথা মনে হ'লে এখনও সভয়ে বুক কেঁপে উঠে! তুমি দয়া ক'রে উত্তরাকে আশ্রয় না দিলে পাণ্ডবের আশা চিরতরে ছিন্ন হ'য়ে যেত।

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! তোমাকে উপদেশ দিবার জন্যই গীতা আর ভাগবতের সৃষ্টি; সেই গীতা আর ভাগবতই কলির পাষণ্ডদলনের অমোঘ মুদ্গর স্বরূপ। আমি যতদিন ধরাধামে থাক্‌বো, ততদিন ভারত শ্রীভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে না; কিন্তু আমাদের অবর্ত্তমানে মর্ত্ত্যের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হবে, এখন আমি সর্ব্বদাই সেই চিন্তায় কাতর।

ভীম। কৃষ্ণ! কলির পূর্ণ অবতার দুষ্টাশয় দুর্য্যোধন সানুচর নিহত! এখনও আবার কলির ভয়? ভীমের গদা, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব আর চক্রী শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা, জগতে অসাধ্যসাধন কর্‌তে পারে। অগ্রে অশ্বমেধ-যজ্ঞ নিরাপদে সম্পন্ন হোক্, তারপর কলির ঔষধ এই ভীমের গদা।

অর্জ্জুন। যজ্ঞেশ্বর! এ যজ্ঞ তোমারই; তুমিই আমার সারথি হ'য়ে নিরাপদে যজ্ঞকার্য্য শেষ ক'রে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। কিরীটি! কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে মহা মহা রথী অর্দ্ধরথী মাত্রই নিহত; ভারত এখন বীরশূন্য। এরূপ অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে আবার যদি রণরঙ্গে অবতীর্ণ হই, তা হ'লে আমারও নামে কলঙ্ক হবে, তোমাদেরও গৌরব নষ্ট হবে। আমার কার্য্য আমি শেষ করেছি। এখন পাণ্ডবগণই ধনে মানে বাহুবলে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তোমাদের গৌরব, সম্মান, এবার তোমরা নিজেই রক্ষা করবার চেষ্টা কর।

অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের প্রাণ বল্‌ছে—মন বল্‌ছে, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অর্জ্জুনের কি স্বতন্ত্র বল আছে!

ভীম। অর্জ্জুন! আর এখন প্রতিবাদের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কিছুদিন শান্তিসুখ ভোগ করুক্। ভারতের হতাবশিষ্ট নগণ্য বীরগণ ভীমার্জ্জুনের নাম শুনেই ভয়ে অশ্বের পথ ছেড়ে দেবে,—সাগ্রহে সন্ধি করবে। গাণ্ডীব-টঙ্কারে সৈন্যগণকে উৎসাহিত কর,—সদর্পে যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিও তাই চাই। একবার জগৎকে দেখাও যে, শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়েও পাণ্ডবেরা বীর-পদবাচ্য হ'তে পারে। [স্বগত] সহসা মন-প্রাণ চঞ্চল হ'লো! পরম ধার্ম্মিক হরিভক্ত শিখিধ্বজপুত্র তাম্রধ্বজ এক অতি মধুরভাবে আমার সাধনা করছে! তার মনোমত রূপে দেখা দিতে হবে! [প্রকাশ্যে] মধ্যম পাণ্ডব! এবার বীরদর্পে শুভযাত্রা করুন, আমিও দ্বারকায় যাই; যথা সময়ে আবার এই ইন্দ্রপ্রস্থে দেখা করবো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলি-কানন।

সক্রোধে কলির প্রবেশ।

কলি। আরে আরে দুষ্ট কৃষ্ণ এত স্পর্দ্ধা তোর!
কুরুরাজ দুর্য্যোধনে সবংশে বিনাশি,
ছলে বলে বাড়াইলি পাণ্ডবের মান।
পাণ্ডবের অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হ'লে,
দর্প চূর্ণ করিবে আমার!
নীরবে সহিবে কলি এত অপমান?
ব্যাভিচার স্বেচ্ছাচার বাড়াবো সংসারে,
দেখি দেখি বাহুবলে কে রোধিতে পারে!

দ্বাপরের প্রবেশ।

দ্বাপর। কলি ভায়া! এখন ভয়ে জড়সড় হ'য়ে কাজ কর্‌লে চল্‌বে না। আমি দ্বাপর; পাপে পুণ্যে জড়িয়ে, একরূপ তো চালিয়ে গেলাম; শ্রীকৃষ্ণও ধরাধাম ত্যাগ কর্‌বে, আমিও তোমায় সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম কর্‌বো।

কলি। সখা! সখা! দেখা! হ'লো বহুদিন পরে।
পাণ্ডবের বাহুবলে ধূর্ত্ত বাসুদেব
আমার প্রাণের ভক্ত কৌরবে নাশিল।
কলিদর্পহারী কৃষ্ণ থাকিতে সংসারে,
আমার মোহিনী মায়া ব্যর্থ পদে পদে।

দ্বাপর। ভয় কি ভায়া! সংসারে এবার তোমারই পূর্ণ অধিকার। শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে তুমি এত দ'মে যাচ্ছ কেন? এবার একদল ছদ্মবেশী গুপ্ত কংস দুর্য্যোধন সৃষ্টি ক'রে সংসারে পাঠাও; দেখা যাক্, ব্রহ্মা কত কৃষ্ণ গড়্‌তে পারে। আমি পাপ পুণ্য দুইয়ের মধ্যে থেকে সমানভাবে দুই দিক রক্ষা করছি; তবে তোমার উপর আঁতের টান বেশী; মদিরা, মোহিনী দুই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার হাতে থাকতে, বৃথা চিন্তা করছ কেন? একটা গুপ্ত সংবাদ শুনবে? সত্যযুগ তোমার দর্পচূর্ণের এক নূতন ষড়যন্ত্র করছে।

কলি। শুনে আরও চিন্তিত হ'লাম। কি ষড়যন্ত্র?

দ্বাপর। আমি ভ্রমণের ছলে সরস্বতী নদীতীরে ভগবান ব্যাসদেবের আশ্রমে গিয়েছিলাম; সেই সভায় সত্যযুগ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শত শত মুনিঋষি একত্র হ'য়ে কলির জীবগণের উদ্ধারের উপায় স্থির করছে।

কলি। এ্যাঁ—বল কি! কি উপায় স্থির হ'লো?

দ্বাপর। কৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের যে সকল ধর্ম্মকথার আলোচনা হয়েছিল, সেই সকল কথা নিয়ে ব্যাসদেব হরিভক্তিময় গীতা আর ভাগবত শাস্ত্র রচনা করেছে; সেই শাস্ত্র পড়্‌লে শুন্‌লে পাপ আর থাকবে না। মুনি ঋষিদের দ্বারা সেই শাস্ত্র চারিদিকে প্রচারেরও ব্যবস্থা হ'লো।

কলি। এত স্পর্দ্ধা! কলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! যদি ধূর্ত্ত চক্রী কৃষ্ণ না থাকতো, তা' হ'লে সেই সময় অশ্বত্থামার অস্ত্রেই উত্তরার গর্ভ নষ্ট করতাম; পাণ্ডবগণ নির্ব্বংশ হ'লেই শ্রীকৃষ্ণেরও বিষদাঁত ভাঙ্গতো। আজ হ'তে পাণ্ডুবংশ, আর গীতা, ভাগবত ধ্বংসই আমার প্রধান কার্য্য হ'লো।

নেপথ্যে মায়াবালকগণ। বল হরি, হরিবোল—বল হরি, হরিবোল!

কলি। ওকি! কানে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছে! গাত্রজ্বালা দ্বিগুণ বাড়্ছে!

দ্বাপর। শুন্‌লে ভায়া! পাশের ঋষি-আশ্রমে হরিনামের কত ধূম! শ্রীকৃষ্ণের আদেশে একদল মায়াবী বালক, রাজ্যে রাজ্যে গ্রামে গ্রামে হরিনাম আর গীতা-ভাগবত-কথা প্রচার কর্‌ছে। এই অরণ্যের পাশেই পরম ধার্ম্মিক মহারাজ শিখিধ্বজের রাজধানী রত্নাবতীপুরী। শুনেছি, শিখিধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজও রূপে, গুণে, ধর্ম্মজ্ঞানে এই অল্প বয়সেই অদ্বিতীয়।

কলি। আরে দুষ্ট সত্যযুগ! কার বল পেয়ে,
দ্বাপরের শেষভাগে কলি-অধিকারে,
পথে ঘাটে হরিনাম করিস্ প্রচার?
ছলে বলে যে কোন কৌশলে,
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা করিব সাধন।

[প্রস্থান।

দ্বাপর। পুরুষের ক্রোধ এইরূপ হওয়াই উচিত; আমিও মাঝখানে থেকে দুকাঠি বাজাই।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মায়াবালকগণের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

হরি হরি ব'লে, নাচ বাহু তুলে, ঐ আস্‌ছে কলি দেখ রে ভাই,
কলি-কলুষিত অধমে তরাতে, হরিনাম বিনা গতি নাই।
হরিপদাম্বুজ-পরাগ মাখিয়া, অনুরাগে থাক জাগিয়া,
মায়া মোহ দলি, স্বার্থে দাও বলি, প্রেম-মধুপানে মাতিয়া,—

পাবে যদি পরিত্রাণ, হরিপদে ঢেলে দাও রে প্রাণ,
মিটিবে সকল আশা, যা চাবে মিলিবে তাই—
(চল) কল্পতরুতলে যাই।
সুনীল গগনে চন্দ্রমাতপনে, অনলে অনিলে যে দিকে চাই,
জলে স্থলে শূন্যে বিশ্বচরাচরে, বিশ্বব্যাপী হরি আছে রে ভাই!
তাঁরে সব দিয়ে, জ্ঞানচোখে চেয়ে,
চল তাঁরে যদি দেখিতে পাই।

[প্রস্থান।

সক্রোধে কালর পুনঃ প্রবেশ।

কলি। পথ নাহি পাই—কোন্ দিকে যাই?
শত্রু—শত্রু—শত্রুপূর্ণ হেরি চতুর্দ্দিক,
ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট করি কি প্রকারে!
ধর্ম্মমূল গো-ব্রাহ্মণে করিব দুর্ব্বল,
মদিরা মোহিনীবশে মজাবো সংসার,
শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখা করিয়া প্রচার,
বাড়াবো ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের বল।
গাভী হবে অল্প দুগ্ধবতী,
অনাচারী করিব ব্রাহ্মণে,
যজ্ঞহীন করিব সংসার।
সুনিয়মে বৃষ্টিপাত না হবে ধরায়,
বসুন্ধরা শস্যফল করিবে হরণ,
অনাহারে জীর্ণশীর্ণ হবে নরনারী।
বাতাস বিষাক্ত করি সংক্রামক রোগ
দেশে দেশে করিব বিস্তার।

সহসা ক্রোধের প্রবেশ।

ক্রোধ। ভয় নাই কলি! আমি স্বয়ং ক্রোধ তোমার বাপ— হিংসা তোমার মা, অবিদ্যা মায়া ,তোমার ঠাকুরমা! আমাদের এই রক্তবীজের বংশ, পচা পুকুরের পানার মত পলে পলে বেড়েই যাবে। পৃথিবীতে যতই মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি চুরি-ডাকাতি চল্‌বে, এই ক্রোধ শর্ম্মার ততই আনন্দ! রক্তে ঢেলে দাও—রক্ত ঢেলে দাও; ধরাও ঠাণ্ডা হোক্—আমিও ঠাণ্ডা হই।

কলি। পিতা! পিতা! পাণ্ডবেরা যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দিগ্বিজয়ে এই দিকে আস্‌ছে ; তাদের মাথা না কাট্‌লে আমার মন স্থির হবে না।

ক্রোধ। বাপু হে! আমি সেই চেষ্টায় আছি। অর্জ্জুনেরও মাথা কাট্‌বো—ভীমের ভুঁড়িও ফাঁসাবো। আমাদের অধর্ম্মের বংশ— নির্ব্বিকার—ঘরে ঘরেই কন্যা আদান-প্রদান। আমি তোমার বাবাও বটে, আবার শ্বশুরও বটে! তুমি এক তো আমার ছেলে, তার উপর আদুরে ঘর-জামাই ; তোমার জন্য কি না কর্‌তে পারি ? ঐ তোমার ঠাকুরমা আর মা আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে অবিদ্যার প্রবেশ।

অবিদ্যা।—

গীত।

জাল পেতেছি কি মজার।
ভুলিয়েছি—মজিয়েছি—সাজিয়েছি এ সংসার,—
আমার স্বভাব চমৎকার!
অধর্ম্ম আমার পিতা, মিথ্যা মাতা, দম্ভ ভ্রাতা,
আপন ভাইয়ে কর্‌লাম বিয়ে, কর্‌তে পাপ বংশবিস্তার—
আমায় কি চিনেছ এবার ?

লোভ ছেলে, শঠতা মেয়ে, আমারই প্রশ্রয় পেয়ে,
ক্রোধ হিংসা নাতিনাতিনী, ঐ কলির জন্ম গর্ভে তার,—
রক্তবীজের বংশ আমার, বাড়াই ধরায় পাপের ভার।

ক্রোধ। শুন্‌লে বাপু কলি তোমার জন্মবৃত্তান্ত! ঐ—এবার তোমার মাই বল আর পিসিই বল, হিংসা আস্‌ছে।

হিংসার প্রবেশ।

হিংসা। অবিদ্যা দিদিমা এখানে জাল পেতে দাঁড়িয়ে, নাতিনী হিংসাকে ডাক্‌লে কেন?

অবিদ্যা। নাগর নাগরী ধর্‌তে; তোর ছেলেই বল আর জামাই বল, এই কলি বাবাজীবনের এবার বল বাড়াতে হবে।

হিংসা। দিদিমা! তোমার এত বয়স হয়েছে, কিন্তু আজও বুড়ী হ'তে দেখ্‌লাম না,—যেন চির রসবতী যুবতী।

অবিদ্যা। মায়া কি কখন বুড়ী হয় লো ছুড়ী? আচ্ছা হিংসে! তুই এমন উপযুক্ত ছেলে কলির মা হ'য়ে শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন?

হিংসা।—

গীত।

তোমার নাত্‌নি হিংসে আমি কলির মা,
এ পোড়া চোখের দোষে, যা দেখি তা বিষমাখা।
পরের ভাল দেখ্‌তে নারি, ভেবে ভেবে শুখিয়ে মরি,
লোকের মন্দ দেখ্‌লেই আমার ঠাণ্ডা থাকে দেহটা।
কি না পারি হিংসা আমি, ক্রোধ আবার আমার স্বামী,
হৃদে বিষ মুখে মধু, আমার যে বাবা সেই মামা।

কলি। আমাদের এই মিষ্টি কুলের কথা শুনিয়ে, সকলকে লোভ

দেখিয়ে কলির শিষ্য ক'রে দাও। [সহসা চমকিত হইয়া] ওকি! বনপার্শ্বে সৈন্য-কোলাহল আর ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার শোনা যায় নয়?

নেপথ্যে জনৈক ঋষি। আশ্রমবাসী মুনিরা পালিয়ে যাও—সতর্ক হও! মহারাজ শিখিধ্বজ, ভ্রাতা তেজচন্দ্র আর সেনাপতির সঙ্গে এই অরণ্যে মৃগয়ায় এসেছেন। দুর্দ্দান্ত কিরাত-সৈন্যেরা চারিদিক হ'তে তীর ছাড়্ছে।

কলি। উত্তম সুযোগ! তীর, ধনু, তলোয়ার বর্শা দেখে মুনি বেটাদের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে! এখন আর কোন বেটার মুখেই হরিনাম নাই। এবার এই হিংসাময় যুদ্ধ মারামারি কাটাকাটি বাড়াবো, ধর্ম্মশাস্ত্র পোড়াবো। ধার্ম্মিক শিখিধ্বজের রত্নাবতীপুরে মদ্যমাংসসেবী লম্পটদলের লীলাখেলা চল্‌বে! দেখি, চতুর সত্যযুগ কৃষ্ণের সাহায্যে কিরূপে গীতা, ভাগবত আর হরিনাম প্রচার করে! আমি কলি—আমি কলি!

[সক্রোধে প্রস্থান।

ক্রোধ। এস গিন্নি হিংসা! ছেলে যা পেটে ধরেছ, তেরে কেটি তা,—কর্‌ছেও যা না তা! বাছার জন্মদিনে অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ, অমাবস্যা, দিনদগ্ধা, মাসদগ্ধা, মহাদগ্ধা, সকলই এক সঙ্গে জুটেছিল!

হিংসা। কেমন বাপের বেটা! সেই জন্য সে সময় এই রত্ন-গর্ভ দেখে ইন্দ্রের বজ্রও ভয় পেয়েছিল।

ক্রোধ। এখন চল্, ছেলের মান বাড়াই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিল্ববন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] যেখানে যখন প্রয়োজন, সেখানে তখন আমি ঠিক আছি। দুরাত্মা কলি মনে করেছে, আমি তার দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পারি নাই। এই রত্নাবতীপুরীই আমার মধুর লীলাপ্রচারের স্থল। বোধ হয়, আমার মনের মত ভক্তও পেয়েছি। আচ্ছা আগে ক'ষে মেজে পরীক্ষাই করি।

প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। রক্ষা করুন—কলি-কলুষহারী কৃষ্ণ রক্ষা করুন!

শ্রীকৃষ্ণ। একি! তুমি ছদ্মবেশ ধর্‌লে কেন সত্যযুগ?

প্রেমানন্দ। নবজাগ্রত কলির বিকট মূর্ত্তি দেখে, ভয়ে এই ছদ্মবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ধীরভাবে সহ্য ক'রে কলিকে কিছু দিন বাড়্‌তে দাও। তোমার চতুর্থাংশ তেজ সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন থাকবে; কলির মোহ-মায়া, আমার প্রকৃত ভক্তের হৃদয় স্পর্শ করতে পার্‌বে না। কালের ইচ্ছায় কিছু দিনের জন্য ভারতের পবিত্র ক্ষাত্রশক্তি চূর্ণ হ'য়ে যাবে। অত্যধিক ধর্ম্মচর্চ্চায়—অতি সরলতায়—অতি দানে—অতি উদারতায় ভারতের পূর্ব্বতন প্রাতঃস্মরণীয় রাজগণ ভারতের সামরিক শক্তি দুর্ব্বল ক'রে গেছেন; সেই অতি শব্দের প্রতিক্রিয়ার কাল ভারতের ভাগ্যে সমুপস্থিত।

প্রেমানন্দ। এবার কি হবে প্রভো?

শ্রীকৃষ্ণ। হরিশ্চন্দ্র, নল, রঘু, শশবিন্দু, শিবি,
মান্ধাতা, শ্রীরাম আদি পুণ্যশ্লোক রাজা,—
অরুন্ধতী, দময়ন্তী, সাবিত্রী, জানকী,
পতিপ্রাণা সেই সব আদর্শ রমণী
এই পাপময় যুগে জন্মাবে না আর।
পরকাল ভাবি কেহ ঐহিকের সুখ,
ত্যাগ না করিবে আর ক্ষমাশীল হ'য়ে।
মর্ত্ত্যে এবে শত শত ছদ্মবেশী সাধু
কপট ধর্ম্মের ভানে মজাবে সংসার,—
কূটবুদ্ধি বলে ছলে বড় হ'তে চাবে।

প্রেমানন্দ। তার প্রতীকারের উপায় কি দয়াময়?

শ্রীকৃষ্ণ। হরিভক্তিময় শাস্ত্র আর হরিনাম প্রচার।

নেপথ্যে কলি। কলি-অনুচরগণ! এবার, তোমাদের স্বর্ণ-সুযোগ! স্বেচ্ছাচারে দেবালয় ভাঙ্গো—শাস্ত্র পুড়িয়ে দাও—গো ব্রাহ্মণের তেজ হরণ ক'রে তাদিকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত ফেলে রাখ।

প্রেমানন্দ। ঐ শুনুন কলির আস্ফালন!

শ্রীকৃষ্ণ। কলি এবার বনের হিংস্র পশুকেও নরাকারে পাঠাবে। তন্ত্রশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচারে কতকগুলি কলির নীচ ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবে। আমি ধরা ত্যাগ কর্‌লেই হোমের ধূম নিব্‌বে—পশুবল বাড়্‌বে।

প্রেমানন্দ। দয়াময়! সেই পশুবল দমনের উপায় করুন!

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় নাই; মায়া-বালকেরা আমার পবিত্র গীতা, ভাগবত-শাস্ত্রের রক্ষাকারী হ'য়ে ঐ দেখ তোমার সাহায্যে আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে মায়বা-লকগণ ও গীতা, ভাগবতের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।— গীত।

দুষ্টের দমনে, ধর্ম্ম সংস্থাপনে, প্রচণ্ড বিক্রমে চল।
ধর্ম্মের প্রচারে, ঘুরি ত্রিসংসারে, নিত্য সত্যব্রত পাল,—
জয় ধর্ম্মের জয় বল।
বিরাট গগনে ছড়ায়ে তান, গাওরে সত্যের গৌরব গান,
বেদবিধিভ্রষ্ট পাষণ্ডদলনে জ্বালির ধর্ম্মের আলো,—
জয় ধর্ম্মের জয় বল।
ঘরে ঘরে হবে পবিত্র হোম, বেদধ্বনি ব্যাপ্ত ধরণী ব্যোম,
পরিতৃপ্ত হবে ইন্দ্র, রবি, সোম, ঢালিবে শান্তির জল,—
জয় ধর্ম্মের জয় বল।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন বৎসগণ!
মোহ, মায়া, কুটীলতা, সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে,
এইরূপে বিশালতা হৃদয়ে জাগাও!
পাপ কার্য্যে রত যারা,
উপলক্ষ হ'য়ে কর তাদের সংহার।
ভক্তের পরীক্ষা কর মায়ার ছলনে,
হরিনাম দেশে দেশে করগে প্রচার।

সকলে। জয় দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের জয়!

শ্রীকৃষ্ণ। এই অরণ্যপার্শ্বে মহারাজ শিখিধ্বজের রাজধানী রত্নাবতী-পুরী দেখা যাচ্ছে। তাঁর ভাগ্যবান পুত্র তাম্রধ্বজও স্বাভাবিক হরি-ভক্তিময় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে। তাদের সাহায্যেই একাদশী-ব্রত আর গীতা, ভাগবত প্রচারের চেষ্টা কর।

সকলে। জয় হরিভক্তের জয়! [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মৃগয়ারণ্য।

চঞ্চলভাবে সশস্ত্র তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। সেনাপতি! সেনাপতি! মহারাজ অশ্বারোহণে বিদ্যুৎ-বেগে কোন্ দিকে গেলেন?

সমরসিংহ। এই সঙ্কীর্ণ বনপথ ধ'রে নিবিড় বনমধ্যেই প্রবেশ করেছেন। কৃতান্তকিঙ্করের ন্যায় কিরাত-সৈন্যদলও তাঁর সঙ্গে আছে।

তেজচন্দ্র। আর্বারের প্রচণ্ড আক্রমণে ভয় পেয়ে, ভীষণ হিংস্রক জন্তুগণ বিকট চীৎকারে বনভূমি কাঁপাচ্ছে।

নেপথ্যে শিখিধ্বজ। সৈন্যগণ! সাবধান—সাবধান! মুনি-ঋষিদের আশ্রমপালিতা হরিণী কিম্বা হোমধেনু যেন আহত না হয়!

সমরসিংহ। মহারাজেরই কণ্ঠস্বর নয়! সাবধানে মৃগয়া কর্‌তে বল্‌ছেন।

তেজচন্দ্র। হাসির কথা বটে! সৈন্যগণ মৃগয়ানন্দে উন্মত্ত। এখন কি পোষা হরিণ বিচার ক'রে মারা চলে? ঐ দেখ—ঐ দেখ সেনাপতি! একটা হরিণী ঐ দিকে ছুটে পালাচ্ছে! নিশ্চয় মার্‌বো—নিশ্চয় মার্‌বো!

সমরসিংহ। না—না—হরিণী নয় গাভী; শীঘ্র শর সংযত করুন। একটা গাভী প্রাণভয়ে ঐ ঋষি-আশ্রমের দিকে ছুটে পালাচ্ছে!

তেজচন্দ্র। গাভী নয়—গাভী নয়—নিশ্চয় হরিণী।

নেপথ্যে কলি। বৎস! বৃথা কর পাপে ভয়,

মৃগয়ার ধর্ম্ম শুধু জীবহিংসা করা।
কালধর্ম্ম কর রে পালন,
শূন্যে থাকি হব রে সহায় আমি

আমি কলি, কাল পেয়ে বলি,
চলিলে আমার মতে হবে ভাগ্যবান !
মদিরা, মোহিনীযোগে তন্ত্রের বিধানে,
কর রে ভোগের তৃপ্তি সদানন্দে রবে ।
চলিলে আমার মতে মিটিবে কামনা,
রত্নাবতী-অধীশ্বর করিব তোমারে ।
ঘৃণা, ভয়, ত্যজ রে বিকার,
পাপ পুণ্য দুর্ব্বলের মনের কল্পনা !

তেজচন্দ্র । দেখ—দেখ সেনাপতি ! দিব্যমূর্ত্তি এক মহাপুরুষ শূন্যে মেঘের আড়ালে থেকে আমাদের অভয় দিচ্ছেন—উন্নতির আশা দিচ্ছেন ।

সমরসিংহ । অপূর্ব্ব দৃশ্য !

তেজচন্দ্র । চলিব কালের স্রোতে
পাপ পুণ্য না করি বিচার ।
মৃগয়ায় জীবহিংসা বীরের আমোদ,
যুদ্ধ শুধু উন্নতির মূল ।
রাজবাক্য না শুনিব,
হরিণীরে মারিব নিশ্চয় !

[দ্রুত প্রস্থান ।

সমরসিংহ । সত্য দেবমূর্ত্তি, সত্য দেবতার বাণী !
কার মতে কার বাধ্য হই ?
রাজনীতি চিরদিন কুটীলতাময়,
স্বার্থবশে না থাকিলে উন্নতি না হয় ।
ধার্ম্মিক সে শিখিধ্বজ, তেজচন্দ্র শঠ,
মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই ভ্রাতা,

আমি আছি মাঝখানে তার,—
রুটী ভাগ নিয়ে দুই বিড়াল বিবাদে,
মধ্যস্থ হইল যথা চতুর বানর,—
এ সুযোগে সেই নীতি করিব আশ্রয় ।

[প্রস্থান ।

চঞ্চলভাবে শিখিধ্বজের প্রবেশ ।

শিখিধ্বজ । ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ ! ক্ষান্ত হও সেনাপতি ! আমার আদেশ অমান্য ক'রে এখনও চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি ! দাদাও আমার নিষেধ বাক্য শুন্‌লেন না ! নিকটেই সংসারের শান্তি-নিকেতন ঋষি-আশ্রম ! এখন কি উপায়ে উন্মত্ত সৈন্য আর দাদাকে প্রকৃতিস্থ করি ! ওকি ! নিকটেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ !

নেপথে জনৈক ঋষি । হায় হায়—সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো, আমাদের আশ্রমের হোমধেনু হত্যা হ'লো !

শিখিধ্বজ । কি সর্ব্বনাশ ! আমার পাপ মৃগয়ার পরিণাম গাভী-হত্যা । একি লোমহর্ষণ ভীষণ কথা শুন্‌ছি !

জনৈক ঋষির প্রবেশ ।

ঋষি । মহারাজ ! মহারাজ ! পবিত্র ঋষি-আশ্রমে এসে কি ভীষণ কার্য্য কর্‌লেন ! গাভীহত্যা ! গোরক্তে আশ্রম ভেসে যায় !

শিখিধ্বজ । এ্যাঁ—এ্যাঁ ! যে কথা কাণে শুন্‌লেও নরকগামী হ'তে হয়, আমার পরিণামদর্শিতায় সেই মহাপাপের অনুষ্ঠান ! রৌরবের জ্বলন্ত জ্বালা, আমায় এখনই দগ্ধ কর ।

ঋষি । ঐ শুনুন, আশ্রমবাসীগণ হাহাকারে রোদন কর্‌ছে !

[প্রস্থান ।

নেপথ্যে আশ্রমবাসীগণ।—

গীত।

হায় কি হ'লো, কে করিল এমন সর্ব্বনাশ!
কি সুখে আর কর্‌বো আমরা তপোবনে বাস।
বিনা দোষে অবিচারে মাতৃরূপা গাভী মারে,
এ দুঃখ জানাবো কারে, হ'লো মহাত্রাস!
মৃগয়াবিলাসী হ'য়ে দয়া মায়া তেয়াগিয়ে,
নিষ্ঠুর ব্যাধের কাজে রাজার উল্লাস।

শিখিধ্বজ। বাস্তবিক আমি নিষ্ঠুর ব্যাধ অপেক্ষাও পাষাণহৃদয়। আমি মৃগয়া-ব্যসনাসক্ত নির্ম্মম পাষণ্ড। ধিক্ আমার রাজবুদ্ধি! দেখি, আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কলি-কাননের অন্য পার্শ্ব।

কলির প্রবেশ।

কলি। এবার দেখ্‌বো, কলির এই চালে কি হয়! আমারই কৌশলে তেজচন্দ্রের অব্যর্থ বাণে, ঋষিদের আশ্রমপালিতা গাভীহত্যা! গো-রক্ত দেখে মুনি ঋষি বেটারা ভয়ে কাঁপ্‌ছে! আমি শূন্যে থেকে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছি,—লোভের ফাঁদ পেতেছি। আগে বনের পশুগণকে নরনারীর আকারে সংসারে নানা স্থানে পাঠাই। এস, এস—পশুগণ! নরাকারে সংসারে গমন কর।

অর্দ্ধনরাকারে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, অশ্ব, বানর, প্রভৃতি পশুগণের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

পশুগণ।—

গীত।

হো-হো-হো—হো-হো-হো,
আমরা থাক্‌বো না আর বনের পশু, যাব সংসারে,
মুখোস খোলে, খোলস ছেড়ে, নরের আকারে।
পশুর মত আহার-বিহার, গায়ের জোরে কর্‌বো প্রচার,
যা কর্‌বো তা শোভা পাবে, কলির বিচারে।
কলির উদার রাজ্যর কাছে, লজ্জা ঘৃণা ভয় কি আছে,
মুড়ি মিছরি একই দরে চল্‌বে বাজারে।

কলি। পশুগণ! এবার আমার অধিকার আস্‌ছে। যথেচ্ছ আহার-বিহারকারী বনের পশুর সঙ্গে মানুষের আর কোন পার্থক্য রাখ্‌বো না; তোমাদের আদর্শে নূতন মানব-সমাজ গড়্‌বো।

পশুগণ। হো-হো-হো—হো-হো-হো! [করতালি]

কলি। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে অপেক্ষা কর বাবা! আগে তোমাদের আনন্দের গোড়া বেঁধে দিই।

গীতকণ্ঠে মদিরা ও মোহিনীর প্রবেশ।

মদিরা ও মোহিনী।—

গীত।

এস রে সোণার যাদু কে আনন্দ চাও রে,
আমরা আনন্দময়ী আনন্দ বিলাই রে,—
পুরুষ পরশমণি পাপ কি তাতে লাগে রে!

হাতে হাতে স্বর্গ পাবে, সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে,
বুকে বুকে মুখে মুখে আনন্দে ঘুমাবে রে।
আনন্দরূপিনী নারী, তার সঙ্গে আনন্দ-বারি,
এলে এই সাধনা-পথে, চোখ ফুটিয়ে দেবো রে,—
অন্ধ পাবে চক্ষুদান, বোবায় গাবে গান রে।

[প্রস্থান ।

পশুগণ। হো-হো-হো! আমরা খাবো—আমরা খাবো।

[করতালি]

কলি। চুপ কর, এখন আর অধিক চীৎকার ক'রো না; এখনও কৃষ্ণ বেটা বেঁচে আছে। তোমাদেরই এবার নরনারীরূপে সমাজে যেতে হবে; সুতরাং একটু সভ্যতার ভান শিখে যাও। সর্ব্বাগ্রে তোমরা শিখিধ্বজের রত্নাবতীপুরে ছদ্মবেশে যাও। আমার এই সকল উপদেশ মনে রেখে কাজ করবে। সংসারে গিয়ে ভাই হ'য়ে ভাইয়ের গলায় ছুরি মেরে তার বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নেবে। কেবল নিজের আত্মাকেই সুখী করবে। বুড়ো বাপ মাকে পরের বাড়ীর ধান ভেনে খেতে বল্‌বে। উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে স্ত্রীর কাছে ভেড়ার মত কান পেতে দেবে। নিজের সুখের জন্য মহাজনের নিকট যত পার ঋণ করবে; কিন্তু চাইতে এলে, গায়ে কাঁথা ঢাকা দিয়ে জ্বর হয়েছে ব'লে কাঁপ্‌বে অথবা উল্টো চালে সব উড়িয়ে দেবে। ঋণ ক'রেও ঘি দুধ মদ মাংস খাবে। কাজ যত করতে পার আর নাই পার, মুখে বল্‌বার সময় কিছুতেই দম্‌বে না। কলির অধিকারে, মুখসর্ব্বস্বেরই সম্মান অধিক; শুধু প্যাঁচের খেলা খেল্‌বে। বাবা বর্ত্তমানে যদি মায়ের আবার বিয়ে দিতে পার, তবেই জান্‌বো তোমরা কলির মনের মত শিষ্য।

পশুগণ ।—

গীত ।

আমরাই হবো কলির জীব, কথায় কাজে দুটী জিব ।
মনের মত গড়্‌লে তন্ত্র, ভাঙ্গড় ভোলা বুড়ো শিব ।
তাই তাই তাই তাই, চল্ ভাই মামার বাড়ী যাই,
ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্ ঢেলে খেয়ে, ঘরে ব'সে দেখ্‌বো দিব ।
হা-হা-হা-হা, কর্‌বো না না তা,
ডুবে ডুবে জল খাবো লোকদেখানো সাধু শিব ।

[সকলের প্রস্থান ।

কলি । আমিও যাই । ছদ্মবেশী ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বাক্য-পঞ্চাননের বেশে, তেজচন্দ্র আর সমরসিংহের সঙ্গী হবো ! তন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা-প্রচারে কলির পাঠ পড়াইগে । ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রে না গেলে আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না । আমি নানা মূর্ত্তিতে কলির ব্রাহ্মণ সাজ্‌বো—শাস্ত্রের উল্টো অর্থ ক'রে সমাজের অঙ্গে ঘুণ ধরাবো—রাক্ষসী মায়ায়, দানবী মায়ায় জগতের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবো ।

[প্রস্থান ।

উন্মত্তভাবে শিখিধ্বজের প্রবেশ ।

শিখিধ্বজ । কোথা হ'তে কোথায় এলাম ;
ঘৃণিত বিকট মূর্ত্তি অর্দ্ধ নরাকার
স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে হাসে নাচে গায় !
উঃ, কি ঘৃণিত আহার বিহার !
গোহত্যা পাপের ফলে অদৃষ্টে আমার,

এই নারকীয় দৃশ্য হ'লো কি দর্শন!
কি ঘৃণিত হাব ভাব,
কি ঘৃণিত কটাক্ষবর্ষণ!
মদ্যপানে মাতোয়ারা লজ্জাহীনা হ'য়ে,
পর পুরুষের মন মজাইতে চায়।
রূপ নয়—নরকের জ্বলন্ত অনল,
সে অনলে পুড়ে মরে পতঙ্গের দল।
হাসি নয় মনে হয় কালকূটরাশি,
বিষাক্ত কটাক্ষ-বাণে করে জর্জ্জরিত।
অধরে অমৃত কই? গরল উগারে,—
ভয়ঙ্করী বিষধরী নানারূপে যেন
দংশন করিতে ধায় মুগ্ধ পুরুষে।
আর না দেখিতে চাই—চোখ মুদে থাকি,
মনে মনে ধ্যান করি মায়ের চরণ।
মা! মা! কেন এ ছলনা আজ সন্তানের প্রতি,
কেন মা ডুবাতে চাও অনন্ত নরকে?

[হস্ত দ্বারা চক্ষুদ্বয় আবৃত করিলেন।]

নেপথ্যে প্রেমানন্দ। বৎস! ঐ ভীষণ স্থান পরিত্যাগ ক'রে শীঘ্র এই দিকে পালিয়ে এস।

শিখিধ্বজ। ও কি! এই ঘোর সঙ্কটে, স্নেহ-সহানুভূতি-প্রদর্শনে এই পতিত অধমকে আহ্বান করে কে? যাই—যাই,—দেখি কোথা শান্তি পাই!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

ঋষি-আশ্রম।

সবিস্ময়ে শিখিধ্বজের প্রবেশ।

শিখিধ্বজ। অরণ্যের এই পার্শ্ব অতি মনোহর!
চারিপাশে মনোহর দিব্য তরুলতা,
কোমল হরিৎ পত্রে স্বর্ণজ্যোতি মেখে
প্রেমভরে দুলে দুলে সন্তাপ জুড়ায়,—
ফোটা ফুল হাসে, বাসে পরাণ মাতায়।
উদাত্ত গম্ভীর সাম মন্ত্রের ঝঙ্কার
কি মধুর সাম্যভাব জাগায় হৃদয়ে!
মায়ামুগ্ধ ক্ষুদ্র আমি, হায় কি সাধনে
এরূপ মহান্ প্রেমে হবো মাতোয়ারা!
জন্মজন্মান্তর ঘুরে দাঁড়াবার স্থান—
এ সংসার হায় যেন বালুকার স্তূপ!
কালস্রোত চণ্ডবেগে ধায় অবিরাম,
বারম্বার ভেঙ্গে দেয় বিশ্রামের স্থান।
পুনর্ব্বার কল্পনায় গড়ি নব স্থান,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর কাল তাও ভেঙ্গে দেয়!
তবু অভিমান এই নশ্বর জীবনে,
তবু চাই কেঁদে শুধু আমার আমার,
তবু হায় নাহি ভাঙ্গে এ মায়ার ঘুম,
এত ভুগি তবু হায় চৈতন্য না হয়

শোক দুঃখ জরা আসি জাগাইয়া দেয়,
মৃত্যু আসি ডাকে ঘোর বজ্রের গর্জ্জনে—
জাগো জীব, এইবার হও সাবধান,
অহঙ্কার দিয়ে গড়া এ দেহ রবে না!
আশার ছলনা শুধু আদি অন্ত কই?
কোথা যাই—কোথা চির-বিশ্রামের স্থান?
গুরো! গুরো! মায়াঘোরে আমি পথ-হারা,—
করুণার দীপ জ্বেলে এ আঁধার পথে,
হাত ধ'রে এ অধমে ডেকে নিয়ে যাও!
সন্দিগ্ধ চঞ্চল মন দৃঢ় ক'রে দাও,
ধরিবার মত বল দাও এ হৃদয়ে।

গীতকণ্ঠে অদূরে প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

অহঙ্কার-কবাট দিয়ে, হৃদয়-দুয়ার বন্ধ ক'রে,
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছ অবিদ্যা-দুস্বপ্ন ঘোরে।
ভক্তের প্রহরীবেশে, দয়াল হরি ভবে এসে,
ডেকে সাড়া না পেয়ে তোর, ফিরে চ'লে গেছে ভোরে।
ভীষণ রাত্রি আসবে আবার, সজাগ হ'য়ে থাক্ রে এবার,
ঘিরে আছে ঘরের শত্রু, সর্ব্বস্ব তোর নেবে কেড়ে।

শিখিধ্বজ। সেই স্বরে গুরুদেব ডাকে বারম্বার,
এ আঁধারে আলো ধ'রে সুপথ দেখায়।

বাস্তবিক ষড় শত্রুবেষ্টিত এ পুরে,
বিলাস-মদিরা পানে মাতোয়ারা হ'য়ে,
অবিদ্যা কামিনী কোলে বিভোরে ঘুমাই।
ভক্তির ভিখারী হরি ভক্তের প্রহরী.
হৃদয়-দুয়ারে থাকি ডাকে বারম্বার,
তবু ঘুম নাহি ভাঙ্গে মোহে অচেতন।

প্রেমানন্দ। বৎস! ধন্য তোমার মনের তেজ! যে পুরুষ কামিনী-কাঞ্চন মদিরার মায়ায় মুগ্ধ না হয়, তিনিই সার্থকজন্মা।

শিখিধ্বজ। [স্বগত] আ-মরি-মরি, কি পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি! [প্রকাশ্যে] অনুতাপী জ্ঞানপাপী এই নরাধমকে দয়া ক'রে এ সময় দেখা দিলেন, কে আপনি প্রভো? আমি মহাপাপী! এ পাপাত্মার উদ্ধার নাই।

প্রেমানন্দ। এ জন্মে এই দেহে, অথবা পরজন্মে দেহান্তরে কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্তে ইচ্ছা হয়?

শিখিধ্বজ। আমি মর্তেই প্রস্তুত হয়েছি। আদেশ করুন, এই দ্বিতীয় শর ধনুকে সন্ধান ক'রে এ পাপ দেহ বিদ্ধ করি!

প্রেমানন্দ! মর্তে হবে না; এই দেহেই পুনর্জ্জন্ম লাভের এক উপায় আছে।

শিখিধ্বজ। দয়াময় গুরো! এই পাপ দেহ বর্ত্তমান রেখে নিষ্পাপ পুনর্জ্জন্ম লাভ হবে, এ কথা শুনে আরও অধিক বিস্মিত হ'লাম। প্রাণাধিক পুত্র তাম্রধ্বজকে ছাড়্বো—প্রাণপ্রিয়া রাণী কুমুদ্বতীকেও ভুল্বো—রাজ্যসুখে চির-জলাঞ্জলি দেবো, কিন্তু ও চরণ ছাড়্বো না। আমায় রক্ষা করুন; ভীষণ পাপকূপ হ'তে এ দাসের হাত ধ'রে তুলে নিন্।

প্রেমানন্দ। বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে পবিত্র একাদশী-ব্রত কর্লেই এ দেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ হবে।

শিখিধ্বজ। আজ হ'তে হিংসাময় পাপ ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ কর্‌লাম ; এই হস্ত জীবহিংসায় আর কলঙ্কিত হবে না। বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা দিয়ে দাসের পাপ দেহ-মন পরিশুদ্ধ করুন।

প্রেমানন্দ। ঐ দেখ বৎস! প্রেমরাজ্যের প্রথম সোপান।

পুঁথিহস্তে গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ।

গীতা।—

গীত।

উপনিষদ-গাই দুয়েছে নন্দ ঘোষের ছেলে,
সুধামাখা দুধ রেখেছে এই গীতার ভিতর ঢেলে।
পার্থ-বাছুর পানিয়ে দিলে, উথ্‌লে রস ভারত ভাসালে,
ত্রিতাপ জ্বালা জুড়িয়ে যাবে একবার এ দুধ খেলে।
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি তিন ভাবে, এ প্রেমরসের আস্বাদ পাবে,
সুধী ভক্ত হও রে মুক্ত, পাঁচের বাঁধন খুলে।

[এক পার্শ্বে অবস্থান]

শিখিধ্বজ। গুরুদেব! গুরুদেব! অন্ধের চোখ ফুটিয়ে দাও—পাপের বোঝা নামিয়ে দাও—সাত্বিক শাস্ত্রীয় উপদেশে মনের চাঞ্চল্য দূর ক'রে দাও।

প্রেমানন্দ। ঐ মধুর গীতা ভক্তিভরে প্রতিদিন পাঠ কর্‌বে।

শিখিধ্বজ। আহা! এই গীতায় দিব্যভাব যেন মনপ্রাণ ভুলিয়ে দিলে! আর কত দিনে ঐ গীতার মধুরভাবে আমার যা কিছু কর্ম্মফল, সেই সকল মঙ্গলালয় লীলাময় জগদীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিষ্কাম প্রাণে ঢেলে দেবো!

প্রেমানন্দ। ঐ দেখ বৎস! আবার এক মধুর ভাগবত শাস্ত্র।

পুঁথিহস্তে গীতকণ্ঠে ভাগবতের প্রবেশ ।

ভাগবত ।—

গীত ।

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু পূর্ণ ইন্দু-কিরণে,
হৃদয় সদা উজ্জ্বল রাখো, ভাগবত পাঠে শ্রবণে ।
শুনিলে অমিয় শ্রীকৃষ্ণ কথা, পাপক্ষয়ে যাবে এ ভবব্যথা,
ভক্তিরস পাত্র এই যে এনেছি, ভাগ্যবান ভক্ত কারণে ।
বৃন্দা-বিপিনবিহারী হরি, ভাগবত অঙ্গ আশ্রয় করি,
ব্যাসের কৃপায় ভারতে প্রকাশ, কলির পাষণ্ডদলনে ।

[এক পার্শ্বে অবস্থান]

শিখিধ্বজ । ক্রমেই যেন ঘুমের ঘোর কেটে আস্‌ছে ! বাস্তবিক, সৎসঙ্গ আর শাস্ত্রীয় উপদেশেই অধঃপতিত মানব প্রকৃতিস্থ হয় ।

প্রেমানন্দ । সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া চাই ; ক্রিয়ার দ্বারাই জ্ঞান পাকে, ভক্তি প্রগাঢ় হয় ।

শিখিধ্বজ । বাস্তবিক যিনি ক্রিয়ার দ্বারা চরিত্রবান, তিনিই সমাজের আদর্শ নেতা । আহারাদির যথেচ্ছাচারে, আসুরিক প্রবৃত্তিই বাড়ে । সাত্বিক আহার-বিহারে, নিয়মিত ব্রত-উপবাসে সংযমী না হ'লে, আদর্শ পুরুষ হওয়া যায় না ।

প্রেমানন্দ । প্রতিদিন এই গীতা, ভাগবত পাঠ এবং নিয়মিত একাদশী-ব্রত দ্বারা অগ্রে অন্তর পরিশুদ্ধ করুন ।

নেপথ্যে কলি । মূর্খ শিখিধ্বজ ! আমায় উপেক্ষা ক'রে সত্যযুগের মান রাখ্‌লি ! এই অগ্নিবান ছাড়্‌লাম । গীতা, ভাগবত পোড়াবো— তোর একাদশী-ব্রত ভঙ্গ কর্‌বো ।

গীতা ও ভাগবত। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন! আমাদের পুড়িয়ে মার্‌লে!

শিখিধ্বজ। ভয় নাই! গীতা ভাগবত পেয়ে আমি নব বলে জেগেছি। ধর্ম্ম আর শাস্ত্ররক্ষার জন্য আবার অস্ত্র ধর্‌বো! গীতা ভাগবতরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার সহায় হবেন। জয় হরে মুরারে ব'লে এই দিব্য বরুণ-বাণে ঐ মায়া-অগ্নি নির্ব্বাণ কর্‌বো। ভয় নাই, আমার সঙ্গে আসুন।

[প্রেমানন্দ ব্যতীত সকলের দ্রুত প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। এস মায়াবালকগণ! আবার গাও—আবার জাগাও!

গীতকণ্ঠে মায়াবালকগণের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

কে আছ প্রেমিক জ্ঞানী এ ভারতে,
মোহে মুগ্ধ কেন, চোখ মিলে চাও।
কলির প্রতাপে ধর্ম্ম কর্ম্ম যায়,
পাষণ্ড দলিতে বুক পেতে দাও।
কি ছিলে তোমরা কত উচ্চ স্থানে,
কত বড় ছিলে ধনে মানে জ্ঞানে,
কলির কুহকে মিথ্যা অভিমানে,
ভেবে দেখ হায়, কত নেমে যাও।
পরকাল ভুলে ঐহিকে মাতিয়া,
গুরু ঋষিবাক্য উড়াও হাসিয়া,
শেষের দিনে যেতে হবে কাঁদিয়া,
হরিপদাশ্রয়ে যাতনা জুড়াও।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাগৃহ—প্রাঙ্গণ।

সমরসিংহের হস্ত ধরিয়া তেজচন্দ্রের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। মহারাজের কর্ত্তব্যজ্ঞান কিরূপ দেখ্‌লে? রাজ্যরক্ষার সুমন্ত্রণার জন্য আমরা তাঁর মুখ চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি কিন্তু অন্তঃপুরে রাণীর সঙ্গে হরিপ্রেমে বিভোর! তিন দিনের মধ্যে শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির নির্ম্মাণ, দেবতা প্রতিষ্ঠা হ'লো। রাজভাণ্ডার শূন্য ক'রে দানসাগর খুলে বস্‌লেন।

সমরসিংহ। সীমান্তের পার্ব্বত্য শত্রুগণ সর্ব্বদাই এ রাজ্যে অশান্তি বিস্তার কর্‌ছে। তাদের দমনের জন্য রাজকোষ সর্ব্বদাই প্রচুর অর্থে পূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য। গত যুদ্ধে পার্ব্বত্য নগর সকল লুণ্ঠন ক'রে, রাজভাণ্ডার পূর্ণ রেখেছিলাম; তাই আজ মহারাজ নিজের ইচ্ছামত মুক্তহস্ত দাতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন! আমাদের নিকট এখন কৃতজ্ঞতা স্বীকার দূরের কথা, একটা মুখের কথা বল্‌তেও কুণ্ঠিত।

তেজচন্দ্র। মৃগয়া ক'রে ফিরে এসে, ভায়া এখন বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে! মৃগয়ায় গোহত্যা হয়েছিল ব'লে, এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে কিছুদিন পাগলের মত ঘুরে, এখন বেশ একটী বকধার্ম্মিক সেজে এসেছেন। আমি তার জ্ঞাতি বড় ভাই, আমাকেও ধর্ম্মের উপদেশ দেয়! আমি যেন তার নিকট কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ।

সমরসিংহ। যদি সেই মহাপুরুষের কথা সত্য হয়, তা হ'লে একদিন

আপনিই রত্নাবতীর সিংহাসন উজ্জ্বল করবেন। একমাত্র আপনারই ভয়ে দুর্দ্দান্ত পার্ব্বতীয় রাজগণ এ রাজ্য অধিকার করতে পারছে না।

তেজচন্দ্র। সমরসিংহ! তোমায় কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করি। তোমার রণনৈপুণ্য আর অমিত বাহুবল, সর্ব্বদাই আমায় মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। মহারাজ যথার্থ গুণগ্রাহী হ'লে, এতদিন তোমায় উচ্চ পুরস্কার দিতেন। রাজা এখন হরিনামের ঝুলি নিয়ে ঘরে ব'সে আছেন! যত ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র আমাদের মাথার উপর দিয়েই চ'লে যাচ্ছে। আমার মতে ওরূপ ধর্ম্মভীরু অলস অকর্ম্মণ্য রাজার দ্বারা রাজের অনিষ্টই সাধিত হয়। যুদ্ধকাতর রাজা আর অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ, কখনই উন্নতিলাভ করতে পারে না।

সমরসিংহ। বাস্তবিক তাই; প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণকে হাতে রেখে রাজ্যের প্রাধান্য বৃদ্ধি করতে হ'লে, চতুরতা—ধূর্ত্ততা চাই! এক হাতে আগুন, এক হাতে জল রাখতে হয়! আমার বিবেচনায়, আপনিই এ রাজ্যের উপযুক্ত রাজা। ওকি! ঘোষবাদক রাজপথে কি ঘোষণা করে!

দূরে ঘোষবাদকের প্রবেশ।

ঘোষবাদক। [বাদ্য করিয়া] রত্নাবতীপুরীনিবাসী প্রজাগণ! তোমরা মহারাজ শিখিধ্বজের আদেশ শ্রবণ কর। এ রাজ্যের ঘরে ঘরে প্রতিদিন যেন হরিপূজা—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। এ রাজ্যে কেহই আর মৎস্য, মাংস, মদ্য ব্যবহার করতে পারিবে না। [বাদ্য]

তেজচন্দ্র। শুনলে মহারাজের নূতন রাজ্যসংস্করণ? জোর ক'রে সকলকে নিজের মত বৈষ্ণব সাধু সন্ন্যাসী সাজাবেন।

ঘোষবাদক। অন্ন, জল, ফলমূল, লবণ, গোরস,
কেহ নাহি খাবে একাদশীর দিবস।

পবিত্র হরিবাসর ব্রত উপবাসে,
গীতা পাঠে মানবের পাপ তাপ নাশে।
এ পবিত্র ব্রত ধরি হরিভক্ত হও,
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি হ'য়ে প্রেম বিলাও।

[বাদ্য ও প্রস্থান।

তেজচন্দ্র। সেনাপতি। এই মন্ত্রণাগৃহে আর রাজার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই। রাজার মন্তব্য ও উদ্দেশ্য শুন্‌লে তো? আমরাও এবার তলোয়ার শিকেয় তুলে, কৌপীন প'রে কমণ্ডলু চিম্‌টে ধ'রে বনে যাই চল।

সমরসিংহ। আপনিও যদি মহারাজের মত শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তা হ'লে এ রাজ্য অচিরেই অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির পদানত হবে।

তেজচন্দ্র। ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ বশেই ওরূপ কথা বল্‌ছি! আমাদের বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ চিরদিনই শক্তিউপাসক ছিলেন। বাস্তুদেবতা কালীমাতার পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি পুরুষানুক্রমে এই পুরী আলো ক'রে আছেন। স্বেচ্ছাচারী শিখিধ্বজ আজ সেই পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি আর কুলধর্ম্ম নষ্ট করতে উদ্যত! আবার প্রজাগণকে জোর ক'রে নিজের মতে আন্‌বার চেষ্টা! কি ধৃষ্টতা! এখনও তেজচন্দ্র এ বংশে বর্ত্তমান থাক্‌তে, স্বেচ্ছাচারে কুলধর্ম্ম ত্যাগ! আমিও বামাচারী শাক্ত! কার্ সাধ্য, আমার প্রবৃত্তি আর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করে! আমাকেও সাধারণ প্রজার মধ্যে গণনা! আমার মত ঘোর শাক্তকেও বৈষ্ণব সাজাবার চেষ্টা!

সহসা বাক্যপঞ্চাননবেশী কলির প্রবেশ।

বাক্যপঞ্চানন। নিশ্চয়—নিশ্চয়! এ যুগে কি আর টিকি রাখা, তুলসীর মালা গলায় দেওয়া সাজে! এখন তিলক ফোঁটা—তরমুজ বোঁটা

দেখ্‌লেই, আধুনিক সভ্যেরা গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ কর্‌বে ! কচি পাঁঠার ঝোল ছেড়ে চিড়ের ফলার কি আমাদের মুখে ভাল লাগে ভায়া ।

তেজচন্দ্র । এস—এস, বাক্যপঞ্চানন ভায়া এস ! রাজার ধৃষ্টতার কথা, ঘোষবাদকের মুখে শুন্‌লে তো ! এখন উপায় কি ?

বাক্যপঞ্চানন । আমি বাক্যপঞ্চানন, খাঁটি বামুনের ছেলে ! গলায় ধপ্‌ধপে সাদা পৈতে,—হাতে কলিদেবের দেওয়া তন্ত্রের পুঁথি ! রাজার কথা শোন্‌বার প্রয়োজন নাই । আমি শাস্ত্র খুলে মিলিয়ে দেখিয়ে দেবো, মদ মাংস খাও—পঞ্চ মকারে বীরাচারে শক্তিসাধনা কর, কিছুতেই পাপ হবে না । বিদ্যারত্ন, তর্করত্ন, ন্যায়রত্ন, সকল বেটাকে তর্কে ঠেলে ফেলে দিয়ে, শাস্ত্রে টন্‌টনে পাকা জ্ঞান পেয়েছি । তারপর কলিদেবের কৃপায়, বাক্যপঞ্চানন উপাধি নিয়েছি । কলির মতে চল্‌লে, সকল দিক রেখে কাজ কর্‌তে পারবে । এই দেখ, আমার পিছুদিকে চৈতন্যের চিহ্ন টিকি, আর সাম্‌নে বিলাসের চিহ্ন টেরি ! যখন যেমন তখন তেমন ! আগে একটা শ্লোকই শুনে নাও । ন মাংস ভোজনে দোষ ন মদ্য নচ বিহারে, প্রবৃত্তিরেষ ভূতানাং এ কথা কাটে কোন্ শালাং ।' দেখ্‌লে বাবা, স্বয়ং শিব ঠাকুরের ব্যবস্থা । এই শাস্ত্র ধ'রে প্রাণ খুলে আনন্দ কর । পাপের বাপেরও গয়ায় পিণ্ড দিয়ে ছাড়্‌বো ।

তেজচন্দ্র । যুক্তিযুক্ত কথা বটে !

বাক্যপঞ্চানন । ব্যাকরণ ধ'রে সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে—ষত্ব ণত্ব বিচার ক'রে—প্র, পরা উপসর্গ যোগ ক'রে—ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ধ'রে, এই তন্ত্র-শাস্ত্র পড়া হয়েছে । কিন্তু বাবা, এ সকল কথা গুহ্যাতি গুহ্যং ।

সমরসিংহ । আপনি যে দৈবশক্তিশালী, তা বেশ বুঝেছি ।

তেজচন্দ্র । আপনার মতেই চল্‌বো । বকধার্ম্মিক রাজাকে বুঝে নেবো ।

বাক্যপঞ্চানন। কলির মতে চল্‌লে, তেজীয়ান ন দোষায়, পদ্মপত্র মিবাম্ভসা। পদ্মপাতায় জলের মত পাপ আর গায়ে লাগ্‌বে না। পাঁকাল মাছ হ'য়ে পাপরূপ পাঁকের ভিতর ডুবে থাক, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াও। এই বাক্যপঞ্চাননের মুখের ব্যবস্থা কাটে, এমন ছেলে এখনও জন্মায় নাই।

তেজচন্দ্র। বেশ—বেশ, আমাদের মনের মত আপনাকে পেয়েছি! ভণ্ড রাজাকে শাসন কর্‌বার উপায় কি?

বাক্যপঞ্চানন। তুমিও তারা তারা ব'লে মদ্যপানে বিভোর হ'য়ে, বামাচারে তান্ত্রিক পূজা প্রচার কর। রাজার একাদশীর দিন কালীমাতার পূজা উপলক্ষ ক'রে, তোমাদের কৌলিক প্রথামত শত শত ছাগ, মেষ বলি দাও। মহারাজ হরিনাম সুধা ছাড়বে, তোমরাও সেই সময় মদের সঙ্গে পাঁঠার রক্ত ছড়াও। কাটা পাঁঠার রক্ত দেখ্‌লেই, বৈরাগী বেটারা হরিনাম ভুলে ভয়েই কেঁপে মর্‌বে। দেখি, রাজা তোমার কি করে!

তেজচন্দ্র। উত্তম পরামর্শ। আজ রাজার একাদশীর পূর্ব্বের সংযম দিন। আজ হ'তেই পাঁঠা কাটার কাজ আরম্ভ করি চল। সেনাপতি! তোমার মত কি?

সমরসিংহ। আমি আপনারই মতানুবর্ত্তী। আমাদের অধীনস্থ সৈন্য-সামন্তগণও বৈষ্ণব রাজার হাতে প'ড়ে, যুদ্ধ অভাবে ক্রমেই বিলাসী—অকর্ম্মণ্য হ'চ্ছে।

বাক্যপঞ্চানন। কাটাকাটি রক্তারক্তি না হ'লে কি রাজত্ব করা চলে। রাজাও হরিভক্ত সাধু হয়েছে, সৈন্যেরাও ডাল রুটি খেয়ে পেট খুঁটি ক'রে, নাকে সরষের তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তেজচন্দ্র। শীঘ্রই প্রতিকার চাই! ওরূপ অকর্ম্মণ্য রাজাকে পদ-চ্যুত না কর্‌লে, আমাদিগকেও অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির পদানত হ'তে

হবে। আজ সন্ধ্যার পর তোমরা আমার আনন্দ-কুটীরে যাবে। সেখানেই সকল বিষয়ের গুপ্ত পরামর্শ কর্‌বো।

[প্রস্থান।

সমরসিংহ। যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌তে প্রস্তুত। এস বাক্য-পঞ্চানন।

[প্রস্থান।

বাক্যপঞ্চানন। [স্বগত] আমিও কাল। কার্য্যসিদ্ধির জন্য ছদ্ম ব্রাহ্মণ বেশ ধরেছি। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যায় সমাজের মাথা খাবো—কলির মত প্রবল ভাবে চালাবো।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

কুমুদ্বতীর প্রবেশ।

কুমুদ্বতী। ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মহারাজের অপূর্ব্ব মত-পরিবর্ত্তন দেখে, আমার প্রাণে যে কি আনন্দ, তা বল্‌তে পারি না। আমার প্রাণ যা চায়, এবার তাই পেয়েছি। মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে, মহারাজ এক অমূল্য রত্ন নিয়ে ঘরে এসেছেন; সে রত্নের আলোয় রাজপুরী আলোকিত। সেই অমূল্য রত্ন অপার্থিব হরিভক্তি! সর্ব্বজীবে সমদর্শী দয়ালু হ'তে হ'লে, পাপ, হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ করা চাই। আহা, কত দিনে জীব জীবের দুঃখে কাতর হবে—পরকে আপনার ভাব্‌বে! প্রাণেশ্বরের

মুখে গীতা আর ভাগবতের অমৃতমাখা কথা শুনে, আমিও যেন আপন ভুলে গেছি! লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলাখেলা সকল মনে হ'লে সর্ব্বস্ব ভুলে প্রেমানন্দে মেতে উঠে।'

গোপাল-মূর্ত্তি লইয়া নাচিতে নাচিতে তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। মা—মা! বাবা ঠাকুর আমায় কেমন ঠাকুর এনে দিয়েছেন দেখ। দেখ মা, কেমন সুন্দর চক্‌চকে রূপ!

কুমুদ্বতী। আহা! শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গোপাল-মূর্ত্তি! ছেলে বেলায় শ্রীকৃষ্ণ এই মূর্ত্তিতে ভাগ্যবতী মা যশোদার কোল আলো ক'রে থাকৃতেন।

তাম্রধ্বজ। দেখ মা! আমি যেমন ছেলেবেলায় হামাগুড়ি দিয়ে আহ্লাদে তোমার কোলে উঠ্‌তে যেতাম, এই ঠাকুরও ঠিক যেন সেই ভাবে মায়ের কোলে উঠ্‌তে যাচ্ছে! বাবাঠাকুর বল্‌লে, এই ঠাকুরের নাম নন্দদুলাল।

কুমুদ্বতী। প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ! দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলার মূর্ত্তিই এইরূপ মনমজানো—মধুর! মহারাজ নূতন মন্দিরে যে রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে মূর্ত্তিও কেমন মনোহর, দেখেছ তো?

তাম্রধ্বজ। আচ্ছা মা! শ্রীকৃষ্ণ কি স্বর্গের দেবতা?

কুমুদ্বতী। তিনি সকলেরই পূজ্য; তাঁরই আর একটী নাম দয়াল হরি! তিনি জগৎ জুড়ে সকল স্থানেই আছেন। এক তিনিই নানা মূর্ত্তি ধ'রে, এই সকল যা কিছু গড়্‌ছেন আর ভাঙ্গছেন।

তাম্রধ্বজ। তিনি গ'ড়ে আবার ভেঙ্গে ফেলেন কেন মা?

কুমুদ্বতী। তুমি যখন মাটী নিয়ে পুতুল গ'ড়ে খেলা কর, তখন ভেঙ্গে ফেল কেন?

তাম্রধ্বজ। মনের মত পুতুল গড়া না হ'লেই, আবার ভেঙ্গে ভাল ক'রে গড়্‌বার চেষ্টা করি।

কুমুদ্বতী। তিনিও তাই করেন। যে সকল মানুষ ভাল কাজ ক'রে তাঁর মনের মত হয়, তাদিগে নিজের কাছেই অজর অমর ক'রে রেখে দেন। তাঁর মনের মত মানুষ হ'তে পারলে আর মরতেও হয় না—জন্মাতেও হয় না।

তাম্রধ্বজ। হ্যাঁ মা! যে কৃষ্ণ বাবার মন্দিরে শ্যামসুন্দর সেজে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি কি পাথরের গড়া আমার এই খেলার পুতুলের ভিতরও লুকিয়ে আছেন?

কুমুদ্বতী। তিনি বাতাসের মত সকলের উপর ছড়িয়ে আছেন, মানুষের মনের ভিতরও লুকিয়ে আছেন।

তাম্রধ্বজ। কই মা, তবে তাঁরে দেখ্‌তে পাই না কেন? এই পুতুলের মতই কি তাঁর রূপ?

কুমুদ্বতী।—

গীত।

(আমরা) আনন্দের কাঙ্গাল হ'য়ে রূপ খুঁজি এ সংসারে,
নিত্যানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ, মায়ায় কেউ বুঝ্‌তে নারে।
(তিনি) ছুঁয়ে আছেন সকল দেহ,
দেখেও দেখ্‌তে পায় না কেহ
সর্ব্বরূপী অরূপ তিনি, ধর্‌তে না পারি তাঁরে—
সে রূপ দেখ্‌লে আর কোন রূপ, মন মজাতে না পারে।
আমরা ভাবি অতি দূরে, কিন্তু হরি হৃদ্-মন্দিরে,
সকল জীবের আত্মা তিনি, অন্তরে আর বাহিরে—
পূর্ণানন্দ পূর্ণতৃপ্তি, আছে সেই এক আধারে!

তাম্রধ্বজ। আহা, এই মাটীর মত ক্ষমতা! আচ্ছা মা! এই নন্দদুলাল ঠাকুর আমাদের মত হাত পা নেড়ে খেলা করে না কেন? কথা কয় না কেন? ক্ষুধা পেলে খাবার চায় না কেন?

কুমুদ্বতী। হা পাগল ছেলে! জগতে যে যেখানে যা কিছু কর্‌ছে, সকলই যে তাঁর। তিনি যে সকল জীবের আহার দিচ্ছেন।

তাম্রধ্বজ। এই নন্দদুলাল ঠাকুরের ভিতর যদি কৃষ্ণই থাকেন, কি কাজ কর্‌লে তিনি আমাদের মত সাম্‌নে এসে দেখা দেবেন?

কুমুদ্বতী। এই ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা কর্‌বে। যা খাবে, আগে এই নন্দদুলাল ঠাকুরকে মনে মনে নিবেদন কর্‌বে; যা কিছু কর্‌বে, আগে এই নন্দদুলালকে মনে মনে জানাবে। এই নন্দদুলালকেই জগতের কর্ত্তা অন্তর্য্যামী হরি ভেবে নিজের অহঙ্কার ত্যাগ কর্‌বে।

তাম্রধ্বজ। কতদিন এরূপ কর্‌লে, নন্দদুলাল মানুষের মত আমার সঙ্গে খেলা কর্‌বে--নন্দদুলাল ব'লে ডাক্‌লেই ছুটে আস্‌বে?

কুমুদ্বতী। আগে এই নন্দদুলালকে নিজের মনপ্রাণ দাও, তবে তাঁর মন পাবে। বাছা! তুমি এখন সে সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমরা মিথ্যা মায়ার কুহকে মত্ত হ'য়ে, আসক্তিবশে ছুটে বেড়াচ্ছি। জন্ম আর মৃত্যুর পথে ছুটে ছুটে কাতর হ'য়ে যখন কাঁদ্‌বো, ক্লান্ত হ'য়ে কৃষ্ণ হে রক্ষা কর ব'লে যখন ডাক্‌বো, সংসারের কিছুই যখন আর ভাল লাগ্‌বে না, তখনই প্রকৃত বৈরাগ্য আস্‌বে। সংসারে বড় জ্বালা পেয়ে যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে প্রাণের কান্না কাঁদ্‌বো, তখনই কৃষ্ণ আমাদের বাপ মায়ের মত ছুটে এসে চোখের জল মুছে দেবেন।

তাম্রধ্বজ। আহা, কৃষ্ণের এত দয়া!

কুমুদ্বতী। তিনি দয়ার সাগর—ভক্তবৎসল! প্রাণের যত কিছু অনুরাগ তাঁরে দাও। তাঁর পায়ে সর্ব্বদাই ভক্তিভরে মাথা পেতে দাও।

তাঁরে ভয় কর্‌বে না, শুধু ভক্তি দেখাবে। তাঁর নিকট নিজের সুখ কিম্বা লাভের জন্য কিছুই প্রার্থনা কর্‌বে না। তিনি মনোময়, সকলেরই মনের কথা জান্‌তে পারেন; তাঁর কাছে কিছুই চাইতে হয় না। আমাদের কাজ দেখে মন বুঝেই তিনি ফল দেন।

তাম্রধ্বজ। বাবাঠাকুর আমায় এই নন্দদুলাল ঠাকুর দিয়ে বড়ই ভাল করেছেন। মা! তোমার কথামতই এবার কাজ কর্‌বো; আমি এখন এই নন্দদুলালকে নিয়ে খেলাঘরে যাই।

[প্রস্থান।

কুমুদ্বতী। প্রাণাধিক তাম্রধ্বজের এই অল্প বয়সেই কি জ্ঞান, ভক্তি—কি সূক্ষ্মতত্ত্ব জান্‌বার ইচ্ছা! ইচ্ছাময়! দাসীর ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

কমলার প্রবেশ।

কমলা। ভাগ্যবতী ভগিনি! তুমি পতি আর পুত্রকে মনের মত ভক্তির ছাঁচে গ'ড়ে নিচ্ছ! তোমার মত পুত্রহিতৈষিণী মা, তোমার মত পতিসোহাগিনী পত্নীই সংসারে ধন্য!

কুমুদ্বতী। দিদি! তোমার স্নেহ, সরলতায় আমি মুগ্ধ হ'য়ে আছি! তুমি সর্ব্বগুণবতী স্বর্গের দেবী। পতিদেবতাকে মনের মত গ'ড়ে নেওয়া, পতিপরায়ণা রমণীদেরই আয়ত্তাধীন। তুমিও তোমার স্বামীকে মনের মত গ'ড়ে নাও।

কমলা। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখ লেখেন নাই। যারা সঙ্গদোষে একবার ন্যায়পথভ্রষ্ট চরিত্রহীন হয়, তাদিগে উপদেশ দিয়ে সুপথে আনা সুকঠিন! যারা মদ্য আর বেশ্যাসক্ত, তাদের বিবেক-শক্তি প্রায়ই লোপ পায়। ভগিনি! আমার দুর্ভাগ্যের কথা সকলই তো জান। স্বামীর দোষেই পুত্রহীনা হয়েছি। প্রজাপতিদত্ত আমার অমূল্য কণ্ঠমণি,

জোর ক'রে আমারই চোখের সাম্‌নে অপরে ভোগ কর্‌ছে। অবলা নারীজাতি, তাই নীরবেই কাঁদ্‌ছি।

কুমুদ্বতী। হা স্বার্থপর পুরুষ। নিজের ধর্ম্মপত্নী পতিপ্রাণা সতীর প্রাণে ব্যথা দিয়ে, বেশ্যা বিষধরীর মুখচুম্বনে সুধার আশা!

কমলা। প্রাণের ভগিনী কুমুদ্বতী! তোমায় আমি কনিষ্ঠা সহোদরার মত জ্ঞান করি! প্রাণের সকল গোপন কথাই তোমায় বলেছি। এই হতভাগিনীর দুঃখের কথা শুন্‌লে, মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবে। আমি নিজ ভাগ্যদোষেই স্বামীর চক্ষুশূল। হায়! যাঁর চরণকমল বুকে ধ'রে ভক্তি-ভরে সেবা ক'রে চরিতার্থ হবো, তিনি সর্ব্বদাই আনন্দ-কুটীরে কদর্য্য আহার বিহারে উন্মত্ত। শত শত বার পায়ে ধ'রে কেঁদেছি—প্রচণ্ড পদাঘাত নীরবে বুকে ধরেছি, কিন্তু হায় কোন ফলই হ'লো না!

গীত।

আমি অভাগিনী, চির কাঙ্গালিনী,
অদৃষ্টের দোষে জ্বলি মনাগুনে।
অভাগীর কথা, শুনে পাবে ব্যথা,
পতিনিন্দা পাপ করিব কেমনে॥
স্বেচ্ছাচারী হয় যে নারীর পতি,
জান তুমি সতী তার কি দুর্গতি,
সদা হেরি তার পাপ কর্ম্মে রতি,
উষ্ণ অশ্রুজল পড়ে দুনয়নে।
পায়ে ধ'রে তাঁর কত যে কেঁদেছি,
কত অশ্রুজল নীরবে ঢেলেছি,
কত পদাঘাত এ বুকে ধরেছি,
কত ব্যথা আছে গাঁথা এ জীবনে॥

কুমুদ্বতী। ধিক্ আমাদের অধম নারীজন্মে! তোমার মত কুলবতী সতীকেও চোখের জলে ভাস্‌তে হ'লো! জ্যেষ্ঠ আর্য্যপুত্র বয়োজ্ঞানী হ'য়েও, তোমার মত সরলা সহধর্ম্মিণীকে অযথা ব্যথা দিচ্ছেন।

কমলা। ভগিনি! দুঃখের কথা বল্‌বো কি, তোমাদের সঙ্গে একাদশীর ব্রত করি ব'লে, তাঁর আরও গাত্রজ্বালা বৃদ্ধি হয়েছে।

সহসা আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। মাঝখান থেকে আমি একটা কথা বলি। এক হাতে কখনই তালি বাজে না। তুমি সধবা হ'য়েও মাছ খাবে না, নিরম্বু একাদশীর উপোস কর্‌বে, এটা কি ভাল কথা? ওমা! স্বামী বেঁচে থাক্‌তে বিধবার মত একাদশী করা! বড় রাজা সেই জন্যই তো তোমায় দুচোখে দেখ্‌তে পারে না।

কুমুদ্বতী। আহ্লাদি! তুই ধর্ম্মতত্ত্ব কি জানিস্? বিধবা হ'লে স্বামীর সঙ্গে একপ্রাণে হরিভক্তিময় একাদশী-ব্রত কর্‌তে হয়। তাতে কি দোষ বল্ দেখি? উপবাসে দেহ শুষ্ক, মন পবিত্র হয়; তখন ভক্তিভরে ভগবানকে ডাক্‌বার প্রবৃত্তি জন্মে। এই জন্যই শাস্ত্রে ব্রত উপবাসের ব্যবস্থা।

আহ্লাদী। ওমা! তোমাদের একি উল্টো কথা গো! আমি তোমাদের দাসী ব'লে শাস্তরের কথা কি কিছুই জানি না গা! আমার বাপের দেশে কত বড় বড় টিকি ভট্‌চায্যি আছে।

কমলা। আহ্লাদি! তুই চুপ্ কর্; যার জ্বালা সেই জানে।

আহ্লাদী। আহ্লাদীর কথা কারও গায়ে সহ্য হয় না, তা আমি জানি। পাড়ার পোড়ার মুখো ছেলেদের বুকেও আমি যেন বাঁশ দলেছি—তাদের যেন মাথা মুড়ো খেয়েছি—তাদের যেন রাঁধা ভাতে ছাই দিয়েছি! চোখের মাথাখেকো বিধাতা যে অল্প বয়সেই সিঁথির

সিঁদুর মুঁছে দিলে! তা না হ'লে স্বামীর কথায় কেমন উঠ্‌তে বস্‌তে হয়, দেখিয়ে দিতাম! স্বামী মদ মাংসই খাক্‌ আর যাই করুক্‌, স্ত্রীর কি তাতে ঘৃণা করা উচিত? বাক্যপঞ্চানন নামে যে নূতন ভট্‌চায্যি এসেছে, তিনিও শাস্তর দেখেই বড় রাজাকে ব্যবস্থা দিচ্ছে! তিনি কি একটা যেমন তেমন খেলো লোক গা!

কুমুদ্বতী। আহ্লাদি! তুঁই এখন নিজের কাজ কর্‌গে যা; নন্দদুলাল ঠাকুর নিয়ে, তাম্রধ্বজ কোথায় খেল্‌তে গেল দেখে আয়।

আহ্লাদী। [স্বগত] আমি যেন ব'সে ব'সেই খাচ্ছি! আমার যেন ঘুণই ধরেছে। আমি যেন ভালখাকীদের চোখের বালিই হয়েছি। ভাতারকে ভেড়া ক'রে, রাণী এখন দেমাক ভরে মাটীতে পা দিয়ে চলেন না। কমলাকেও বেশ বশে এনেছে। কমলা এখন স্বামীর কথা অগ্রাহ্য ক'রে, রাজারাণীর কথায় উঠ্‌ছে বস্‌ছে। বড় রাজা এই সকল দেখে শুনেই হাড়ে হাড়ে জ্বল্‌ছে! বেটীদের যদি গরব ভাঙ্গতে পারি, ভাতারের কাছে যদি ভাদ্রবৌ ক'রে রাখ্‌তে পারি, তা হ'লেই জান্‌বো, আমার আহ্লাদী নাম ধরা সার্থক।

[প্রস্থান।

কুমুদ্বতী। দিদি! তোমার দুঃখের কথা শুনে, প্রাণে বড়ই ব্যথা পেলাম। হা সংসার! হা মায়ান্ধ মানব! মহারাজকে তোমার দুঃখের কথা বল্‌বো, তিনি যদি কোনরূপ কৌশলে বড় রাজাকে প্রকৃতিস্থ কর্‌তে পারেন। আগামী কল্য একাদশী-ব্রত। চল দিদি, বিষ্ণু পূজার আয়োজন করিগে। মহারাজের নিকট গীতার যে সকল শ্লোকের অর্থ বুঝে নিয়েছি, চল দিদি, তোমায় প'ড়ে শোনাবো। আহা, গীতার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লে, মনপ্রাণ উদার হয়—মৃত্যুভয় দূরে যায়—বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সকল সঁপ্‌তে সাধ হয়।

কমলা। হায়! এই মহাপাপিনীর ভাগ্যে কি সুখ হবে কি? এ জীবনে আমার প্রাণের ব্যথা যাবে না।

কুমুদ্বতী। বিপদে সম্পদে দয়াময় হরিকেই ডাকো। তিনিই সকল দুঃখ দূর করবেন। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

খেলা-ঘর।

নন্দদুলাল ঠাকুরকে বুকে ধরিয়া সানন্দে তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। মায়ের কথা কখনই মিথ্যা হবে না। আমি এই নন্দদুলালকে দিনরাত বুকে ধ'রে রাখ্‌বো। মা যেমন ভাবে আমায় নাইয়ে দেন—খাইয়ে দেন—ঘুম পাড়ান, আমিও ঠিক তেম্‌নি কর্‌বো। আজ এই নন্দদুলালকে কথা কহাবো, তবে ছাড়্‌বো। আমি অনেকক্ষণ নন্দদুলালকে নিয়ে ছুটোছুটি করে খেল্‌ছি; এবার একটু ঘুম পাড়াই। [নন্দদুলালের গায়ে হাত চাপড়াইয়া।]

আয় আয় ঘুমপাড়ানি মাসী ছুটে আয় রে,
আমার বুকে নন্দদুলাল ঘুম পাড়িয়ে যা রে!

[উপবেশন।

দুধের বাটী হস্তে আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। [স্বগত] কৈ, সোহাগিনী রাণীর আনন্দদুলাল রাজপুত্রটী খেল্‌তে খেল্‌তে কোথা গেল! রাজারাণীর রাধাশ্যামের মন্দিরে

দিনরাত হরিপ্রেমে ঢলাঢলি ! ছেলেকে খাওয়ান, শোয়ান, দেখাশোনার ভার এই আহ্লাদীর ঘাড়ে ! কপালে ছেলেটীও জুটেছে তিলে দুষ্টু। পাড়ার পাঁচ আঁটকুড়ির বেটাদের সঙ্গে জুটে, আমার কাছে এসে হরি-বোল হরিবোল বোলে নাচা হয়। আমায় ক্ষেপাবার জন্যই, সেই কালা-মুখীদের কথায় এইরূপ করে। আমাকেও আবার হরিবোল বল্‌তে বলে। কেন রে ভালখাগীর বেটারা! আমি কি বুড়ো হ'য়ে মর্‌তে বসেছি? আমাকে কি শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাব ব'লে খাটে তুলেছিস্? আমি কেন হরিবোল বল্‌তে যাবো রে মুখপোড়ারা? ওমা, দিনরাত এ কি অলক্ষণে কথা গো! আমার বয়সই বা এখন কত হবে? না হয় জোর তের গণ্ডাই ধর। রাণীদের মত মিঠাই, মোণ্ডা, রাজভোগ খেতে পেলে, আমার এই তের গণ্ডার গণ্ডাটা কি কেউ ধর্‌তে পার্‌তো? একটু ঠাণ্ডা—ভারি হ'য়ে চর্ব্বি ব'লেই পোড়া লোকে আমায় বুড়ী ভাবে। পোড়ারমুখো ছেলেদেরই বা দোষ কি! রাজা রাণী যেমন দেখাচ্ছে—শোনাচ্ছে! এক ছেলের মা কাঁচা বয়সে রাণীর মুখেও দিনরাত অলক্ষণে হরিবোল কথা। মর্‌বার পরই তো হরিবোল ব'লে মড়া পোড়াতে যায়! জ্যান্ত মানুষের মুখে একি কথা গো! ছেলেটা গেল কোথা? দুধ যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল! তাম্রধ্বজ—ও তাম্রধ্বজ! মুখে আগুন! নামটাও কটমটে, শীগ্‌গীর উচ্চারণই হয় না; এর চেয়ে যদো মধো ক'রে নরে নাম ঢের ভাল! ও তাম্রধ্বজ—তাম্রধ্বজ!

তাম্রধ্বজ। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত নাড়িয়া] চুপ কর—চুপ কর। অনেক কষ্টে নন্দদুলালকে ঘুম পাড়িয়েছি; চেঁচালে কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাবে, জেগে উঠে কাঁদ্‌বে!

আহ্লাদী। এখন পুতুলখেলা রেখে, এই দুধটুকু খাও।

তাম্রধ্বজ। ধাই মা! তুমি হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে দুধের বাটী

দিয়ে যাও। নন্দদুলালের ঘুম ভাঙ্গলে, আমিও হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে, আগে নন্দদুলালের মুখ তুলে দিয়ে, তার পর প্রসাদ পাবো।

আহ্লাদী। [স্বগত] আ মরণ আর কি! সেই হাড়জ্বলানে কথা! [প্রকাশ্যে] এখন দুধ খাবে কি না বল?

তাম্রধ্বজ।—

গীত।

দুধ খাওয়াইবে আমায় যদি, ধাইমা গো এক ভিক্ষা চাই,
বদন ভ'রে বল হরি, কাণ জুড়াই আর প্রাণ জুড়াই।
(হরি) নাম সুধা এই দুধে ঢেলে, খাঁটি কর্ মা হরি বোলে,
আমি নেচে নেচে বাহু তুলে, সকল ক্ষুধার হাত এড়াই।
যে মুখে দাও গালাগালি, সেই মুখে জয় হরি বলি,
দূর ক'রে দাও মনের কালি, ঘুচ্‌বে সব আপদ বালাই।

আহ্লাদী। আমি কেন হরিবোল বল্‌তে যাবো? যাদের সাতগুষ্টি মর্‌তে বসেছে—যাদের নাড়ী ছেড়ে গেছে—গলায় কফ ঘড় ঘড় কর্‌ছে—নাভিশ্বাস হয়েছে, তারাই হরিবোল বলুক্।

তাম্রধ্বজ। শ্রদ্ধায় বল আর অশ্রদ্ধায় বল, হরিবোল যখন বলেছ, তখনই আমার কাজ হয়েছে,—দুধও শুদ্ধ হয়েছে। এবার আমায় দিয়ে চ'লে যাও। নন্দদুলাল উঠ্‌লে খাওয়াব!

আহ্লাদী। [স্বগত] তোমার নন্দদুলালের মা আঁটকুড়ি হোক্! যারা তোমাকে হরিবোল বল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে—আমায় ক্ষেপাতে বলেছে, তাদের চোরা সন্নিপাত হোক্! যম তাদের ভিটেয় সর্‌ষে বুনুক্—ঘুঘু চরাক্! এই দুধ খেতে হয় খাও, না হয় শুকিয়ে মর!

[দুগ্ধের বাটী দিয়া গোপনে এক পার্শ্বে অবস্থান।

তাম্রধ্বজ। ধাই মা আমার পাগ্‌লী মেয়ে! এবার নন্দদুলালকে জাগিয়ে দুধ খাওয়াই!

গীত।

নন্দদুলাল আমার, প্রাণের ভিতর লুকিয়ে কেন দেখা দাও,
আমি হরি বোলে নাচ্‌বো দেখে, ও চাঁদ মুখে দুধ খাও।
মায়ের মুখে গল্প শুনি, ছেলেবেলায় ও নীলমণি,
চুরি করতে ক্ষীরসর ননী, আমায় কেন না দেখাও।
রাঙ্গা পায়ে নূপুর প'রে, নাকে নোলক তিলক ধ'রে,
মোহন চূড়া দিয়ে শিরে, নেচে নেচে আওরে আও—
তেম্‌নি ভাবে বাঁকা হ'য়ে, ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াও।

আহ্লাদী। [স্বগত] রাজারাণীর সঙ্গে ছেলেটাও ক্ষেপে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি! মাটীর ঠাকুরকে আদর ক'রে দুধ খাওয়াবে। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাক্‌বো! বড় রাজা গোপনে আমায় ডেকেছে; সে মিন্সে অনেকটা রসিক বটে! সন্ধ্যের পর তার আনন্দ-কুটীরে যেতে বলেছে। আমায় উপর শুভদৃষ্টি পড়্‌লো না কি? তা হ'তেও পারে। আমার গড়ন আর রূপও তো মন্দ নয়। এমন এলোকেশীর মত চুল—এমন টিয়ে পাখীর মত নাক—এমন খঞ্জন পাখীর চঞ্চল চাহনি—এমন টিমে মিষ্ট চলন—এমন নাদুস্ নুদুস্ গড়ন কোন্ বেটীর আছে! রাজার ভাইটা রসিক পাকা বেণে, তাই কষ্টিপাথরে কষ্‌বার আগেই চোখে দেখে সোণা চিনে নিয়েছে। তা যদি হয়, গরবিনী বেটীদিগে একবার বুঝে নেবো।

[প্রস্থান।

তাম্রধ্বজ। এত কেঁদে কেটে ডাক্‌লাম, নন্দদুলাল একটী কথাও কইলে না—দুধও খেলে না। নন্দদুলাল! প্রাণগোপাল! আর কেন কষ্ট দিচ্ছ? এবার দুধ খেয়ে আমায় সঙ্গে খেলা কর। তারপর কোলে

ক'রে চাঁদ মুখের চুমো খেতে খেতে ঘরে নিয়ে যাবো। এক সঙ্গে খাবো—এক শয্যায় বুকে ধ'রে ঘুমাবো। ভাল ভাল হীরে মুক্তোর গহনা দিয়ে তোমায় সাজাবো—সুগন্ধ ফুলের মালা গলায় পরাবো। তোমার জন্য লাটিম, ঝুম্‌ঝুমি, গেড়ু, ভাঁটা, রাঙ্গা কড়ি কিনে আন্‌বো—এই খেলা-ঘরে ব'সে দুজনে খেল্‌বো! কেমন? এবার দুধ খাবে তো? কই—তবুও একটা কথার উত্তর দিলে না? তুমি বড়ই দুষ্টু ছেলে দেখ্‌ছি! যদি নিতান্তই না খাও, এখনই শিব ঠাকুরকে ডেকে এনে এই দুধ খাওয়াবো। তখন শিবের এঁটো আর খেতে পারবে না, ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদ্‌বে! [স্বগত] একটু ধম্‌কালে ভয় পেয়ে যদি খায়! আমি যখন রাগ ক'রে না খেতাম, ঠিক এইরূপ ভয় দেখিয়ে, মা আমায় খাওয়াতেন। আর একবার ভয় দেখাই! [প্রকাশ্যে] এখনও বল্‌ছি, ভাল চাও তো খাও! তা না হ'লে তোমায় বেঁধে রাখ্‌বো। মুখে তুলো পূরে দেবো—তিনদিন কিছুই খেতে দেবো না! দেখি, তুমি কত দুষ্টু ছেলে! যদি কথা না শোন, নিজের গলায় ছুরি মেরে তোমায় আমার রক্ত দেখাবো। আমার হত্যার পাপ তোমায় নিতে হবে। দেখি, তুমি কত নিষ্ঠুর! আগে যাই—এখনই শিব ঠাকুরকে ডেকে আনি,—তারপর নিজেই মর্‌বো।

[বেগে গমনোদ্যত]

নাচিতে নাচিতে গীতকণ্ঠে নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দদুলাল।—

গীত।

না—না—না যেও না, শিবে আর ডেকো না,
(আমি) ভয় পেয়ে ছুটে এসেছি।
শিব অনাচারী, শ্মশানবিহারী,
ভূতের সঙ্গে থাকে শুনেছি।

শিবের নারী কালী বড় ভয়ঙ্করী,
মদ মাংস খায় খড়্গ করে ধরি,
ন্যাংটা হ'য়ে স্বামীর বুকের উপরি,
নাচে মধুপানে জেনেছি ।
দাও হাতে তুলে দেখ দুধ খাই,
প্রেমরসে ভেসে তোমারে খাওয়াই,
তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই,
তোমার ভাবে বাঁধা হয়েছি ।

তাম্রধ্বজ । [সহাস্যে] কেমন ? আর দুষ্টামী করবে ?

নন্দদুলাল । না—আর করবো না ।

তাম্রধ্বজ । এবার ডাকলেই ছুটে আসবে ?

নন্দদুলাল । আসবো । আর ভয় দেখাবে না তো ?

তাম্রধ্বজ । ভাল ছেলে হ'য়ে আমার সঙ্গে খেলা করলে, সময়ে খেয়ে ঘুমালে আর শিবঠাকুরকে ডাকবো না । আমাদের মা কালীর মন্দিরে শিব ঠাকুরের বুকে পা দিয়ে, মা কালী জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে । শুনেছি, জ্যেঠামশাই মদ মাংস দিয়ে তাঁর পূজা করেন । এবার যদি তুমি আমার কথা না শোন, তা হ'লে সেই শিব ঠাকুর আর কালী-মাকে ডেকে আনবো ।

নন্দদুলাল । আমি তোমার কাছে চিরদিনই বাঁধা থাকবো । এস, এক সঙ্গে দুজনে দুধ খাই ।

[পরস্পরের মুখে তুলিয়া দিয়া উভয়ের দুগ্ধ পান ।]

তাম্রধ্বজ । নন্দদুলাল ! প্রাণের ভাই আমার ! তোমার সঙ্গে তোমার এঁটো দুধ খেয়ে আমি যেন অমৃতের আস্বাদ পাচ্ছি ! তোমার ভুবনভোলা রূপ দেখে, আমার গা শিউরে উঠছে ! চোখ দিয়ে জল পড়ছে ! নন্দদুলাল—নন্দদুলাল ! আয় ভাই, এবার তোমায় বুকে জড়িয়ে

রাখি। তুমি আমার কাছে থাক্‌লে, বাপ্ মাকেও ভুলে যাবো—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুল্‌বো।

নন্দদুলাল। যখন বড় হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে বস্‌বে—অতুল রাজ-ভোগে থাক্‌বে, তখন তো আমায় ভুল্‌বে না?

তাম্রধ্বজ। আমি সকল ছাড়্‌বো—সকল ভুল্‌বো—তোমায় সর্ব্বদা বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখ্‌বো।

নন্দদুলাল।—

গীত

ভাবের ভাবুক প্রেমিক হ'য়ে, যে ভাবে যে করে সাধন।
সেই ভাবে তার মেটাই আশা, আমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন॥
মন-মাটীকে ভক্তি-জলে, ভিজিয়ে নরম ক'রে নিলে,
ভাবের ছাঁচে ঢালাই ক'রে, গড়্‌বে যেমন হবে তেমন।
পতি পুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতা, কেউ বা ভাবে পিতামাতা,
ভজনে ভাবসিদ্ধ হ'লে আমার সঙ্গে হয় মিলন॥

[সহসা প্রস্থান।

তাম্রধ্বজ। একি হ'লো! দেখা দিয়ে দুধ খেয়ে, নেচে নেচে খেলা ক'রে, নন্দদুলাল সহসা কোথায় লুকাল? যাবে কোথা—পালাবে কোথা? এবার তোমায় ধর্‌বার কৌশল জেনেছি। দেবের দেবতা, কালের কাল, ভয়ের ভয় তোমাকে, এবার আমি ভয় দেখিয়ে ধ'রে আন্‌বো! নন্দদুলাল—নন্দদুলাল! একটু দাঁড়াও ভাই!

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বটবৃক্ষতল।

ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। মহারাজ একাদশী-ব্রত নিয়ে হরিপ্রেমে মত্ত, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না এখনও কুটীল রাজনৈতিক তত্ত্ব! সাপের হাঁচি সাপুড়ে চেনে, আর তেজচন্দ্র বেটার মনের কথা এই ভোলানাথ শর্ম্মাও বেশ জানে। তেজচন্দ্র আর সমরসিংহ এক উনুনের আঙ্গরা হ'য়ে, বিদ্রোহ-আগুনে এ রাজ্য ছারখার কর্‌বার চেষ্টায় আছে। বেটারা যদিও আমার নিকট গুপ্ত, কিন্তু তাদের চোখ মুখেই সব ব্যক্ত। অন্নদাতা প্রতিপালক ধার্ম্মিক মহারাজেরও বুকের রক্তপান কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। পাহাড়ে রাজাদের সঙ্গে বেটারা যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র কর্‌ছে, তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কলি! কৃষ্ণ থাক্‌তেই কি তুমি মর্ত্ত্যে এসে দল জমালে! তা না হ'লে আমাদের ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গার বাক্যপঞ্চানন কোথা হ'তে উড়ে এসে, কৌলিক ত্রিসন্ধ্যা ব্রত পূজা ছেড়ে মাতালদের দলে মিশ্‌বে কেন! যাদের মুখ পবিত্র শাস্ত্রের উপদেশ শুনে—যাঁদের আদর্শ সাত্বিক ক্রিয়াকলাপ দেখে সমাজ সরল প্রাণে মাথা নোয়াবে, সেই ব্রাহ্মণবেশী বাক্যপঞ্চাননের আজ এই প্রবৃত্তি! এত অধঃপতন! মহারাজকে সন্দেহের কথা বল্‌লে, বিপদবারণ হরির নাম ক'রে নিশ্চিন্ত! ধন্য অটল ভক্তিবিশ্বাস! আমিও ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি; মহারাজও সহোদরের মত ভালবাসেন। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? তেজচন্দ্রের গুপ্ত চাল ধরি কিরূপে? গোপনে তার উদ্যানবাটীতে

এসেছি। ঐ তো সাম্‌নেই তার উদ্যান-কুটীর দেখা যাচ্ছে! ঐ যে দুবেটাই এইদিকে আস্‌ছে নয়! তাই তো! বেটাদের চোখে ধরা পড়্‌বো না কি? এই বটগাছের উপর উঠে ব'সে থাকি। [প্রস্থান।

তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। গুপ্তকথা এইরূপ নির্জ্জনে হওয়াই ভাল। আহ্লাদী আর বাক্যপঞ্চানন ভায়া এখানেই আস্‌বে বলেছে! আহ্লাদীকে হাত কর্‌তে পার্‌লে অনেক কাজ পাবো। তুমি নাগা সর্দ্দারের সঙ্গে কি পরামর্শ ক'রে এলে বল?

সমরসিংহ। আমরা সুযোগমত সংবাদ দিলেই, কোন একটা একাদশীর দিন রাত্রে তারা এ রাজ্য আক্রমণ কর্‌বে।

তেজচন্দ্র। একাদশীর দিন আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত। মহারাজও একাদশীর উপবাসে দুর্ব্বল—অপ্রস্তুত থাক্‌বে, আমরাও ধর্ তো ধ'রেই আছি!

সমরসিংহ। অতি সন্তর্পণে এ কাজ কর্‌তে হবে; যেন সাপের ল্যাজে লাঠি মারা না হয়।

তেজচন্দ্র। রাজা যখন কুলধর্ম্ম ত্যাগ করেছে, তখন তারে সপুত্রে ধ্বংস কর্‌লেও পাপ নাই। সমরসিংহ! দুঃখের কথা বল্‌বো কি, সেই ভণ্ড তপস্বী শিখিধ্বজ, আমার স্ত্রীকেও যাদুমন্ত্রে বাধ্য করেছে। এরূপ ভীষণ ঘটনা স্বচক্ষে দেখে কি সহ্য করা যায়?

সমরসিংহ। নিতান্তই অসহ্য! শীঘ্রই প্রতিকার করা উচিত। আহ্লাদী দাসীকে এই গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে রাখ্‌ছেন, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে না তো?

তেজচন্দ্র। কোন চিন্তা নাই। রাজা, রাণী, রাজকুমার আর

আমার পাপিষ্ঠা স্ত্রী কমলার উপর, আহ্লাদী হাড়ে হাড়ে বিরক্ত। অর্থ আর প্রেম, এই দুই মন্ত্রে আহ্লাদীকে হাতের মুঠোয় রাখ্‌বো।

অদূরে আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। কই গো তোমরা? আমার যে গা ছম্‌ছম্ কর্‌ছে!

তেজচন্দ্র। এস—এস,—আহ্লাদীসুন্দরী এস।

আহ্লাদী। আর কি এখন তেমন সুন্দরী আছি দাদা! আমার শ্বশুর শাশুড়ী আমায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ ব'লে ডাক্‌তেন। আমি স্বামীরও চোখের তারা ছিলাম দাদা!

সমরসিংহ। এখনও তোমার রূপ আর গড়ন দেখ্‌লে সকলেরই মন ভুলে যায়।

তেজচন্দ্র। নিশ্চয়ই; রাণীর বেশভূষায় যদি আহ্লাদীসুন্দরীকে সাজিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে রাণী এর পায়ের নখেও প'ড়ে থাক্‌বার যোগ্য নয়!

আহ্লাদী। তোমাদের সোনার চোখে দাদা! আহা, তোমাদের ঐরূপ চোখ নিয়ে দেখ্‌তো ব'লে স্বামী আমায় এক তিল ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌তো না; আঁচল ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌তো। যমের মা আঁটকুড়ি হোক্! তার সাতগুষ্টির হাতের নোওয়া সিঁথির সিন্দুর ঘুচে যাক্!

তেজচন্দ্র। বাস্তবিক, তোমার মত স্ত্রীরত্ন ধূলো ঢাকা আছে দেখ্‌লে বড়ই কষ্ট হয়। মা কালী যদি দিন দেন, তোমার এ দুঃখ দূর কর্‌বো। মহারাণী এখন কি কর্‌ছেন?

আহ্লাদী। রাজারাণীর কথা ছেড়ে দাও দাদা! কেবল হরিবোল—হরিবোল শুন্‌তে শুন্‌তে, কাণের পোকা বেরিয়ে গেল। অমন রাজা-রাণীর মুখে ছাই—বুকে বাঁশ! স্বামী ব'লে একটু ভয় কি লজ্জা নাই।

তোমরা পরপুরুষ, তোমাদের কাছে আস্‌তে আমার কত লজ্জা! রাণী কিন্তু রাজার কাছে ব'সেই গান করে? আমরা হ'লে থালায় জল রেখে ডুবে মর্‌তাম। আরও একটা ঘেন্নার কথা বল্‌তে লজ্জা হয়। ছি—ছি! এই কি রাজার কাজ! যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!

তেজচন্দ্র। আহ্লাদি! আমি সকলই বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি সেই মহাপাপিনী ভ্রষ্টাচারিণী কমলার কথা কথা বল্‌ছো তো?

আহ্লাদী। মাথা মুণ্ডু কি আর বল্‌বো দাদা! এক রক্ত—জ্ঞাতি বড় ভাইয়ের স্ত্রী, কুমন্ত্রণা দিয়ে তারও মাথা খেলে। ওমা! যে রক্ষক, সেই ভক্ষক হ'লো। ঢলানীদের কাণ্ড দেখে, হাড় মাস জ্বলে গেল দাদা! পেটের জ্বালায় তাদের ঝাঁটা লাথি খেয়ে, সবই স'য়ে যাচ্ছি। কপালে স্বামীসুখ নাই, তাই এ জ্বালা ভোগ কর্‌ছি।

[মুখে বস্ত্র দিয়া কৃত্রিম রোদন।

তেজচন্দ্র। আহ্লাদি! তুই আর কাঁদিস্ নি। শীঘ্রই পাপের মূল তুলে দেবো। কালীমার প্রত্যাদেশ! ধর্ম্মভ্রষ্ট কুলাঙ্গার রাজার আর নিস্তার নাই। বল্‌তে কি, স্বপ্নে আমি তোমারই রূপ দেখেছি। কালী মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে, তোমারই সাহায্য নিতে বলেছেন। আমাদের কালীসাধনা সিদ্ধ হ'লে, তুমি রাজরাজেশ্বরীরূপে কমলার স্থান অধিকার কর্‌বে।

সমরসিংহ। অতি অপূর্ব্ব স্বপ্ন! আপনার মুখে প্রথম শুনে, আমারও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

আহ্লাদি। আহা! মা কালী স্বপ্নে দেখা দিয়ে যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তোমরা রাজা হবে। রাজা এমন জাগ্রত বাস্তু কালীমার পূজো ছেড়ে, এক নূতন ঢং একাদশী ব্রত ধরেছে,—বাপ পিতামহের নাম ডুবুচ্ছে। আহা, মা কালী তাই করুন, তুমি রাজা হও—শত্রুদের

মুখে ছাই দাও। আমি তোমাদেরই মুখ চেয়ে আছি ; তোমরা যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌বো।

তেজচন্দ্র। মা কালীর আদেশ। সাবধান! কারও কাছে এ কথা যেন প্রকাশ না হয়! কাণে কাণে একটি কথা বলি শোন।

[কর্ণে কর্ণে কথোপকথন।]

আহ্লাদী। আর সকলই পার্‌বো, কিন্তু শেষের কাজটা একা আমা হ'তে হবে কি? মেয়ে মানুষ, ভয়েই মর্‌বো।

বাক্যপঞ্চাননের প্রবেশ।

বাক্যপঞ্চানন। আমাদের সঙ্গে একদিন যোগিনীচক্রে বস্‌লে তখন ভয় কি আর থাক্‌বে মণি। তারা তারা ব'লে প্রাণে একটু আনন্দ সুধা ঢাল্‌লে, আপনা হ'তেই শক্তি জাগ্‌বে। সঙ্গে সঙ্গেই শিবশক্তির আনন্দ সংযোগ।

তেজচন্দ্র। এস—এস বাক্যপঞ্চানন! তুমিই এখন আমাদের চক্রে শিব, আমরা তোমারই অধীন ভৈরব।

বাক্যপঞ্চানন। বাবা! চক্রের সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে, তারপর শিবত্ব পেয়েছি ; এখন কলসী কলসী সুধা গলায় ঢেলে দাও, স্বয়ম্ভু হ'য়ে ঠিক ব'সে থাক্‌বো। শিবলিঙ্গ ন চালয়েৎ! দেখ তেজচন্দ্র! কালীমার কৃপাতেই তুমি এই আহ্লাদির মত সুলক্ষণা ভৈরবীশক্তি পেয়েছ। আহ্লাদীর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত একটা সুলক্ষণার আলো ফুটে বেরুচ্ছে।

আহ্লাদী। দাদাঠাকুরের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক্। পায়ের ধূলো দাও দাদা! আমার বাপের বাড়ীর একজন গণনা ক'রে, তোমারই মত ঐ কথা বলেছিল। আর কেউ আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না!

তেজচন্দ্র। বাক্যপঞ্চানন ভায়ার সকল শাস্ত্রই তো মুখস্থ; আহ্লাদীর হাতটা একবার দেখ দেখি।

বাক্যপঞ্চানন। হাতে একবার হাতটা দাও তো দিদি!

[হস্ত দেখিয়া]

পদ্মহস্তাং পদ্মমুখীং সুরসিকা কামিনীং,
শিব দিলে হাতে লিখে, হবে শেষে রাজরাণীং।
কিন্তু গুহ্যাতি গুহ্যং।

আহ্লাদী। আহা, দাদাঠাকুরের কি শাস্তরের জ্ঞান। দাদাঠাকুরকে আর একদিন নির্জ্জনে ভাল ক'রে দেখাবো।

তেজচন্দ্র। তা হ'লে সুরসিকা ভাগ্যবতী আহ্লাদীসুন্দরীর সঙ্গে জলপথে বেড়ান হোক্।

বাক্যপঞ্চানন। শুধু জলপথে কেন? এ যুগে জলপথ—স্থলপথ—শূন্যপথ এই তিন পথে পাকা না হ'লে, ভাগ্যলক্ষ্মীও হয় বাঁকা,—খেলায় চালেও খোকা। এ যুগে যে দুকাণ কাটা হ'য়ে, গ্রামের ভিতর বার দুই দিক দিয়েই চল্‌তে পার্‌বে, তারই জয়। আত্মানাং সততং রক্ষেৎ। তাতে আবার পাপ, পুণ্য কি বাবা! আমার বুদ্ধি নিয়ে তোমরা মনের তেজ আন্—আনন্দবৃষ্টি হবে—আনন্দবৃষ্টি হবে—অনাবৃষ্টি হবে।

তেজচন্দ্র। তবে এস আনন্দময়ী আহ্লাদীসুন্দরি!

[সমরসিংহ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

সমরসিংহ। [স্বগত] মূর্খ তেজচন্দ্র! আমি তোমারও উপর চতুর; তরবারি আমার হাতে। সাক্ষীগোপাল তোমায় নিয়ে আগে কার্য্য উদ্ধার করি, তারপর তোমাকেও শিক্ষা দেবো। আমারও স্ত্রীর উপর কুদৃষ্টি! চোরের উপর বাটপাড়ি! আচ্ছা, শেষ বুঝে নেবো।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ শর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ।

ভোলানাথ। উঃ, দুরাত্মাদের, কি ভীষণ দুরভিসন্ধি! বনের বাঘ ভালুক, কালসাপও এত ভীষণ নয়। মানুষের চামড়ায় গা ঢেকে, বনের হিংস্রক জন্তু সংসারে এসেছে। হা কাল-ভুজঙ্গিনী আহ্লাদি! তুইও এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে! ব্রাহ্মণবেশী পাষণ্ড বাক্যপঞ্চানন! তুইই কি বিভীষণ কথিত কলির ব্রাহ্মণের অগ্রদূত! সর্ব্বাঙ্গ যে কেঁপে উঠ্‌লো! নারায়ণ! এরূপ ভীষণ নরকাগ্নিময় রাজনৈতিক ব্যাপারে এই নিরীহ ব্রাহ্মণকে জড়ালেন কেন? না—না,—স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না! আমার এই ব্রহ্মরক্ত যে মহারাজেরই অন্নরস। প্রাণ দিয়ে রাজবংশ রক্ষা কর্‌বো। একি! পৃথিবী ক্রমেই যেন পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। বসুন্ধরা! তুমি এবার বিষধরা—পাষণ্ডধরা নাম ধর, কিম্বা প্রলয়ানলে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাও।

প্রহরীবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কেহে বাপু, তুমি এমন সুন্দর আনন্দের পৃথিবীটাকে ভস্ম কর্‌তে চাও? অধিক গায়ের জ্বালা হ'য়ে থাকে, নিজেই সংসার থেকে স'রে পড়।

ভোলানাথ। এ্যাঁ—এ্যাঁ! কে তুমি বাবা?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি প্রহরী।

ভোলানাথ। কার্ প্রহরী?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি যার প্রহরী, সেই আমার অনুসন্ধান কর্‌বে, তুমি কে হে?

ভোলানাথ। দেখে শুনে আমাতে এখন আমি আর নাই বাবা।

শ্রীকৃষ্ণ। বটগাছের উপর ব'সে, লুকিয়ে এতক্ষণ কি শোনা হচ্ছিল?

ভোলানাথ। [স্বগত] ও বাবা! এমন ইঁচোড়ে পাকা সবজান্তা ছোঁড়া প্রহরী কোথা হ'তে এলো রে! তেজচন্দ্রেরই গুপ্ত প্রহরী না কি?

শ্রীকৃষ্ণ। কি হে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ! এবার যে সর্ব্ববুদ্ধি হরে গুঁতো। লুকিয়ে লুকিয়ে বীর ক্ষত্রিয় তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের গোপনীয় কথা শোন্‌বার চেষ্টা!

ভোলানাথ। যে ক্ষত্রিয় প্রকৃত বীর, সে কি ওরূপ ঘৃণিত পাপ কল্পনায় বড় হ'তে চায়?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি এখানে অনধিকার প্রবেশ কর্‌লে কেন?

ভোলানাথ। এ কালে কোন্‌টাতে কার অনধিকার, বুঝিয়ে ব'লে ক'য়ে দিতে পার বাবা? কলির উঠন্ত মূল পত্তনেই চিনেছি, কিছুদিন পরে মুচির ছেলে বেদীতে ব'সে বেদ পড়্‌বে—পদি ডোমনির বেটা, ক্ষত্রিয়ের গৌরবের সিংহাসন সজোরে কেড়ে নেবে—চোরের দল পাড়ায় পাড়ায় বৈশ্যের ব্যবসা কর্‌বে। আমাদের বাক্যপঞ্চাননের মত ব্রাহ্মণ জলপাত্রহস্তে বিলাসী নব্যের পদসেবা কর্‌বে, ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাদের উচ্ছিষ্ট মদ মাংস খাবে। সৃষ্টিপতির বড় সাধের পবিত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবার কর্ম্মনাশার জলে ডুব্‌বে। সকলেই যখন ইচ্ছামত অনধিকার প্রবেশ কর্‌ছে, তখন আমার এরূপ অনধিকার প্রবেশে পাপ কি বাবা?

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান হ'য়ে কথা কও। চোখে আঙ্গুল দিয়ে লোকের দোষ দেখাচ্ছ! এখনই তোমার মাথা কাট্‌বো।

ভোলানাথ। মর্‌তে ভয় হচ্ছে না। মৃত্যু তো দেহের একটা জীর্ণ সংস্কার। মরি তায় ক্ষতি নাই, কিন্তু এরূপ নরপশু বিশ্বাসঘাতকদের কথা লোকালয়ে ব'লে মর্‌তে পার্‌লাম না, এই দুঃখ।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কি কালের ইচ্ছায় বাধা দিতে চাও?—হাত দিয়ে বাতাসের গতি ফিরাতে চাও?

ভোলানাথ। কালভয়হারী হরি কৃষ্ণরূপে ধরায় থাকৃতে, পাপীর পীড়নে হরিভক্ত ধার্ম্মিক রাজবংশ ধ্বংস হওয়াই কি কালের ইচ্ছা ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার এ জ্ঞান যদি হ'য়ে থাকে, ঐ পথ দিয়ে চুপ ক'রে ঘরে ফিরে যাও ; আজ তোমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দিলাম। সাবধান ! এরূপ চুরিবিদ্যা আর যেন না থাকে।

ভোলানাথ। এরূপ চুরিবিদ্যা চোরচূড়ামণি প্রবৃত্তিরূপী শ্রীকৃষ্ণই শিখিয়েছেন। শঠের প্রতি শঠতাচরণ, তাঁরই শাসন-নীতি। অহং মত্ত মানব মনে মনে যা কল্পনা করে, কার্য্যে তা সফল হয় না পাপের যে আপাতবৃদ্ধি, সেটা লীলাকুশল ভগবানের লীলারস পরিপুষ্টির কৌশল মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে যাও ব্রাহ্মণ ! তোমার কার্য্য তুমি করগে, তাঁর কার্য্য যথাকালে তিনিই কর্‌বেন।

[অদৃশ্য হইলেন।

ভোলানাথ। ভয়, ভক্তি, বিস্ময়ে, কি যেন হ'য়ে গেছি ! ওই অপূর্ব্ব প্রহরী কে ? ওকি !

নেপথ্যে প্রেমানন্দ।—

গীত।

মিছে কেন অবোধ তুমি, ভেবে মর দিবানিশি,
সকলের মন দেখ্‌ছেন ব'সে, বৃন্দাবনের কালোশশী।
কাল আর শক্তি সহায় করি, বিষ্ণুমায়া জাগিয়ে হরি,
ভেঙ্গে গ'ড়ে কর্‌ছেন খেলা, কারও কান্না কারও হাসি।
সকল ঘটে আছেন যিনি, তাঁর ভাবনা ভাব্‌ছেন তিনি,
যথাকালে দেখ্‌তে পাবে, ধর্ম্মের জয় অবিনাশী॥

ভোলানাথ। কি ! ধর্ম্মের জয় অবিনাশী ? আচ্ছা, শেষ পর্য্যন্ত দেখি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ-কানন।

হাসিমুখে দাণ্ডাগুলিহস্তে তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। নন্দদুলাল তিন দিনের পর আজ আবার খেল্‌তে এসেছে! সেদিন খেলায় হেরে গিয়ে, বড়ই লজ্জা পেয়েছে। তাই আজ একবারে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। ঐ যে মালতীকুঞ্জের আড়ালে থেকে, আড়চোখে চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসা হ'চ্ছে। খেল্‌বার ইচ্ছাও আছে, ভয়ে এগিয়ে আস্‌তেও সাহসী হ'চ্ছে না।

তাম্রধ্বজ।—আয় আয় আয় নন্দদুলাল, আয় রে ছুটে আয়,
সে দিন খেলায় হেরে গিয়ে, পেয়েছ কি ভয়!

দাণ্ডাগুলি লইয়া গীতকণ্ঠে নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দদুলাল।—আমি কি ভয় পাবার ছেলে, পেকে গেছি খেলে খেলে,
আয় ভাই তবে দুজন মিলি, খেল্‌বো আবার দাণ্ডাগুলি,
দেখ্‌বো দেখ্‌বো দেখ্‌বো এবার, কে কারে হারায়।
তাম্রধ্বজ।—শুধু কথায় ভিজ্‌বো না আর, হার্‌লে সাজা কি হবে তার,
নন্দদুলাল।—শুধু প্রেমের বাঁধাবাঁধি, আমার এ খেলায়।

[উভয়ের খেলা এবং নন্দদুলালের হারিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি]

তাম্রধ্বজ। কেমন? এবার বেঁধে ফেলি?

নন্দদুলাল। [স্বগত] ভক্তের দ্বারা আমার এ বাঁধন বড়ই মিষ্ট লাগে, সেই জন্যই আমি ভক্তের কাছে ইচ্ছা ক'রে হেরে যাই।

তাম্রধ্বজ। একি! এবার অধোমুখে চুপ ক'রে রইলে যে! এবার বেঁধে রাখি?

নন্দদুলাল

গীত।

আমায় দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌তে হবে না,
মনে মনে ডাক্‌লে আমি থাক্‌তে পারি না।
ছেলে বেলায় মধুর প্রাণে, এমন সাধন ক জন জানে,
মজেছ মজিয়ে দিয়ে, (হ'লো) সফল সাধনা।
এ প্রেমের পরীক্ষা দিয়ে, বড় হ'লে পাণ্ডব চেয়ে,
মন বুঝে আজ তোমার হ'লাম, ভুল্‌তে পার্‌বো না।

[সহসা প্রস্থান।

তাম্রধ্বজ। আবার পালিয়ে গেলে! নন্দদুলাল—নন্দদুলাল! আয় ভাই, ফিরে আয়, আর তোমায় বাঁধ্‌বো না। তুমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে, তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌লে, আমি যে সকল ভুলে যাই ভাই! তুমি আমার চোখের আড় হ'লে, আমি দশ দিক্‌ অন্ধকার দেখি। তোমায় খাইয়ে খেয়ে, তোমায় বুকে ধ'রে শুয়ে, তোমার মনমাতানো রূপ দেখে আমি যে সুখ পাই, মায়ের কোলে ব'সে সে সুখ পাই না। দেখি—দেখি, আবার বুঝি কোনও কুঞ্জের আড়ালে অভিমানে লুকিয়ে আছে! যাই যাই— আবার ধ'রে আনি। [দ্রুত গমনোদ্যত]

কুমুদ্বতীর প্রবেশ।

কুমুদ্বতী। কারে ধ'রে আন্‌বে তাম্রধ্বজ?

তাম্রধ্বজ। যে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, সেই কপট চোরকে ধর্‌তে যাচ্ছি।

কুমুদ্বতী। কপট চোর কে বাবা ?

তাম্রধ্বজ। মা—মা! তোমরা যাঁর গল্প বল, ব্রজে যিনি নানা খেলা খেলে—রাখাল হ'য়ে গরু চরায়—বাঁশী বাজায়—গোপিনী মজায়—গোপাল হ'য়ে ননী মাখন চুরি ক'রে খায়, সেই নন্দদুলালকে আজ খেলায় হারিয়েছি ; তাই অভিমানে পালিয়ে গেছে! তার চোখ ছল ছল কর্‌ছিল দেখেছি! তারে দেখ্‌তে না পেয়ে, আমারও কান্না পাচ্ছে মা!

কুমুদ্বতী। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দাণ্ডাগুলি খেলে হারিয়েছ—তারে কাঁদিয়েছ ? খেলার সঙ্গীর কান্না দেখে, তোমারও চোখে যে জল এসেছে! আহা! পরের ছেলের প্রতি এরূপ মধুর সহানুভূতি, এরূপ মধুর ভালবাসা, তোমার প্রাণকে আরও উজ্জ্বল করুক্! পরের দুঃখে এরূপে কাঁদ্‌তে পার্‌লেই, ভগবানের জন্য কাঁদা হবে। ঐ যে মহারাজও আস্‌ছেন।

শিখিধ্বজের প্রবেশ।

শিখিধ্বজ। [স্বগত] কত দিনে পূর্ণ হবে সাধ ?
হরিভক্তিহার পরি হিংসা দ্বেষ ভুলে,
নাচিবে সকলে কবে হরি হরি ব'লে!
ভোগ বাসনার ক্ষয়ে কবে ধরা হ'তে,
দূর হবে পাপ যুদ্ধ ঘোর নিষ্ঠুরতা!
এক প্রাণে এক প্রেমে শান্তি-রাজ্যে থাকি,
কবে সবে এক হ'য়ে যাবে!
নাহি চাই রাজ-অট্টালিকা,
নাহি চাই কামিনী কাঞ্চন,
নাহি চাই সম্রাটের প্রভুত্ব-গৌরব,

নাহি চাই যশ মান অনর্থের মূল !
সব দেবো দেশের সেবায়,
আমি শুধু প্রেম নিয়ে রবো,—
হায়, কবে হবে সেই দিন !
পূজা ব্রত উপবাসে দেহ শুষ্ক করি,
কত দিনে এ মনের চঞ্চলতা যাবে !
কোথায় প্রাণের তৃপ্তি—আশার বিলয় !
যাঁরে পেলে মিটে যায় সকল অভাব,
নিজের হৃদয় ছেড়ে খুঁজি তাঁরে দূরে।
কিন্তু তিনি নহে বহু দূরে,
যেখানে প্রেমের বাস তিনি সে হৃদয়ে।
মূঢ় জীব ভ্রমে করে দূরে দরশন,
আঁচলে রতন বাঁধা দেখিতে না পায়।
আত্মারাম তিনি, প্রতি আত্মায় আত্মায়,
দেখ তাঁরে সর্ব্বজীবে সমদর্শী হ'য়ে।

কুমুদ্বতী। মহারাজ ! আপনার নিকট হ'তে 'নন্দদুলাল ঠাকুর পেয়ে প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গেছে। সর্ব্বদা তাঁরই সঙ্গে খেলা করছে।

তাম্রধ্বজ। হাঁ বাবা ! নন্দদুলাল আমার কাছে থাক্‌লে, আমি আহ্লাদে সব ভুলে যাই।

শিখিধ্বজ। প্রকৃত নন্দদুলালকে কি চিন্‌তে পেরেছ বাবা ?

তাম্রধ্বজ। মাটীর ঠাকুরের যে এত ক্ষমতা, আগে তা বুঝ্‌তে পার্‌তাম না। কিন্তু সেই মাটীর পুতুলকে কেঁদে কেঁদে ডেকে জাগাতে পার্‌লে, ভুবনভোলারূপে সাম্‌নে দেখা দেয়। বাবা ! আপনাদের কথামত

নন্দদুলালকে না ডেকে না খাইয়ে কিছুই খাই নি ! আমি ডাক্‌লেই নূপুর পায়ে দিয়ে ঝুনঝুন্ ক'রে নেচে নেচে ছুটে আসে। দুধ খায়—হাসে—নাচে —দাণ্ডাগুলি নিয়ে খেলা করে ! আবার আমার উপর অভিমান ক'রে ছুটে পালিয়ে যায়।

শিখিধ্বজ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই মধুর ছেলেখেলা সত্যে পরিণত হোক্ ! দেবতার মাটীর প্রতিমা পূজা করতে কর্‌তেই ভগবৎ-প্রেম প্রগাঢ় হয়। মাটীর প্রতিমায় ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেই, বিশ্বব্যাপী হরিকে ধর্‌বার লক্ষ্য স্থির হয়। প্রেমভক্তি শিক্ষার জন্যই ভগবানের সাকার মূর্ত্তির সেবা ! হাতে কাজ ক'রে না শিখ্‌লে বিশ্বাস পাকা হয় না।

তাম্রধ্বজ। কিরূপে হাতে কাজ ক'রে শিখ্‌তে হয় বাবা ?

শিখিধ্বজ। ফুল, জল, নৈবেদ্য দিয়ে ভক্তিভরে তাঁর পূজা কর্‌বে। জল, বস্ত্র, ধনরত্ন, হরির উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে, তাঁরই প্রসাদ দশ নারায়ণকে দান কর্‌বে। দশের তৃপ্তি হ'লেই নারায়ণ তৃপ্ত।

তাম্রধ্বজ। দশ নারায়ণ কিরূপ বাবা ? নারায়ণ কি দশটী ?

শিখিধ্বজ। দশের সেবা কর্‌লেই নারায়ণের সেবা করা হয়। সেই একই নারায়ণ, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর ভিতর অদৃশ্যভাবে আছেন। তিনি শূন্যরূপে অনন্ত আকাশে বাতাসের মত মিশিয়ে আছেন। তেজরূপে এই বিশ্ব-চরাচরে লুকিয়ে আছেন। তাঁরে বাহ্যচক্ষে দেখা যায় না, অনুমানে ধ্যানে দেখ্‌তে হয়। জীবের দুঃখ দূর কর, দীন হীন কাঙ্গালের মুখে ক্ষুধায় অন্ন দাও, পরের ব্যথা নিজের ব্যথা ভেবে কাজ কর। পরকে আপনার ভাব্‌তে পার্‌লেই, প্রেমের চোখে সমান জ্ঞান কর্‌লেই, দশ নারায়ণের সেবা সার্থক হয়। দশের সেবা ক'রে যখন নিজের ভোগবিলাসে ঘৃণা জন্মাবে, তখনই অহঙ্কারী মনের দমন হবে।

কুমুদ্বতী। নাথ! আমাদের স্বার্থপর মায়ান্ধ মনকে দমন করা বড়ই কঠিন। মন কেবল সীমাবদ্ধ আমার নিয়েই সুখী হ'তে চায়। নারায়ণের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়।

তাম্রধ্বজ। মনের এই বৃথা অহঙ্কার দূর করবার উপায় কি বাবা?

শিখিধ্বজ। কার্য্যের দ্বারা মনের আবেগ দমন। স্বার্থত্যাগে দান করতে করতে, মনে এক মধুর সরলতা আসে। দানেই দুর্গতি খণ্ডন হয়। আমার বস্তু অকাতরে পরকে দিতে পারলেই আমার অভিমান আপনা হ'তেই দূর হ'য়ে যায়। তাঁরই সব তাঁরেই দাও; তাতেই ভক্তি অটল হবে।

কুমুদ্বতী। মহারাজ! ভক্তি আর প্রেমে কোন পার্থক্য আছে কি?

শিখিধ্বজ। ভক্তি পাকলেই প্রেম হয়। ভক্তি প্রেমেরই পূর্ব্বাবস্থা। হরি-কথা শ্রবণ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, হরিচরণ স্মরণ, হরিপদ সেবা, হরিপদ বন্দন, হরিপদে দাস্য ভাব, সখার ভাবে অথবা আত্ম নিবেদন শ্রীহরির সাধনায় ক্রমে ক্রমে ভক্তি পাকা হয়। ভক্তির এই নয়টী অঙ্গের যে কোন এক অঙ্গ ভজনায়, হরির প্রতি প্রেম প্রগাঢ় হয়। যে পথ ধ'রেই যাও, মূলে এক মহান্ সম্মিলন।

তাম্রধ্বজ। আহা, হরিভক্তের জীবনই ধন্য!

শিখিধ্বজ। প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ! তুমি এখন কোমলমতি বালক। এখন হ'তেই প্রস্তুত হও—চরিত্র গঠন কর। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাজকুলে জন্মেছ ব'লে, অহঙ্কার-পিশাচ যেন তোমার এই পবিত্র সরল হৃদয় কলুষিত করতে না পারে। উচ্চ পদগৌরবে মত্ত হ'য়ে, আত্ম-সুখের লালসায় পরপীড়ন ক'রো না। আমার বংশে এই মধুর হরিভক্তি যেন চিরস্থায়িনী হয়। প্রিয়ে! এ সময় হরিভক্তিময় একটী গান গাও, সকল জ্বালা ভুলে যাই।

কুমুদ্বতী।—

গীত।

কাল-সিন্ধু মাঝে, ঘোর তিমির ঘেরা—
ভীষণ ভব-কারাগারে।
বন্দী জীবগণ, মোহে অচেতন,
দিবানিশি কাঁদে হাহাকারে॥
হাতে পায়ে বেড়ী, গলে বেঁধে দড়ি,
শমনকিঙ্করে টান মারে।
তবু না চৈতন্য হয়, মায়ায় মজিয়ে রয়,
সুখসম ভাবি এ সংসারে॥
দেখে ঠেকে নাহি শিখে, অনুরাগ-ধূলো মেখে,
অন্ধ হ'য়ে না ভাবে আত্মারে।
পড়িয়া এ ঘোর পাকে, হরি ব'লে নাহি ডাকে,
যে আঁধারে থাকে সে আঁধারে॥

শিখিধ্বজ। হায়! কত দিনে এই ঘোর অন্ধকারের ভয় দূর হবে!

নেপথ্যে। জয় মা কালী—জয় মা কালী—ড্যাং ড্যাং ড্যাং—ড্যাং ড্যাং ড্যাং। [বাদ্য ও করতালি]

শিখিধ্বজ। ওকি! ঢাক ঢোলের ঘোর নিনাদের সঙ্গে, কি পৈশাচিক আনন্দসূচক করতালি!

কুমুদ্বতী। এ কি, হ'লো মহারাজ? সহসা এই রাজপুরী যেন পিশাচ পদভরে কেঁপে উঠ্‌লো! দশদিক যেন অন্ধকারে ডুবে গেল!

সহসা ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। মহারাজ! ঐ প্রচণ্ড করতালি আর ড্যাং ড্যাং শব্দের নিগূঢ় অর্থ এখনও কি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? রক্তখাকী কালীমার প্রচণ্ড

ভূত প্রেত ছেলেরা কাটা ছাগলের উষ্ণ রক্তের সরা মায়ের মুখে তুলে দিচ্ছে,—আনন্দের করতালি দিয়ে বিকট নৃত্য করছে !

শিখিধ্বজ। এ্যাঁ ! কি লোমহর্ষণ ভীষণ কথা। এখনও আমার রাজ্যে নিষ্ঠুরভাবে জীবহিংসা ! দয়াময়ী পরমা বৈষ্ণবী মহামায়া মায়ের উদ্দেশে ছাগবলি ! নিষ্ঠুরভাবে জীবহিংসা ক'রে, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান !

ভোলানাথ। আজ সংক্ষেপে তুটো দশটার উপর হ'চ্ছে, কাল আপনার পবিত্র হরিবাসর হবে ব'লে, শত শত হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছাগ, মেষ সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে।

শিখিধ্বজ। বয়স্য ! বয়স্য ! তোমার কথায় হৃৎকম্প উপস্থিত হ'চ্ছে ! আমার আদেশের অবমাননা ক'রে, কোন্ পাষণ্ড এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করলে ?

ভোলানাথ। আপনার তৈজচন্দ্র দাদাং ছাগলের রক্তের কাদাং মেখে, মদে মত্তং।

শিখিধ্বজ। এ্যাঁ ! আমার দাদা ?

ভোলানাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ ; যিনি আপাততঃ এই রত্নাবতীপুরীর অধীশ্বর মহরাজাধিরাজ হবার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন, আপনার জ্ঞাতি দাদা সেই তেজচন্দ্রং অথবা আরও উচ্চে তেজস্সূর্য্যং।

শিখিধ্বজ। সখা ! সখা ! তোমার কথা শুনে আমার আপাদমস্তক যে কেঁপে উঠ্‌লো !

ভোলানাথ। এবার এ রাজ্যের মাটী পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌বে ! এবার ঘরে ঘরে যোগিনীচক্র বনবন ক'রে ঘুরবে।

শিখিধ্বজ। আমার প্রত্যেক শিরায় প্রত্যেক ধমনীতে বিষের আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো ! আজ আমার হরিষে বিষাদ ! হায়, আমি মনে মনে শান্তির সুখস্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম ; কুটীল সংসারের কঠোর কশাঘাতে,

সেই স্বপ্ন এখন ভেঙ্গে গেল! আমি যাঁরে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সম্মান আর ভক্তির চোখে দেখি, তাঁরই প্রবৃত্তি আজ এরূপ ঘৃণিত! আমি তবে কার আশ্রয় নিয়ে হরিভক্তিময় শান্তিরাজ্য গড়্‌বো? বয়স্য! বয়স্য! সত্য না কল্পিত? এখন দিবা না রাত্রি? কে যেন আমায় স্বর্গ হ'তে সহসা নরকের অন্ধকারে ফেলে দিলে!

ভোলানাথ। আপনার বিশ্বস্ত অন্তঃপুর প্রহরী গোবিন্দরামের মুখে শুন্‌লেই সকল ভ্রম দূর হবে। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আপনি ভ্রমবশে এতদিন দুধ কলা দিয়ে কাল-সাপ ঘরে পুয্‌ছেন। দেবতার সম্মানের ফুল মালা, পিশাচের গলে পরিয়ে দিয়েছেন। বল্‌তেও জিহ্বা কম্পিত হয়, তার সঙ্গে এক নির্দ্দয়া রাক্ষসী বাঘিনীও সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

শিখিধ্বজ। বয়স্য! বয়স্য! আমি যে কোনরূপ রহস্য ভেদ কর্‌তে পার্‌ছি না।

ভোলানাথ। শুন্‌বেন? গোবিন্দরাম! গোবিন্দরাম!

গোবিন্দরামের প্রবেশ ও প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান।

শিখিধ্বজ। গোবিন্দরাম! আমার মস্তকের গৌরবের ফুলহার সত্য সত্যই কি কাল-সর্পের মূর্ত্তি ধ'রে আমায় দংশন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে?

গোবিন্দরাম। মহারাজ! শুন্‌লে সূর্য্য, চন্দ্র কক্ষভ্রষ্ট হবে,—পবনের গতি রুদ্ধ হবে। আপনার পরমাত্মীয় জ্ঞাতি তেজচন্দ্র, শিক্ষিত পায়রার দ্বারা এই পত্রখানি বিপক্ষ পার্ব্বতীয় রাজার নিকট পাঠিয়েছিল। আমরা কৌশলে সেই পায়রাটীকে ধ'রে এই পত্রখানি পেয়েছি। পাঠ কর্‌লেই সকল ঘটনা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। [পত্রদান]

শিখিধ্বজ। [পত্র পাঠ করিয়া] কি ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা! দাদারই হস্তাক্ষর যে! যারে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছি,—

ধনুর্ব্বিদ্যা, যুদ্ধনীতি শিখিয়ে উচ্চ সেনাপতির পদ দিয়েছি, সেই সেনাপতি সমরসিংহও এ পাপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ! লীলাময় হরি ! একি ছলনা তোমার ?

গোবিন্দরাম। মহারাজ ! এ যুগে এত সরলতা দেখাতে গেলে, পদে পদেই বিপদে পড়্‌তে হবে। আপনাকে ধর্ম্মভীরু উদার দেখে, মাংস-লোভী শকুনি গৃধিনীসকল অদৃশ্যে শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার আদেশের অপেক্ষায় গোবিন্দরাম অন্তরের ক্রোধ অন্তরে চেপে রেখেছে। আদেশ করুন, বিশ্বাসঘাতকগণকে লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে কারাগারে রাখি।

শিখিধ্বজ। পরীক্ষা—সেই চক্রধারীরই এই পরীক্ষা ! আগামী কল্য পবিত্র একাদশী ব্রত। আজ আমি সংযমী ; প্রভু জগন্নাথের পাদপদ্ম ধ্যান কর্‌বার পবিত্র দিনে, আমার মাননীয় পূজ্য জ্ঞাতি-দাদাকে কারাগারে পাঠাবো ! বরঞ্চ ! বয়স্য ! আমি যে নিজেরই পাপ দেহ-কারাগার ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছি। কারাগারের জ্বালা যে মর্ম্মে মর্ম্মে ভুগ্‌ছি ! পার্‌বো না—কখনই পার্‌বো না।

সহসা উন্মাদিনীর ন্যায় কমলার প্রবেশ।

কমলা। মহারাজ ! মহারাজ ! আগে আমায় কেটে ফেলুন, আমার সকল আশা নির্ম্মূল হয়েছে। সুধার পরিবর্ত্তে উৎকট হলাহল উঠেছে। সেই হলাহল আগে আমিই পান করবো,—আত্মঘাতিনী হ'য়ে সকল জ্বালা জুড়াবো।

কুমুদ্বতী। বড় দিদি ! বড় দিদি ! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এরূপ ব্যস্ত ভাবে ছুটে এলে কেন ?

কমলা। বল্‌তে পার্‌বো না। স্বামীর নিন্দার কথা, স্বামীর ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বল্‌বার পূর্ব্বে আমার পাপ জিহ্বা খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেলুন। হা নারায়ণ ! আমার ভাগ্যে এই ছিল ! [রোদন]

শিখিধ্বজ। আর্য্যে! বধূঠাকুরাণি। যাঁরে পিতার মত ভক্তি করি, যাঁর হস্তে রাজ্যের শুভাশুভ সঁপে নিশ্চিন্ত, তাঁর মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত? হা সংসার! হা অর্থ! নারায়ণ! পথভ্রান্ত দাদাকে তোমার করুণার পথ দেখিয়ে দাও। আমি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে তাঁরে রাজ্যভার দিচ্ছি।

কমলা। [স্বগত] হা ভ্রান্ত স্বামি! এমন স্বর্গের দেবতার প্রতিও কপটতা-জালবিস্তার! [প্রকাশ্যে] দেবর! মুখ দিয়ে ফুটেও যে ফুট্‌ছে না। ঘটনা গোপন কর্‌লেও সোনার সংসার ছারখার হয়, মহাপাপে অনন্ত নরকে গতি হয়। উন্মার্গগামী পতির পায়ে ধ'রে কেঁদে উন্মুক্ত তরবারির মুখে মাথা পেতে দিয়ে, পরিবর্ত্তে প্রচণ্ড পদাঘাতে বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে এসেছি। কি হবে—কি হবে দেবর?

শিখিধ্বজ। কি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা! দেবি! আপনার ন্যায় পতি-প্রাণা স্ত্রীর বক্ষে পদাঘাত না ক'রে, যদি আমার বক্ষে পদাঘাত কর্‌তেন, তা হ'লে এত মর্ম্মজ্বালা হ'তো না।

ভোলানাথ। পাপের শরীরে প্রেতের ভোগ। প্রেতের হস্তে স্বর্ণ-প্রতিমা দেবীর অবমাননা আশ্চর্য্যের কথা নয়। স্বামীনিন্দা কর্‌তে দেবী কুণ্ঠিতা হচ্ছেন, আমি কিন্তু সব জানি। তিনি এখন যে দলে মিশে যে কার্য্য কর্‌ছেন, তাতে শীঘ্রই উন্মাদ হবেন। কার্ ঘরে সুন্দরী নারী আছে, সর্ব্বদাই তার সন্ধানে থাকেন! যোগিনীচক্রে ব'সে মদ্য মাংস আহার; তাঁর আনন্দ-কুটীর, বেশ্যাগণের হাস্যধ্বনিময়। ঘাটে, মাঠে, পথে, তাঁর ভয়ে কুলকামিনীরা সর্ব্বদাই শঙ্কিতা।

কমলা। ঠাকুর! ঠাকুর! আর নয়, আর বল্‌বেন না। আমারই পাপের ফলভোগ হ'চ্ছে।

শিখিধ্বজ। ভ্রষ্টাচারের তাণ্ডবলীলা! ইচ্ছাময়! একি ঘটনা? আমার পবিত্র হরিবাসর কি এইরূপ পিশাচী লীলায় পরিণত হবে? না—

না—হরিনামে যে পাষণ্ডদলন হয়। মদ ছাড়িয়ে দাদাকে সেই হরিনাম-মদে মাতাবো—দাদার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌বো—মহান্ প্রেমের পথ দেখিয়ে দেবো। [বেগে প্রস্থান।

তাম্রধ্বজ। আমিও যাই। জ্যেঠা মশাইএর পায়ে ধ'রে কেঁদে বল্‌বো, আর যেন ছাগ, মেষ হত্যা ক'রে মায়ের পূজা না দেন। যদি সে কথা না শোনেন, আমিই খাঁড়ার মুখে মাথা পেতে দেবো। বল্‌বো, জ্যেঠা মশাই গো! অবোধ পশুহত্যা না ক'রে আমাকেই কেটে ফেলুন।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। তাম্রধ্বজ! ধন্য তুমি! হায়, তোমার মত শিশুর প্রাণে দয়া হ'লো, কিন্তু নিষ্ঠুর তেজচন্দ্রের দয়া হ'লো না। গোবিন্দরাম! আমাদের কার্য্য আমরা করি চল।

গোবিন্দরাম। গোবিন্দরাম প্রস্তুত হ'য়েই আছে। আর রাজ-আদেশ মান্‌বো না—কোন বাধা শুন্‌বো না। আপনার জ্বলন্ত উত্তেজনায়, জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দেবো।

[গোবিন্দরাম ও ভোলানাথ শর্ম্মার প্রস্থান।

কুমুদ্বতী। দিদি! আমার বাক্‌রোধ হ'য়ে আস্‌ছে। সংসার কি এরূপ ভীষণ স্থান?

কমলা। আমার হৃদয়ে এখন শ্মশানের আগুন জ্বল্‌ছে। দয়াময় হরি! আমার পতি-দেবতাকে প্রকৃতিস্থ কর। আমার ইহকাল যায়—পরকাল যায়। যাই—যাই, মহারাজের পিছু পিছু আমিও শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি। [প্রস্থান।

কুমুদ্বতী। মন প্রাণ দিয়ে পতিতপাবন হরিকেই ডাকি। তাঁর কার্য্য তিনিই কর্‌বেন। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আনন্দ-কুটীর।

বাক্যপঞ্চানন, তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের প্রবেশ।

বাক্যপঞ্চানন। পথ ছেড়ে দাও—পথ ছেড়ে দাও—স'রে দাঁড়াও—স'রে দাঁড়াও। আমরা এখন চক্রে বস্‌তে যাচ্ছি। আমাদের দলের লোক ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। গুহ্যাতি গুহ্যং। লুকিয়ে লুকিয়ে যে দেখ্‌বে, তার হবে নরকে নিবাসং।

তেজচন্দ্র। ভয় ক'রে এখন আর আমাদের কোন কার্য্য কর্‌বার প্রয়োজন নাই। দেখি, কে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে—কে আমার কৌলিক কার্য্য ত্যাগ করায়!

বাক্যপঞ্চানন। ঠিক কথাই তো। শুন্‌লেই ক্রোধ হয়। তোমার মত গোঁড়া শাক্তকেও বৈরাগী সাজাতে চায়—তিলক তুলসীমালা পর্‌তে বলে! রোগের মত ঔষধের ব্যবস্থাও বেশ হয়েছে। আজ নটা পাঁঠা কেটেছ, কাল একাদশীর দিন পালে পালে পাঁঠা কালীবাড়ীতে চালান দাও। দেখি, রাজা কি কর্‌তে পারে!

তেজচন্দ্র। সমরসিংহ! তুমি যখন আমার, পার্ব্বতীয় রাজগণও যখন আমাদের বাধ্য, তখন ভয়ের কোন কারণ আছে কি?

সমরসিংহ। কোনরূপ সন্দেহ কিম্বা ভয় কর্‌বেন না। প্রকৃত রাজশক্তি এখনও আমাদের হস্তগত জান্‌বেন।

তেজচন্দ্র। কালীমার কৃপায় সংকল্প যদি সিদ্ধ হয়, শত শত ছাগ, মেষ, মহিষ দিয়ে ধুম-ধামে মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর্‌বো।

বাক্যপঞ্চানন। যাক্—সে কথা এখন থাক্। আগে আনন্দ-সুধা পানে বুদ্ধি স্থির করুন। চক্রে বস্‌বার উপযুক্ত রাত্রিও হয়েছে। এস বাবা! একটী একটী ক'রে পঞ্চ মকার সাকার মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দাও।

তেজচন্দ্র। সকলেরই সুব্যবস্থা ক'রে এসেছি। ঐ দেখ, প্রথমেই আনন্দ-সুধা।

সুরাপাত্রহস্তে গীতকণ্ঠে মদ্যকারের প্রবেশ।

মদ্যকার :—

কি চাই—কি চাই—মৌয়ো ধেনো খাঁটি,
বেশী দামী মিঠে, লাল পারিপাটি—
আধা দরে দেবো, আমার খোলা ভাঁটি।
দুচার হাত ফিরুলে, নেশা জমে এলে,
তাদের বাবার শালা আমায় মামা বলে,
সেই গায়ের জ্বালায় দেদার দিই জল ঢেলে,—
খাঁটি সোণার দরে তখন বেচি মাটী।
চক্রে কেউ হয় তোতা, আবার কেউ হয় পেঁচা,
কেউ হয় কুম্ভকর্ণ, যারা নেশায় কাঁচা,
কাণে সোলা দিয়ে আমার এই মদ বেচা,—
শেষে ভাগনেরে বেচাই বাস্তু ঘটি বাটী।

[এক পার্শ্বে অবস্থান।

বাক্যপঞ্চানন। এস বাবা, তুমিই পঞ্চ মকারের আদি পুরুষ, আনন্দরূপী ব্রহ্মা! জিনিষটা দেখ্‌ছি ভাল, ছুঁলেই নেশা! এ সুধা পান ক'রে যোগে বস্‌লে, কালীমার বাবা মহাকালকেও সশরীরে এসে দেখা দিতে হবে।

মাংসপাত্রহস্তে গীতকণ্ঠে মাংসপাচকের প্রবেশ।

মাংসপাচক।—

গীত।

ঝাল ঝাল গরম গরম রকম রকম মাংস চাই।
মুখে দিলে মিলিয়ে যাবে, মদের সঙ্গে হয় পোষ্টাই॥
মুড়িঘণ্ট মেটেভাজা ভুঁড়ির চড়চড়ি,
কচি পাঁঠার গা-মাখা ঝোল, পোলাও খিচুড়ি,
গপ্‌ গপা গপ্‌ নেশার মুখে, এত রস আর কোথাও নাই,—
মধুকোষে মধুবৃদ্ধি, হাড় চুষ্‌লে যায় বালাই।
মায়ের কাছে যত পাঁঠা হয়েছে বলি,
তারাই পরে মানুষ হবে, এলে ঘোর কলি,
পশুর মধ্যে পাঁঠার মত, এমন ভাগ্য কারও নাই,—
পাঁঠার চামড়ার খঞ্জনীতে আয় ভাই পাঁঠার গুণ গাই।

[এক পার্শ্বে অবস্থান।]

বাক্যপঞ্চানন। বেশ—বেশ! ক্রমে—ক্রমে! ইহাগচ্ছ—ইহাতিষ্ঠ। আহা, গন্ধেই লোলায় জল সরছে। এমন রসাল মাংসকে বৈরাগী বেটারা ঘৃণা করে! পাঁঠার গুণ-গৌরব দেখে, ম'রে পাঁঠা হ'য়ে জন্মাতে সাধ হয়।

গীতকণ্ঠে মৎস্যপাচকের প্রবেশ।

মৎস্যপাচক।—

গীত।

বাঙ্গালীর এক চেটে ধন মাছের তরকারি,
শাক্ত বৈষ্ণব দুকূল রাখে গুণ বলিহারি,
ঝোলে ঝোলে ভাজায় টকে আমরি মরি॥
খয়রা ইলিশ তপ্‌সে বাটা ভাজা মচ্‌মচে,
রুই ভেট্‌কি পার্শে তারুই ঝালে কট্‌কটে,

মিঠে চুনো মাছ চড়চড়ি, রেঁধেছি দিয়ে ফুলবড়ি,
সোল মাছ পোড়া ডিমের বড়া বড়ই বলকারী।
কাতলা মৃগেল ট্যাংরা পুঁঠি চিংড়ি চেঙ্‌ পাঁকাল,
কৈ মাগুর মৌরলা গোড়ুই ফলুই শাল বোয়াল,
গণ্‌তে গেলে শত শত, মাছের গুণ আর বল্‌বো কত,
আর সকলের প্রাণের প্রিয়, (কেবল) বিধবার আপশোষ ভারি।
বুটের ডালে বড় চিংড়ি রুই মাছের মুড়ো,
তিন দিন খেলে উঠ্‌বে ঠেলে, ঘাটের যে বুড়ো,
কচু ঘেঁচু কাঁটাপোঁটা, চিংড়িদাড়া পুঁইএর ডাটা,
তেলে ঝোলে ছেঁচড়া রাধা, কি মজাদারি ॥

[এক পার্শ্বে অবস্থান ।]

বাক্যপঞ্চানন। জ'মে আস্‌ছে—বেশ জ'মে আস্‌ছে! আগচ্ছ—আগচ্ছ—ফট্‌ ফট্‌ স্বাহা। মাছ আর মাংস ঠিক যেন মদের মায়ের পেটের মামাত পিসতুত ভাই! মাংসের উপর বৈষ্ণবদের বিদ্বেষ, কিন্তু মাছের সঙ্গে কারও দলাদলি নাই।

তেজচন্দ্র। ঠিক বলেছ বাবা!

[তিকণ্ঠে মুদ্রার প্রবেশ।

মুদ্রা।— গীত।

চাই চাই চালকলাই ভাজা, টাট্‌কা এনেছি,
তপ্ত খোলায় চম্‌কে নিয়ে, আঁচে ভেজেছি।
তেল লঙ্কার রসান দেওয়া, এখনও লাগেনি হাওয়া,
গরম নরম ফুলো ফুলো, ঝালে মজিয়েছি।
নাক শিটকান খেনো গিলে, দুদশটা মুখে দিলে,
সুরসে গাল ভ'রে যাবে, কাটবে অরুচি,—
গরীবপোষা সস্তাদরের অথচ শুচি।

[একপার্শে অবস্থান]

বাক্যপঞ্চানন। হ্যাঁ বাবা! এই মুদ্রা বা চালকলাই মুড়িভাজার চাট্ সকলের সেরা। রাজা রাজড়াদের মুখ হ'তে, পোঁটা চুন্নির বেটার মুখ পর্য্যন্ত সমান আদর। দরেও সস্তা, খেতেও ভাল! ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন, আর মাতালের নিকট সমান শুচি; কারও আপত্তি নাই। যাও বাবা! পর পর সভা সাজিয়ে ব'সে যাও।

নাচিতে নাচিতে গীতকণ্ঠে অবিদ্যাগণের প্রবেশ।

অবিদ্যাগণ।—

গীত।

প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে,
দেখেছি থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে।
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড় চোখে দৃষ্টি ছেড়ে,
মন প্রাণ নিয়ে কেড়ে রেখেছি বেঁধে,—
কিন্তু সে বাঁধন ছিঁড়ে গেছে মন-ভেদে।
আমার কাছে আমার ব'লে, ভুলিয়ে রাখে কথার ছলে,
কিন্তু হায় নূতন পেলে, পাই না আর সেধে,—
মন প্রাণ দিয়ে পাই না তখন সে প্রেমিকচাঁদে।

বাক্যপঞ্চানন। আস্তিকস্য মুনির্মাতা ভগিনী বাসুকীস্তথা,
জরৎকারু মুনিৰ্পত্নী মনসা মাতা নমস্তুতে।

তেজচন্দ্র। একি। মা মনসার পূজা কর্‌ছো না কি?

বাক্যপঞ্চানন। এ সব মা মনসারই প্রেরিতা। একবার কামড়ালে বিষ আর নামে না। গো-সাপের চামড়ায় গা ঢেকে, এঁদের সঙ্গে পিরীত করতে হয়। আর একখানা গান লাগাও বাবা!

অবিদ্যাগণ ।—

গীত ।

নারীর যৌবন কাল ধন্য ।
শূকরী হ'লেও হয়, রূপসী গণ্য ॥
যৌবন হইলে অস্ত, মন প্রাণ দুঃখগ্রস্ত,
প্রভাতের পদ্ম সম হয় শোভাশূন্য ।
না থাকে আনন্দ গন্ধ, শুকায় সে মকরন্দ,
আসে না ভ্রমর অন্ধ, হ'য়ে মনে ক্ষুণ্ন ॥

কিয়ৎদূরে কমলার প্রবেশ ।

কমলা । কি ভীষণ নারকীয় দৃশ্য হেরি হায় !
সদাচার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করি,
বেশ্যা সঙ্গে মদ্য, মাংস করিছে আহার ।

সমরসিংহ । সর্ব্বনাশ ! অগ্রে অগ্রে কমলাদেবী, পশ্চাৎ মহারাজ স্বয়ং এই দিকে আস্‌ছেন । আপনি অগ্রসর হ'যে, দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকুন ; আমরা এই দিক দিয়ে পালিয়ে যাই ।

বাক্যপঞ্চানন । পালাও—পালাও—গুহ্যাতি গুহ্যং ! অপর কারেও গোপনচক্র দেখ্‌তে দিও না বাবা !

[তেজচন্দ্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান ।

তেজচন্দ্র । একি ! তুমি কমলা ! কুলকামিনী হ'য়ে এত স্বেচ্ছাচারিণী ! লজ্জার মাথা খেয়ে, কোন্ সাহসে, কার্ কুমন্ত্রণায় এ সময় এখানে এলে ?

কমলা । আমার অর্দ্ধ অঙ্গ—অর্দ্ধেক প্রাণ, কুজন-ভুজঙ্গ-বিষে বিকৃত হ'চ্ছে দেখে, প্রাণের জ্বালায় ছুটে এসেছি । নাথ ! নাথ ! আপনিই যে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব !

তেজচন্দ্র। অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে, প্রগল্ভা ধৃষ্টা রমণীর ন্যায় এখানেও উপদেশ দিতে এলে? তোমার এত স্পর্দ্ধা কে বাড়ালে?

কমলা। ঐ চরণ-কমল ভিন্ন, অভাগীর জুড়াবার আর অন্য স্থান কোথায়? পরম বৈষ্ণব রাজকুলে আমার জন্ম; আমার প্রাণ থাকতে এরূপ ভাবে আপনাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট, নির্দ্দয় হ'তে দেবো না।

তেজচন্দ্র। কি! আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট—নির্দ্দয়! এত স্পর্দ্ধার কথা? তুমি যদি প্রকৃত স্বামীপরায়ণা সতী স্ত্রী হ'তে, তা হ'লে কখনই এরূপ ভাবে স্বামীর কৌলিক ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিতে আসতে না।

কমলা। প্রাণকান্ত! আপাতমধুর পাপ প্রলোভনে আপনি এখন নিতান্তই উদ্ভ্রান্ত! উগ্র কালকূট মদ্যপানে, কাল-ভুজঙ্গিনীর মুখচুম্বনে, কে কবে সংসারে সুখী হ'তে পেরেছে? এই কি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম কার্য্য? অতি সন্তর্পণে গোপনে ভয়ে ভয়ে যে কাজ করছেন, সেই কার্য্যে ধর্ম্ম-লাভের চেষ্টা? রাক্ষসী মায়ায় মনুষ্যত্ব নষ্ট করতে বসেছেন।

গীত।

পদে ধরি প্রাণকান্ত, ক্ষান্ত হও এখন,
সুধা আশে কেন কর সাপিনীর মুখচুম্বন।
ধর্ম্মপত্নী পরিহরি, বিষলতা গলে পরি,
হবে বিষে জর জর, কাঁদিবে তখন,—
ধন আর বুদ্ধি ক্ষয়, হবে নানা রোগোদয়,
মনুষ্যত্ব নষ্ট হবে, অকালে যাবে জীবন॥

তেজচন্দ্র। দূর হও—এখনই এখান হ'তে দূর হও! তোমার উপদেশ শোনা দূরের কথা, পাপ মুখ দেখতেও চাই না।

কমলা। ও চরণ ছেড়ে কোথায় যাবো? আদর্শচরিত্র মহারাজের অনুকরণে, সর্ব্বজীবে সমদর্শী—দয়ালু হবার চেষ্টা করুন। মহারাজ

আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন—প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন। চরিত্রহীন পাষণ্ডগণের কুচক্রান্তে সেই দেবকল্প মহারাজের বিরুদ্ধে কার্য্য কর্‌লে ধর্ম্মে পতিত হবেন।

তেজচন্দ্র। দুশ্চারিণি! এবার তোর দুরভিসন্ধি বুঝেছি! তুই ভ্রষ্টা; তুই মহারাজের ধন, ঐশ্বর্য্য, রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, তারই পাপ প্রশ্রয়ে স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণী হয়েছিস্! তাই আজ আমারও গুরু হ'য়ে উপদেশ দিতে এসেছিস্! আমি সেই ভণ্ড কুলাঙ্গার শিখিধ্বজের যুক্তিমত কার্য্য করবো? কখনই নয়!

কমলা। কর্ণ, তুমি বধির হও! বসুন্ধরা, বিদীর্ণা হও! আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সকল জ্বালা জুড়াই। হা নাথ! আপনার মুখে আজ আমায় এরূপ ভীষণ পাপ কথা শুন্‌তে হ'লো! মহারাজ আমায় মায়ের মত ভক্তি করেন! তাঁর পবিত্র চরিত্রে দোষারোপ কর্‌লে নরকগামী হ'তে হবে। আমি মহারাজকে সন্তানের ন্যায় দেখি! ধর্ম্ম জানেন—দেব দিবাকর জানেন—অন্তর্য্যামী হরি জানেন, ঐ চরণ ভিন্ন অন্য কোন পাপ চিন্তার ছায়াও যদি স্পর্শ ক'রে থাকে, অনন্ত নরকে যেন আমার গতি হয়। এখনই আমার মৃত্যু হ'লো না কেন? [রোদন

তেজচন্দ্র। কাঁদ্‌তে হয়, ঘরে গিয়ে কাঁদ্‌গে! দিন রাত—প্যান প্যানানি ভাল লাগে না! আমি আমার সাধনার আনন্দ বুঝেছি। মহারাজের সঙ্গে বৈষ্ণবী হ'য়ে, তুইও তোর পাপ লালসা পূর্ণ কর্‌গে।

কমলা। ওরূপ ঘৃণিত অশ্রাব্য কথা বল্‌বার পূর্ব্বে, আপনার তর বারিতে আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করুন। সরল নির্দ্দোষ প্রাণে ওরূপ নিষ্ঠুরভাবে দাগ দেবেন না। আমি মহারাজ মহারাণীর পবিত্র মতের পক্ষপাতিনী হ'য়ে একাদশী ব্রত, হরিপূজা করি বটে, কিন্তু দ্বিচারিণী নই।

তেজচন্দ্র। দূর হও—আর তোমার মায়াচাতুর্য্যে ভুল্‌বো না। তুই

কুহকিনী—বিশ্বাসঘাতিনী! এখন আর তুই আমার পদাশ্রিতা নয়, এই পদতাড়িতা! [পদাঘাত]

কমলা। বুক পেতে দিচ্ছি। আবার পদাঘাত করুন! ওরূপ শত শত পদাঘাতও ফুলের আঘাত মনে কর্‌বো, যদি একদিনের জন্যও আপনাকে সৎসঙ্গে সাধুসেবা কর্‌তে দেখে মর্‌তে পারি।

তেজচন্দ্র। আবার প্রতিবাদ! আবার মোহিনীমন্ত্রে আমার কাছে সতীত্ব দেখাবার চেষ্টা! দূর হও! আবার এই পদাঘাত—

সহসা শিখিধ্বজের প্রবেশ।

শিখিধ্বজ। দাদা! দাদা! আজ পাগলের মত এ কি ভীষণ কার্য্য কর্‌ছেন। কারে আপনি স্বেচ্ছাচারিণী ভ্রষ্টা স্ত্রী ভেবেছেন? আপনার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলেই হরিপরায়ণা সাক্ষাৎ কমলালয়া এই কমলাদেবীকে পত্নীরূপে পেয়েছেন। বড় বধূঠাকুরাণীর মত ভক্তিমতী সতী রমণী শ্বশ্রূকুল উজ্জ্বল কর্‌বার জন্যই আমাদের বংশে এসেছেন! আপনি স্বর্গের দেবীকে, ভ্রমবশে নরকের প্রেতিনী ভেবেছেন! স্বর্গের পারিজাত ফুল-হার দূরে ফেলে, কাল-ভুজঙ্গিনী গলায় ধরেছেন। যাঁর হৃদয় হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, পাপ কি তাঁর পবিত্র হৃদয় স্পর্শ কর্‌তে পারে?

তেজচন্দ্র। [স্বগত] উঃ, ভিতরে ভিতরে আমার স্ত্রীকে বাধ্য ক'রে, আমারই বুকে ব'সে কৃষ্ণলীলা! এখানেও আমার স্ত্রীর পক্ষসমর্থন করতে এলো! লম্পট কপট বৈষ্ণব সেজে, আমারই স্ত্রীর সঙ্গে মিশে, আমাকেই উপদেশ দিতে সাহস হ'লো! যতক্ষণ রীতিমত প্রতিফল না দেবো, যতক্ষণ রাজপদের দর্প চূর্ণ না কর্‌বো, ততক্ষণ গাত্রজ্বালার অবসান হবে না। [প্রকাশ্যে] শিখিধ্বজ! তুমি ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে আমাদের বংশে রাজা হয়েছ ব'লে, আমায় কি অপদার্থ পাপীই স্থির করেছ?

শিখিধ্বজ। আপনার দোষকীর্ত্তন করবার পূর্ব্বে, আমার এ জিহ্বা যেন খ'সে পড়ে। আপনাকে পিতার ন্যায় পূজা করি। আপনি যে কার্য্য শাস্ত্রসম্মত মনে করছেন, আমি সেই কার্য্যকে হিংসামূলক পাপ ভাবি ; আপনার সঙ্গে আমার মতের এই পার্থক্য।

তেজচন্দ্র। স্পষ্ট কথা বল্‌তে হ'লে, সে বিচারে তুমিই কুলধর্ম্মত্যাগী পাপী। হিংসাময় যজ্ঞকার্য্যে পশুহত্যা, যুগ-যুগান্তর হ'তেই চ'লে আস্‌ছে! শিবের তন্ত্র কি মিথ্যা বল্‌তে চাও? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও শক্তিসাধক ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিতা বাস্তু কালীমাতার পূজায় ছাগ, মেষবলির প্রথা রহিত করবার অধিকার তোমার নাই। তাঁদের দেওয়া দেবোত্তর সম্পত্তির উপর, তোমার ন্যায় আমারও সমান অধিকার। তুমি স্বেচ্ছাচারে সেই কৌলিক পূজায় বাধা দিবার কে?

শিখিধ্বজ। ছি, ছি! ওরূপ সঙ্কীর্ণতা যে দিন মনেও কল্পনা করবো, সেই দিন যেন অনন্ত নরকে আমার গতি হয়। সংযত সাত্বিকভাবে মায়ের পূজা করুন—দীন-দরিদ্র পালন করুন। দাদা গো! পায়ে ধরি, তমগুণের ঘৃণিত নিষ্ঠুর কার্য্য ত্যাগ করুন। সত্বগুণ আশ্রয়ে পবিত্র আহারে হৃদয়ে অহিংসা ভাব জাগ্রত করুন। সর্ব্বজীবে সমদর্শী হ'য়ে, এ রাজ বংশে মধুবৃষ্টি করুন। আমাদের পায়ে একটা সামান্য কাঁটা ফুট্‌লে কত কাতর হই! আহা, নিরীহ ছাগ মেষ বলি দিলে, তাদের নিষ্ঠুরভাবে কত কঠোর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। সে কথা স্মরণেও মর্ম্মভেদ হয়। নিজের মঙ্গল চেষ্টায়—নিজের পাপ উদরপূর্ত্তির জন্য পরের মাথা কেটে মায়ের পূজা! ওরূপ নিষ্ঠুরভাবে জীবহত্যা, তামসিক—আসুরিক ধর্ম্ম মাত্র। হরি যে সর্ব্বজীবের হৃদয়বিহারী। কোন জীবকে হত্যা করলে, সেই দয়াল হরির অঙ্গেই আঘাত করা হয়। পরের দুঃখ নিজের দুঃখ না ভাব্‌লে, প্রাণ উদার হয় না—সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

তেজচন্দ্র। তা হ'লে তোমার মুখের কথাই মূল্যবান ? তন্ত্রশাস্ত্রটা কিছুই নয় ?

শিখিধ্বজ। পাপময় কলির মানবের মোহজনিত বুদ্ধিভ্রম ঘটাবার জন্যই বিকৃতমস্তিষ্ক কোন ব্রাহ্মণের মুখে বিকৃত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেছেন। তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিষ্কাম—নির্লোভ—নির্ব্বিকার। প্রত্যেক পুরুষে শিব, প্রত্যেক নারীতে মহামায়া মায়ের অস্তিত্ব। লোভ দমন কর্বার জন্যই নিষ্কামভাবে তন্ত্রমূলা তারাসাধনা। মদ, মাংস খাবার জন্য নয়—পরনারী-সঙ্গে পশুবৃত্তি চরিতার্থ কর্বার জন্য নয়। সাত্ত্বিক জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। এই দেহের মধ্যেই মদ্য আছে—ছাগ পশু আছে—অবিদ্যা মায়ারমণী আছে। প্রাণের মধ্যেই পঞ্চ মকারে মানসযজ্ঞ করুন; বাহ্য জীবহিংসা কর্তে হবে না।

কিয়ৎদূরে গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

চিনবি যদি শ্যামা শ্যামে,
অন্তর্যাগে সোহং ভাবে, ভস্ম কর্রে আগে কামে।
পঞ্চতত্ত্বের তত্ত্ব তুলে, (মিছে) মদ পাঁঠা খাস্ মায়ের নামে।
সহস্রদল কমল, তায় রাজে চন্দ্রমণ্ডল,
কুলকুণ্ডলিনী বামা, রঙ্গে রমে শিবের বামে—
মধুধারা ঝর্বে সদা, পান ক'রে প্রাণ মাতাও প্রেমে।
বলি দাও জ্ঞান-খড়্গে আশু, পাপ পুণ্য দুটী পশু,
ঘুচবে কর্ম্ম কু কিম্বা সু, (যাবি) আশুতোষের পরম ধামে,—
সেথা নাই হিংসা দ্বেষ মোহের বিকার, তুল্য মূল্য ধূলোয় হেমে।

[প্রস্থান।

শিখিধ্বজ। শুনুন দাদা! মায়ের কোন নির্ব্বিকার সমদর্শী ভক্ত, অদূরে রাজপথে আমাদের মনের মত গান গাচ্ছে; আহা কি মধুর ভাব!

তেজচন্দ্র। তোমার ভাব নিয়ে তুমি কার্য্য করগে। আজ হ'তে দুশ্চারিণী কমলাকে জন্মের মত পরিত্যাগ কর্‌লাম! তোমার সঙ্গেও আজ আমার জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। আমি কুলাচারী শাক্ত, তুমি কুলত্যাগী নূতন বৈরাগী। দেখি, কোন্ পথে কার অগ্রসিদ্ধি!

[সক্রোধে প্রস্থান।

কমলা। জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা চন্দ্র-সূর্য্যের দিকে চেয়ে বল্‌ছি, বিনা দোষে পতির পদতাড়িতা—লাঞ্ছিতা হ'লাম। কোথায় যাবো? আমার আর জুড়াবার স্থান কোথায়? নিষ্ঠুর স্বামিন্! যেও না—যেও না—পায়ে ঠেলে যেও না। হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দেখাচ্ছি, তোমার মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু জানি না। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আর একটা কথা শুনে যাও!

[দ্রুত প্রস্থান।

শিখিধ্বজ। নারায়ণ! মধুসূদন! এ কি করলেন? ধর্ম্মের মুখ চেয়ে দাদাকে উপদেশ দিতে এসে, বিপরীত ফল হ'লো। উঃ, সংসারে মানব-চরিত্র কি এতই কুটীল! যাঁরে মায়ের মত ভক্তির চোখে দেখি, তাঁর বিরুদ্ধে দাদার মুখে আজ কি লোমহর্ষণ ভীষণ কথা শুন্‌লাম। এই মুহূর্ত্তে বজ্রানলে দগ্ধ হ'লে, আমার এ জ্বালা হ'তো না। আর বাধা দেবো না; দেখি, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সৌভরি-আশ্রমপার্শ্বস্থ পর্ব্বত।

গীতকণ্ঠে অশ্বরক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ।

অশ্বরক্ষকদ্বয়।—

গীত।

হয়েছি চারপেয়ে পশু, ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে ছুটে,
পিত্তি পুড়ে জ্বল্‌ছে পেটে, গাছ পালা খাই ক্ষিদের চোটে,—
চাকর কুকুর সমান কথা, যা বল্‌লেই যাচ্ছি ছুটে।
চাকরী করার গলায় দড়ি,
লাথি খেয়ে গা হাত ঝাড়ি,
নাক কাণ দ'লে চল্ যাই বাড়ী, পেট চালাবো চাষে খেটে।
বড় লোকের বড় কথা,
বোঝে না গরীবের ব্যথা,
বল্‌বো কারে হায় রে কপাল, বুক ফেটে যায় মুখ না ফুটে।

১ম অশ্বরক্ষক। এবার ম'লে বিধাতা যদি আমায় রাজা ক'রে আবার এই মর্ত্ত্যে পাঠাতে চায়, তা হ'লে কোন্ শালা তাতে মত দেবে!

২য় অশ্বরক্ষক। রাজত্বে তোর অরুচি হ'লো কেন বল্ দেখি?

১ম অশ্বরক্ষক। রাজা হ'লেই নিষ্ঠুরের মত ছলে কৌশলে মানুষ মেরে, পরের ধন জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে বড় হ'তে হবে। চার দিকে

যুদ্ধ বাধিয়ে, মাথায় আগুন জেলে, রাত্রে বিছানায় শুয়ে দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্ কর্‌তে হবে। খেতে—শুতে—উঠ্‌তে—বস্‌তে সন্দেহ আর অবিশ্বাস! যা খাও, ভাল পরিপাকও হয় না, রাত্রে চোখে ভরা গাঢ় ঘুমও হয় না। এমন রাজত্বে সুখ কি বল্ দেখি?

২য় অশ্বরক্ষক। যা বলেছিস্ ভাই! যজ্ঞের ঘোড়াটা কোন্ দিকে গেল বল্ দেখি? আর তো ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়া হ'য়ে ছুটে যাওয়া যায় না।

১য় অশ্বরক্ষক। চুপ্ চুপ্; তৃতীয় পাণ্ডব এই দিকেই আস্‌ছে। আমরা ঐ বনের ভিতর ঘোড়াটার সন্ধান করি চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। [স্বগত] আমি এসেছি বটে, কিন্তু এখন যেন আর সে অর্জ্জুন নই। যেন জীবনের উদ্দীপনা-শক্তি হারিয়ে এসেছি; কি যেন এক নূতন অবসাদ নিয়ে এসেছি। বিগত ভীষণ কুরুসমরে প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে সারথিবেশে দেখে, এক অর্জ্জুনই আমি সহস্র অর্জ্জুন হয়েছিলাম। কি যেন এক অমানুষী শক্তি আমার প্রত্যেক রক্তকণাকে শত্রুসংহারে উত্তেজিত করেছিল। আমি সেই অর্জ্জুনই এসেছি, কিন্তু আমাতে কি যেন কি নাই। কেন এমন হয়? প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের অভাবেই কি আমার এই অবসন্নতা? ওকি! সহসা বিদ্রূপাত্মক হাস্য-ধ্বনি! শূন্য হ'তে কে যেন বল্‌ছে, শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল অর্জ্জুনেরই সখা?

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। অর্জ্জুন! আমরা সসৈন্য যে পর্ব্বতে শিবির সংস্থাপন করেছি, এই পর্ব্বত কয়েকটী প্রসিদ্ধ রাজ্যের সন্ধিস্থল। উত্তর পশ্চিম সীমায় হংসধ্বজ-রাজধানী ভদ্রাবতীপুরী, পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ মণিপুর রাজ্য;

তারই পার্শ্বে মহারাজ শিখিধ্বজের রত্নাবতীপুরী। ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে আগমন পথে আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ কোন বাধা পাই নাই। আর্য্য যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব দেখে, সকলেই অবনতমস্তকে পথ ছেড়ে দিয়েছে।

অর্জ্জুন। আর্য্য! আমার সর্ব্বদাই মনে হ'চ্ছে, এই স্থানে আমাদের ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা করতে হবে। পূর্ব্বে দ্রৌপদী সংক্রান্ত নিয়মভঙ্গ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে, দ্বাদশ বৎসর ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ সকল পরিদর্শন করেছিলাম। আমার মনে হয়, এই দিকেও সেই সময় এসে ছিলাম। স্বপ্নের ন্যায় কি যেন কি একটা কথা মনে হয়। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন নীরব গম্ভীর ভাব ধারণ করে, এই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে ঠিক যেন তেমনই একটা ভাবী ভীষণতা অনুভব করছি।

ভীম। আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবার জন্য অকাতরে—স্বেচ্ছায় জীবন দিয়েছি। ভ্রাতৃসেবাই আমাদের জীবনের স্থির লক্ষ্য—ভ্রাতৃসেবাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। আমরা আর অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করবো না। ভ্রাতৃসেবায়,—ভ্রাতার মনতুষ্টির জন্য আমরা যে সকল কঠোর নির্য্যাতন বুক পেতে সহ্য করছি, তার অপেক্ষা নূতন বিপদের ভীষণতা আর কি আছে ভাই? আর্য্য ধর্ম্মরাজের আদেশপালন জন্যই. প্রকাশ্য রাজসভায় দুরাত্মা দুঃশাসন কর্ত্তৃক কুললক্ষ্মী দ্রৌপদীর অবমাননাও নীরবে দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম। দেবভোগ্য হবি কুক্কুরাধম দুর্য্যোধনের মুখে তুলে দিয়েছিলাম। ন্যায়সঙ্গত পৈত্রিক রাজ্য ছেড়ে, তিক্ত ফলমূল ভক্ষণে দ্বাদশ বৎসর কঠোর তাপসব্রতও ধরেছিলাম। কার উত্তেজনায়? জ্যেষ্ঠ সহোদরের পবিত্র পদসেবার অতুল আনন্দ আমাদের অন্তরকে সকল ভোগের প্রলোভন হ'তে দূরে রেখে দিয়েছে। আমরা জগৎকে দেখাবো, কেবলমাত্র ভ্রাতৃভক্তির দ্বারাও মানব উৎকৃষ্ট গতিলাভ করতে পারে।

অর্জ্জুন। [স্বগত] বাস্তবিক, আর্য্য মধ্যম পাণ্ডবের বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃভক্তিও অসাধারণ।

সভয়ে প্রথম অশ্বরক্ষকের দ্রুত প্রবেশ।

১ম অশ্বরক্ষক। পালিয়ে যাও—পালিয়ে যাও—এদিক থেকে সকলে পালিয়ে যাও। ও বাবারে! এ দেশের কি সর্ব্বনেশে পাথর রে!

অর্জ্জুন। একি! আমাদের অশ্বরক্ষক সভয়ে চীৎকার করতে করতে এদিকে ছুটে আসে কেন?

ভীম। অশ্বরক্ষক! তুমি কি জন্য এত ভয় পেয়েছ?

১ম অশ্বরক্ষক। ঐ মুনির আশ্রমের একটা শিলে, আমাদের যজ্ঞের ঘোড়াটা খেলে গিলে।

ভীম। পাগলের মত কি বল্‌ছিস্?

১ম অশ্বরক্ষক। আজ্ঞে, স্বচক্ষে দেখে ছুটে বল্‌তে আস্‌ছি। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা, জীবনে কখন দেখিনি—শুনি নি; ঘোড়াটা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে যেমনি একটা পাথরের কাছে গেল, অম্‌নি সেই পাথরটা যেন বাঘের মত হাঁ ক'রে ঘোড়ার চারটে পা'ই গিলে ফেল্‌লে। জাঁতিকলে ইঁন্দুর পড়্‌লে যেমন হয়, ঘোড়াটারও ঠিক তেম্‌নি নড়ন-চড়ন নাই।

ভীম। একি ভীষণ অলৌকিক কথা!

অর্জ্জুন। অলৌকিক অসম্ভব কত কি ঘটনা,
দৈবচক্রে ঘটে এ সংসারে।
কথা শুনে রোমাঞ্চিত দেহ,
না জানি কি ভীষণ দুর্দ্দৈব ঘটে আজ!
চলুন চলুন দাদা, স্বচক্ষে দেখিব—
কোথা হ'তে কি ঘটনা হ'লো! [প্রস্থান।

ভীম। নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস মায়াবীর মায়া! ভীমের এই ভীম গদা যে কোন মায়াবীর দর্প চূর্ণ কর্‌বে। এস অশ্বরক্ষক!

[প্রস্থান।

১ম অশ্বরক্ষক। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবো বটে, কিন্তু বাবা, এ দেশের ঘোড়াখেকো পাথরে কিছুতেই পা দেবো না। হায় হায়, পা দুটো মাথায় ক'রেই বা নিয়ে যাই কিরূপে? এ দেশ থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

[প্রস্থান।

দাণ্ডাগুলিহস্তে দ্রুতপদে তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। সেই মনমজানো কেলে ছোঁড়া নন্দদুলাল, খেল্‌তে খেল্‌তে আমায় কোথায় ভুলিয়ে আন্‌লে! ছোঁড়াটা কি ভেল্‌কি জানে? সঙ্গে সঙ্গে যেন বাতাসে উড়িয়ে আন্‌লে। কোথায় এলাম, কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। এ স্থানটাও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ছুটে আস্‌তে আস্‌তে নন্দদুলাল কোথায় লুকালো?

নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দদুলাল। আমি তোমার সঙ্গে খেলায় হেরে, লজ্জায় পালিয়ে আস্‌ছি। তুমিই আমার পিছু পিছু তাড়া ক'রে ধর্‌তে এলে। এখন দোষ হ'লো আমার?

তাম্রধ্বজ। আমি তোমায় তিলেক সময় না দেখ্‌লে, দশ দিক যেন শূন্য মনে করি। তোমার সুন্দর পা দুখানি আর চাঁদমুখখানি, আমাকে যেন দিনরাত মাতিয়ে রেখেছে। ঐ যে দূরে ঋষি-আশ্রম দেখা যাচ্ছে, ওইখানেই কি তোমার ঘর? তুমি কি এতদূর থেকে যখন তখন আমার সঙ্গে খেল্‌তে যাও? তুমি কি এতই খেলা ভালবাস?

নন্দদুলাল। আমি যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার ঘর। বাস্তবিক আমি খেলা বড় ভালবাসি। আমরা যে খেল্‌তে এসেছি ভাই! খেলা ভাঙ্গলেই সব ফুরালো! যতক্ষণ খেলা, ততক্ষণই আমি! এই খেলার হারজিতের স্মৃতি নিয়েই, আমরা নূতন নূতন খেলোয়াড় হ'য়ে খেল্‌তে আসি।

তাম্রধ্বজ। তোমার বাপ মা কোথায় থাকেন?

নন্দদুলাল। আমার অনেক বাপ—অনেক মা—অনেক ভাই, দাদা—অনেক সখা আছে।

তাম্রধ্বজ। অনেক বাবা, অনেক মার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

নন্দদুলাল। আকাশে একটী সূর্য্য একটী চন্দ্র দেখে পৃথিবীর সকলেই ভাবে, আমার সূর্য্য আমার চন্দ্র। সকলের সমান অধিকার—সমান ভালবাসা।

তাম্রধ্বজ। কারে তুমি বেশী ভালবাস?

নন্দদুলাল। তোমার মত মধুরভাবে যে আমায় ভালবাসে।

তাম্রধ্বজ। তাই বুঝি কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে পথ ভেঙ্গে আমায় এখানে ছুটিয়ে আন্‌লে? তোমায় ধর্‌বো ব'লে কত কষ্ট ক'রে কেঁদে কেঁদে ছুটে আস্‌ছি। তোমায় দেখেই সকল কষ্ট ভুলে গেছি।

নন্দদুলাল। আর তোমায় কষ্ট দেবো না। এবার এই দাণ্ডাগুলি নিয়ে আর ছেলেখেলা করবো না। এবার তুমি প্রকৃত সংসারখেলা খেল্‌তে শেখ।

তাম্রধ্বজ। কিরূপে সংসার-খেলা খেল্‌তে হয়?

নন্দদুলাল। তোমার বাপের কাছে গীতা, ভাগবত পড়্‌ছো—শুন্‌ছো, এখনও সংসার-খেলাটা কি, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? এই দাণ্ডাগুলি খেলায় যেমন তুমি এক পক্ষ আর আমি এক পক্ষ, সংসার-খেলায়

সেইরূপ, ধর্ম্ম এক পক্ষে, আর অধর্ম্ম এক পক্ষে। ধর্ম্মপক্ষের নেতা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ, আর অধর্ম্মপক্ষের নেতা কলি। দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা কলির শিষ্য, আর পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য। এই যুদ্ধ চিরদিনই চ'লে আস্‌ছে। কালচক্রে কখন ধর্ম্মের জয়, কখন আবার অধর্ম্মের জয়।

তাম্রধ্বজ। ওকি ভাই! ঐ পর্ব্বতের পাশে কোন্ রাজার সৈন্যেরা ভয়ে চীৎকার ক'রে ছুটে পালাচ্ছে?

নন্দদুলাল। গীতা, ভাগবতে যে পাণ্ডবদের কথা শুনেছ, সেই পাণ্ডবদেরই সৈন্যসামন্ত ঐ পর্ব্বতে দেখা যাচ্ছে।

তাম্রধ্বজ। পাণ্ডবরা কি তবে এ দেশ জয় করতে আস্‌ছে?

নন্দদুলাল। তোমাকে এক অপূর্ব্ব ঘটনা দেখাতেই এখানে এনেছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেছেন। সেই যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষা করতে, মহাবীর ভীমার্জ্জুন সসৈন্যে এসেছেন। একটা অপূর্ব্ব পাথর, সেই ঘোড়ার চারটে পা গিলে ফেলেছে। সেই জন্যই পাণ্ডবসৈন্যেরা ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

তাম্রধ্বজ। কি আশ্চর্য্য কথা! পাথরে ঘোড়া গিলে খায়!

নন্দদুলাল। তাম্রধ্বজ! এবার তুমি আমার মনের মত হয়েছ। আজ তোমাকে এক মধুর লীলাখেলা দেখাবো। তোমার দ্বারা এক মধুর অশ্বমেধ-যজ্ঞ করাবো—কৌশলে তোমাকে ভীমার্জ্জুনেরও বড় করবো।

তাম্রধ্বজ। তুমি আর আমি যেমন ছেলেমানুষ, তেমন ছেলে মানুষ অত সৈন্য পাবো কোথায়?

নন্দদুলাল। তাম্রধ্বজ! আমি যে ভক্তের ভাবে বাঁধা। সেই জন্যই তো তোমার সঙ্গে আমি খেল্‌তে এসেছি। ঐ দেখ, আমাদের ছেলে-খেলা-অশ্বমেধের ছেলেমানুষ সৈন্য। সাহসে বুক বেঁধে সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মায়াবালকগণের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

হরে মুরারে—হরে মুরারে।
দুষ্টদমনকারী কৃষ্ণগুণ গাও রে।
অসি, ধনু ধরি, বল জয় হরি,
দেবারি সংহারি চৌদিকে ধাও রে।
মুণ্ডমালা গলে পরি কৃষ্ণ হবে কালী,
পাষণ্ডের মুণ্ড কেটে রক্ত দেবো ঢালি,
দুষ্টে দণ্ড দানে, সাধু পরিত্রাণে,
পরহিত সাধনে পরাণ মাতাও রে।
পাপ পুণ্য সঁপে দাও শ্রীকৃষ্ণের চরণে,
বীর ব্রতে ব্রতী হও মায়া মোহ বর্জ্জনে,
জয় জয় কালী, জয় বনমালী,
দশের সেবায় ভাই, স্বার্থ বলি দাও রে।

তাম্রধ্বজ। একি! সত্য সত্যই যে সহস্র সহস্র বালক-সৈন্য বীর-সাজে সেজেছে,—গা দিয়ে যেন বীরত্বের আগুন ফুটে বেরুচ্ছে! তাই তো, মায়াবী নন্দদুলাল কে? আবার আমায় কাঁদিয়ে কোথা লুকালো? নন্দদুলাল! তুমি মরতে বল্‌লে মর্‌বো—যা বল্‌বে তাই কর্‌বো। তুমি ছাড়া আর আমার কিছুই নাই। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

উন্মত্তবৎ অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ইন্দ্রজাল পেতেছে মায়াবী,
কি ভীষণ অলৌকিক মায়া-অভিনয়!

অশ্বের অর্দ্ধেক দেহ আবদ্ধ পাষাণে,
স্বচক্ষে দেখেছি তবু না হয় বিশ্বাস।
শত শত বজ্রভেদী বাণে
সে পাষাণ নারিনু ভাঙ্গিতে,—
শত মত্ত হস্তীবলে আর্য্য বৃকোদর
টলাতে নারিল সেই শিলা।
কোন মায়াধর যেন শিলা রূপ ধরি,
অস্ত্র শস্ত্র গ্রাসিল মায়ায়!
কি করি—কোথায় যাই—
করি কি উপায়?
হারায়ে যজ্ঞীয় অশ্ব, এই পাপ মুখ
কেমনে দেখাবো হায় আর্য্য ধর্ম্মরাজে!

ভীমের পুনঃ প্রবেশ।

ভীম। অর্জ্জুন রে—অর্জ্জুন রে!
একি হ'লো বিষম বিভ্রাট?
কাপুরুষ হীনবীর্য্য হ'লাম আমরা!
হস্তী অশ্ব রথ সনে, মহারথীগণে
যে গদায় পিণ্ডাকার করেছি সমরে,
ভীমের সে গদা আজ হতদর্প হ'লো!
ঘৃণিত লাঞ্ছিত প্রাণ না রাখিব আর,
জীর্ণ অকর্ম্মণ্য গদা না ধরিব করে।

অর্জ্জুন। ওকি! মেঘের অন্তরালে কৃষ্ণবর্ণ বিকট মূর্ত্তি এক পুরুষ প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে নয়?

ভীম। তবে কি পাপাত্মা দুর্য্যোধনেরই প্রেতাত্মা ? কোন্ দুষ্ট মায়াবীর এত দুঃসাহস !

অর্জ্জুন। দেখুন—দেখুন দাদা! শূন্যে কি ভীষণ দৃশ্য! যেন যুগান্তকালীন প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত! এক সঙ্গে যেন সহস্র সহস্র উল্কাপাত! আকাশে ভীষণ শব্দতরঙ্গ। গিরি, বন, সসাগরা ধরা যেন সেই শব্দে ঘন ঘন কেঁপে উঠ্ছে!

ভীম। নিশ্চয়ই কোনও মায়াবী রাক্ষস মায়াবলে শূন্যে থেকে, আমাদের চোখে ধাঁদা লাগিয়ে দিয়েছে। ঐ—ঐ—এবার সেই ধূর্ত্ত মায়াবীর মূর্ত্তি স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুই আবার গাণ্ডীব ধর্—আমিও কালান্তক ভীম গদা ধরি। অগ্রে ঐ মায়াবীর দর্প চূর্ণ করি, তারপর যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার!

[বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন। দেখি দেখি গুপ্তভাবে কোন্ দুষ্টাশয়
এ অরণ্যে খেলে মায়াখেলা!
জলে স্থলে শূন্যদেশে যেখানে লুকাবে,
পাণ্ডবের ক্রোধানল পশিবে সেখানে,—
ভস্ম হবে পতঙ্গের মত।

[বেগে প্রস্থান।

সহসা বাক্যপঞ্চাননের প্রবেশ।

বাক্যপঞ্চানন। মেঘের কোলে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়ে ভীমার্জ্জুনের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছি। ধূর্ত্ত অর্জ্জুন গাণ্ডীবে মায়াবিদারক ভীষণ বাণ জুড়্‌ছে দেখে, আমিও আবার মায়াবলে এই বাক্যপঞ্চানন বেশে এসেছি। একটা প্রকাণ্ড পাথর যজ্ঞের ঘোড়াটাকে গ্রাস করায়, এ

সময় আমারও কার্য্যের বেশ সুবিধা হয়েছে। আমার চিরশত্রু পাণ্ডবদের অশ্বমেধ-যজ্ঞ কিছুতেই পূর্ণ হ'তে দেবো না। আবার সেই মায়া-আগুন জ্বাল্‌বো। আবার অর্দ্ধনরাকার পশুগণের সাহায্যে ভীমার্জ্জুনের মাথা ঘুরিয়ে দেবো। দেখি—দেখি, পাণ্ডবেরা কিরূপে কলির মায়াজাল ছিন্ন করে! লোভের কুহকে সংসারকে বিলাসে মাতিয়ে রাখ্‌বো—জ্ঞান, ভক্তির পথে কাঁটা দেবো—ঐহিকের আপাত মধুর সুখ দেখিয়ে, পরকালের পথ অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখ্‌বো।

[প্রস্থান।

চঞ্চলভাবে অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।

অর্জ্জুন। শূন্য হ'তে ঠিক যেন এই দিকে এলো,
কোথা গেল সে ধূর্ত্ত মায়াবী!
এই আলো—এই অন্ধকার,—
নানারূপে ছায়াবাজী দেখায় কে যেন!
ওকি! নয়ন ধাঁধিয়া ঘন চপলা চমকে,—
শত বিদ্যুতের শিখা এক সঙ্গে মিশি,
আকাশে প্রকাশে অগ্নি সহ জ্বালামালা!
অগ্নিশিখা লক্ লক্ রসনা বিস্তারি,
ঊর্দ্ধে উঠে চারি পাশে ঘুরে চক্রাকারে!
অলৌকিক দিব্য বাণ জুড়িনু গাণ্ডীবে,
কি যেন কি মায়াবলে ব্যর্থ হ'লো সব!
ধরি ধরি করি দুষ্টে নারিনু ধরিতে,
কোথা হ'তে কি যেন কি হয়!

পশুগণ। [নেপথ্যে] হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অর্জ্জুন : ঘৃণিত বিকট হাস্যধ্বনি,
কর্ণে যেন বিষ ঢেলে দেয় ।
অর্দ্ধ পশু—অর্দ্ধ নরাকার,
কি বীভৎস মূর্ত্তি দেখা যায় !

নৃত্য করিতে করিতে অর্দ্ধ নর-নারীমূর্ত্তিতে
পশুগণের প্রবেশ ।

পশুগণ ।—

গীত ।

অবাক হ'য়ে দেখ্ছ কিহে বল ধনঞ্জয়,
এ মায়ার অন্ত বোঝা তোমার সাধ্য নয়,—
সুখী হবে যদি তবে বল কালীর জয় ।
যদি প্রাণখোলা প্রেম চাও,
কৃষ্ণনাম ছেড়ে দিয়ে কলির গুণ গাও,
রঙ্গরসে মজিয়ে দেবো এস রসময়,—
কৃষ্ণ তোমার রসিক বটে, (কিন্তু) কলির মত নয়
আছে পাঁচটী আনন্দ,
কোন্ আনন্দ চাও বল চাঁদ, একটাও নয় মন্দ,
রমণী আনন্দ-খনি তার সঙ্গেই রয়,—
ঐহিকের সুখ ছেড়ে কেন পরকালের ভয় ।

সহসা প্রস্থান

অর্জ্জুন এতক্ষণে বুঝিলাম পাপময় কলি,
ছলনায় পাতিয়াছে এই মায়া-ফাঁদ ।

কলিদর্পহারী কৃষ্ণ যে পার্থের সখা,
সে পার্থে ভুলাবে কলি, এত স্পর্দ্ধা তার !
শ্রীকৃষ্ণচরণ স্মরি এই মায়া-বাণে,
ধর্ম্মদ্বেষী কলিরাজে করিব শাসন ।

[সক্রোধে গমনোদ্যত ।]

সহসা তাম্রধ্বজের প্রবেশ ।

তাম্রধ্বজ । ক্ষান্ত হও বীরেন্দ্র অর্জ্জুন ! বাহুবলে কলির শাসন কর্‌তে পার্‌বে না । [বাধা দিয়া দণ্ডায়মান]

অর্জ্জুন । একি ! কে তুমি সাহসী বালক ? ক্রোধোন্মত্ত অর্জ্জুনকে এ সময় গমনে বাধা দিতে তুমি বিন্দুমাত্র ভীত হ'লে না ?

তাম্রধ্বজ । এই ঋষি-আশ্রমের এক্‌খানা পাথর তোমাদের ঘোড়া গিলে খেয়েছে, মায়াবীর মায়ায় তোমাদেরও এখন মাথা ঘুরে গেছে । এ অবস্থায়, তোমাদেরই ভয় পাবার কথা ! আমার ভয় পাবার তো কোন কারণ নাই !

অর্জ্জুন । [স্বগত] এই অপূর্ব্ব তেজস্বী বালক কে ? বিস্ময়ের উপর আর এক নূতন বিস্ময় উৎপাদন কর্‌ছে ! [প্রকাশ্যে] নির্ভীক বালক ! তোমার মধুর আকার প্রকার—হাব ভাব—সাহসপূর্ণ সুমিষ্ট কথা, আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছে । তোমার পরিচয় দিতে কোন আপত্তি আছে কি ? এই অরণ্যে যে সকল আশ্চর্য্য মায়া অভিনয় দেখ্‌ছি, তার সঙ্গেই বা তোমার সম্বন্ধ কি ?

তাম্রধ্বজ । শুনেছি, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মজিয়েছে । নন্দদুলাল নামে এতটুকু একটী কালো ছোড়াও আমাকে সেইরূপ মজিয়েছে ! উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে একমাত্র আমি তারই বাধ্য ! তারে জিজ্ঞাসা না

ক'রে, এখন তোমায় আমার পরিচয় দিতে পারি না। আমার কথামত যদি তুমি এক কাজ করতে পার, তা হ'লে ভীষণ পাষাণের গ্রাস হ'তে তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া উদ্ধার হ'তে পারে। আগে প্রতিজ্ঞা কর, আমায় পুরস্কার দেবে ?

অর্জ্জুন। [স্বগত] বালকের কথায় ক্রমেই আমি বিস্ময়ে চমকিত হচ্ছি! ছেলেটীকে ঋষিকুমার ব'লেও মনে হয় না; বেশভূষা আর অকুতোসাহস দেখে, কোন সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়কুমার ব'লেই অনুমান হয়। অথবা এই বালক, সেই ভীষণ মায়াবীর প্রেরিত না কি ?

তাম্রধ্বজ। মনে মনে ভাব্‌ছো কি ? শত শত ভীমার্জ্জুনের বাহুবল একত্র হ'লেও সেই পাথরের মুখ থেকে ঘোড়াটাকে বাঁচাতে পার্‌বে না; তবে একটী মাত্র উপায় আছে।

অর্জ্জুন। অপূর্ব্ব বালক! তোমার কথামত আমাদের যজ্ঞের ঘোড়া উদ্ধার হ'লে, তুমি কি পুরস্কার চাও ?

তাম্রধ্বজ। আমার ইচ্ছামত তোমাদের একটা ঘোড়া আমায় দিতে হবে। সেই ঘোড়াটা নিয়ে, আমার নন্দদুলালের সঙ্গে এক নূতন খেলা খেল্‌বো।

অর্জ্জুন। আচ্ছা প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, তোমার অভিমত একটা ঘোড়া তোমায় খেল্‌তে দেবো।

তাম্রধ্বজ। নিকটে ঐ মহর্ষি সৌভরির আশ্রম দেখা যাচ্ছে! তুমি আমার সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। এই অপূর্ব্ব বালকের সঙ্গে না গিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। দেখি, ভীষণ মায়াখেলার পরিণাম কি !

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

চক্রী তোমার চাল বোঝে কার্ বাপে,
উচিত মত দিচ্ছ সাজা, যার যা মনের পাপে।
তুমি পাকা খেলোয়াড়, ভেল্‌কি খেলে তোমার হাড়,
সবলে মাত ক'রে দাও বোড়ের কিস্তী টিপে।
মিছে মানুষ লাফিয়ে বেড়ায়, দেমাক ভরে মাটী কাঁপায়,
যে জলে দেশ ভেসে যায় সে জল শুকায় তাপে,
জোয়ারের পর হ'চ্ছে ভাটা, হরি তোমার দাপে।

[প্রস্থান।

নৈপথ্যে মায়াবালকগণ।

মায়াবালকগণ। জয় নর-নারায়ণ অর্জ্জুনের জয়!

চঞ্চলভাবে অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।

অর্জ্জুন। এরূপ অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক ঘটনা জীবনে কখন দেখি নাই —শুনি নাই! সেই অপূর্ব্ব বালকের সঙ্গে, সবিস্ময়ে মহর্ষি সৌভরির আশ্রমে উপস্থিত হ'লাম। মহর্ষির কথামত সেই অপরূপ প্রস্তরে আমি পদার্পণ করবামাত্র, সেই প্রস্তর সহসা ভুবনমোহিনী ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করলে! সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যজ্ঞীয় অশ্বও সেই প্রস্তরগ্রাস হ'তে মুক্তি-লাভ করলে। শূন্য হ'তে শত শত কণ্ঠে, জয় নর-নারায়ণ অর্জ্জুনের জয় শব্দ সানন্দে উচ্চারিত হ'লো! সেই ঋষিপত্নীও সাশ্রুনয়নে আমার পদ-ধারণে উদ্যতা হ'লো। স্বকর্ণে নিজের প্রশংসাবাদ শুনে, লজ্জায় এদিকে

পালিয়ে এলাম। ওকি! সেই ভুবনমোহিনী ঋষিপত্নী কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদতে কাঁদতে এই দিকে আবার আমার নিকটেই আসছে যে! শত শত দিব্যমূর্ত্তি বালক, সেই সঙ্গে সুমধুর গান করছে।

গীতকণ্ঠে মায়াবালকগণ ও চণ্ডিকার প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্জ্জুন। জাগিল আবার সেই পুরাতন স্মৃতি:
আমি যেন রথী হ'য়ে সেই কুরুগণে,
শ্রীকৃষ্ণ সারথিমুখে শুনি সেই গীতা।

মায়াবালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ ;
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥

অর্জ্জুন। বিস্ময়ে আনন্দে আজ আত্মহারা আমি।
সেই গীতা—
যে গীতার প্রতি-শ্লোকে অক্ষরে অক্ষরে
সুধা সম দুগ্ধধারা অবিরাম ক্ষরে,—

যে গীতা কুরু-সমরে হতাশ অর্জ্জুনে
নবশক্তি করেছিল দান,—
যে গীতার তিন ধারা ছুটি তিন পথে,
যুক্ত মুক্ত দুই বেণী দিয়েছে দেখায়ে,—
বেণীমাধবের সেই বীণার ঝঙ্কার
যে গীতার বর্ণে বর্ণে নাচে,—
সে গীতার সেই সুরে সে মধুর তালে,
বালকেরা সেই গান গায় ভক্তিভরে!
সুধা বরিষণ করে শ্রবণবিবরে।

চণ্ডিকা। হে ভাগ্যবান কুন্তীনন্দন নরনারায়ণ অর্জ্জুন! এই পতিতা হতভাগিনীকে উদ্ধার ক'রে পালিয়ে যেও না। দয়া ক'রে একটু দাঁড়াও, প্রেমাশ্রু পায়ে ঢাল্‌বো—এই কেশরাশিতে পা মুছিয়ে দেবো—প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পূর্ব্বকৃত পাপক্ষয় কর্‌বো।

অর্জ্জুন। দেবি! দেবি! দাসকে আর অধিক লজ্জা দেবেন না—ক্ষমা করবেন। আকার প্রকারে দেখ্‌ছি, আপনি পরম পূজ্যা ঋষিপত্নী;—আমি ক্ষত্রিয়সন্তান। কোনরূপ দৈব ঘটনায় আপনি পাষাণী মূর্ত্তি ত্যাগ ক'রে আবার মানবীরূপ ধরেছেন। ব্রাহ্মণকন্যা হ'য়ে এই ক্ষত্রিয় সন্তানের পদস্পর্শ কর্‌লে, শাস্ত্র আর সমাজের বিরুদ্ধাচারী পাপী হ'তে হবে। পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করতে, ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণের প্রবৃত্তি হবে না। শাস্ত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব আমাদের পবিত্র বংশপ্রতিষ্ঠাতা। পবিত্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ, পরাশরের পবিত্র রক্ত, পাণ্ডুবংশের প্রত্যেক ধমনীতে বর্ত্তমান। ক্ষমা করুন, আমি কিছুতেই ব্রাহ্মণগৌরব নষ্ট করবো না।

চণ্ডিকা। আমার পতিদেবতার মুখে পূর্ব্বে শুনেছি, তুমি নর-নারায়ণ! ভূভারহরণ, আর এ পাপিনীর উদ্ধার জন্যই তুমি মায়ায়

ধরায় অবতীর্ণ। আমি উদ্দালক ঋষিপত্নী চণ্ডিকা। কোপন স্বভাব-দোষে পতিশাপে পাষাণী হ'য়ে এতদিন নিদারুণ জ্বালা ভোগ কর্‌ছিলাম। ছলনায় তোমাদের অশ্ব গ্রাস করেছিলাম। রামপদরেণুতে পাষাণী অহল্যা উদ্ধারের ন্যায়, তোমার পবিত্র পদস্পর্শে আমার উদ্ধার হ'লো। ধন্য তুমি কৃষ্ণসখা! চলুন—চলুন, দয়া ক'রে আমার স্বামীর আশ্রমে চলুন।

অর্জ্জুন। দেবি! দেবি! আপনার কথা শুনে আমি প্রেমানন্দে রোমাঞ্চিত। সেই মায়াময় শ্রীকৃষ্ণকেই ধন্যবাদ দাও।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

চল চল চল নরনারায়ণ পতিতপাবন পার্থ হে!
কি দিয়ে পূজিব, কি ব'লে তুষিব, কি বুঝিব তব মহিমা হে!
প্রেম বিলাইতে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে,
এলে ধরাতলে প্রেম-প্রসঙ্গে,
অভেদ হইয়া শ্রীনাথ শ্রীসঙ্গে, কত লীলাখেলা খেল হে!
গীতা ভাগবতে তোমারই গান,
বাড়ালে জগতে ভারতমান,
সংসারসন্তপ্তে করিতে ত্রাণ, আদর্শ চরিত্র হ'লে হে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্যামসুন্দরের মন্দির।

ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে, হিংস্রক জন্তু আর নররূপী পশুগণের উৎসাহ, আনন্দ বাড়্‌লো। রজনি! কে বলে তুমি আরামদায়িনী শান্তিময়ী? তোমার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে, কত পাষণ্ড কতরূপ পাপ প্রসঙ্গে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছে। লম্পটগণ অবলা সরলা কুলকামিনীর সতীত্বনাশের সুযোগ খুঁজ্‌ছে। তস্কর দস্যুদল এই অন্ধকারেই ধনীর বুকের রক্ত শোষণের চেষ্টা কর্‌ছে। কত কুটীল কল্পনা, কত ভীষণ ষড়যন্ত্র, কত নিষ্ঠুরতা, এই অন্ধকারের গর্ভে উৎপন্ন হ'চ্ছে। আজ কৃষ্ণা একাদশীর এই অন্ধকারময়ী রাত্রি আমার চোখে যে কিরূপ ভয়ঙ্করী, তা বল্‌তে পার্‌ছি না। ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ সকল ঘটনা জেনেও সপরিবারে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত। পাপিয়সী ধাত্রী আহ্লাদী আর বিশ্বাসঘাতক তেজচন্দ্র, সমরসিংহ যে গোপনে কি সর্ব্বনাশ কর্‌ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! কই, গোবিন্দরামও এখনও এলো না!

গোবিন্দরামের প্রবেশ।

গোবিন্দরাম। বাবা ঠাকুর—বাবা ঠাকুর! মহারাজ এখনও সতর্ক না হ'লে, আর আমাদের রক্ষার, কোন উপায় নাই। নাগা-সৈন্যগণ সশস্ত্রে পূর্ব্বদিকের অরণ্যে অবস্থান কর্‌ছে। এই রাত্রেই তারা গোপনে সহসা পুরী আক্রমণ কর্‌বে।

ভোলানাথ। আমাদের রাজপক্ষীয় সৈন্যসংখ্যা কত ?

গোবিন্দরাম। সংখ্যায় অল্প হ'লেও ভয় করতাম না, যদি এখনও মহারাজের অনুমতি পাই। ওকি ! আহ্লাদী ওরূপ ভয়ে ভয়ে আসে কেন ?

কিয়ৎদূরে আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। [স্বগত] পোড়ারমুখো বামুন ভোলানাথ শর্ম্মা আর অন্তঃপুর-প্রহরী গোবিন্দরামের চোখে ধূলো দিয়ে কোন কাজটী কর্‌বার উপায় নাই। যেখানেই যাই, দুই মুখপোড়ায় গুজ-গুজ ফুস্-ফুস্ হ'চ্ছে দেখ্‌তে পাই। আমিও আহ্লাদী—ছেলে বেলা হ'তেই কড়ে রাঁড়ি। অমন কত ধূর্ত্ত বামুনের টিকি ধ'রে চিবিয়েছি। মা কালী আজ রাত্রে যদি মুখ রাখেন, সকল বেটাকেই তারে নাচাবো। এখন আর ওদিকে যাবো না, এদিক দিয়ে স'রে পড়ি।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। ঐ দেখ, দুশ্চারিনী আহ্লাদী আমাদের দেখেই সন্তর্পণে স'রে গেল। তার হাবভাব দেখে বড়ই সন্দেহ হ'চ্ছে! নিশ্চয়ই একটা ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে।

গোবিন্দরাম। আচ্ছা আপনি কৌশলে রাজপুরীর মধ্যেই ঘুরে দেখুন গে। আমিও আমাদের এক বীর সর্দ্দারের নিকট যাই। রাজ-অন্নপুষ্ট গোবিন্দরাম! আজ তোমার উপযুক্ত পরীক্ষার দিন।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। হরিই তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আমিও রাজপুরীর ভিতরের ব্যাপার বুঝে আসি। ঐ যে একাদশীর উপবাস উপলক্ষে নগরবাসিগণের সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে মহারাজ মহারাণী এই শ্যামসুন্দরের মন্দিরে নির্ব্বিকারচিত্তে আস্‌ছেন। মহারাজ,

হরিনামে উন্মত্ত,—ভিতর ভিতর ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিষয় জেনেও নিশ্চিন্ত। দেখি, ধর্ম্মপথে নির্ম্মল সরলতা দেখালে পরিণাম ফল কি হয়!

[প্রস্থান।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শিখিধ্বজ, কুমুদ্বতী ও বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

বৃথা ভবে এসে কর্‌লি কিরে ভাই।
কি সম্বল তোর সঙ্গে যাবে, বল্ না শুনি তাই॥
বিবেক কাজল চোখে প'রে, সবে সমদৃষ্টি ক'রে,
(মান অভিমান ছেড়ে রে) (হরিপ্রেমে মাতো রে)
রসনায় ঘোষণা কর্, এক হরি বই নাই—হরি আছেন সর্ব্ব ঠাঁই।
অবিদ্যার অন্ধকারে, হরিকে রেখেছ দূরে,
(দেখেও দেখ্‌তে পাচ্ছ না রে) (ধ্যানে হৃদে দেখ্ রে)
প্রেমের আলো জ্বেলে দেখ্ যদি তারে চাই—
হরি জীবের প্রাণের ভিতর ভাই॥

শিখিধ্বজ। সব ভুলে গেছি—সব ভুলে গেছি। আজ আমার রত্নাবতীপুরী পবিত্র। আমার হরিবাসরে পুরবাসিগণ সানন্দে যোগ দিয়েছে। সকলেই নিরম্বু উপবাসী—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত। প্রিয়ে—প্রিয়ে! এমন পবিত্র আনন্দের সময়েও তোমার এরূপ বিষণ্ণ ভাব দেখ্‌ছি কেন? যে তুমি হরিনাম শুন্‌লে প্রাণাধিক তাম্রধ্বজকেও ভুলে যাও, সেই তোমার আজ এরূপ বিকার—বিষাদ কেন? ঐ শোন, চতুর্দ্দিকেই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন! প্রাণ মাতিয়ে দিচ্ছে—সংসার ভুলিয়ে দিচ্ছে!

কুমুদ্বতী। নাথ! হরিচরণ ধ্যান করতে যাই, কি যেন হারাই

হারাই মনে হয়। প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠে! কেন যে আজ মনের ভাব এরূপ হ'চ্ছে, কিছুই বুঝ্তে পার্ছি না। কমলাও মনের দুঃখে আমাদের সঙ্গে এলো না। তাম্রধ্বজকে কোলে ক'রে, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে মনে মনে ডাক্‌ছে।

শিখিধ্বজ। তুচ্ছ মায়া! তুচ্ছ জীবন! ভয় ভাবনা দূর কর। সকল ভুলে আজ কেবল হরিনাম কর। আজ উপবাস—শুষ্ক এ দেহ যেন আগুনে পুড়ে নূতন হ'য়ে গেছে—অহমিকা-কুটীলতা দূর হ'য়ে গেছে। সত্বগুণের এক মধুর উজ্জ্বল জ্যোতি দেখ্তে পাচ্ছি। সেই আলোয় সেই কল্পনার মধুর যুগলরূপ হেসে হেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এখনও স্থির ভাবে হৃদ্-পদ্মে বসিয়ে পূজা কর্তে পার্ছি না! ধন্য একাদশী-মাহাত্ম্য! প্রিয়ে—প্রিয়ে! শ্যামসুন্দরের পবিত্র শিলামূর্ত্তির সম্মুখে বীণার ঝঙ্কারে হরিগুণ গাও,—মনের সকল ময়লা দূর হ'য়ে যাবে।

কুমুদ্বতী।—

গীত।

হরি পদারবিন্দ ভজ।
হরি অজর অমর অজ।
উলঙ্গ সরল শিশুবেশে এলে,
সে প্রাণে দিও না কালকূট ঢেলে,
ভুলো না ভুলো না এ মায়ার ছলে, হরি প্রেমানন্দে মজ॥
হরিপাদপদ্ম ভুলে কোথা যাও,
নিত্য প্রেম-মধুপান যদি চাও, (মন ভৃঙ্গ রে)
গন্ধে অন্ধ হ'য়ে মেখো না নয়নে বিষয়-কেতকী-রজ॥

শিখিধ্বজ। ভাগ্যবতী রাণী! তোমার মত হরিপরায়ণা সঙ্গীত রসময়ী স্ত্রীরত্নলাভ নিশ্চয়ই আমার পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফল।

কুমুদ্বতী। মহারাজ! এ দাসীর যত কিছু গুণ, ঐ অভয় চরণ-কৃপায়। সৎপতির সঙ্গগুণেই নারী সতীসাধ্বী—ভক্তিপরায়ণা হয়। পরম গুরুরূপে প্রভুই তো এ দাসীকে দীক্ষা শিক্ষা দিয়েছেন!

শিখিধ্বজ। প্রাণ পরিতৃপ্ত হ'চ্ছে না! আবার গাও—আবার গাও!

কুমুদ্বতী।—

গীত।

এখন আছে কি সে কথা মনে,
যখন মায়ের পেটে উর্দ্ধপদে ছিলি রে নাড়ীর বন্ধনে।
সেই নরকে কীট কামড়ে শত জন্মের জ্বালার কথা,
উটের মত শমী-কাঁটা, চিবিয়ে খেয়ে ভুল্‌লি ব্যথা,
সেই জ্বালার ওষুধ হরিকথা ঢেলে দে রে শ্রবণে।
যখন জরা এসে বস্‌বে দেহে, শ্বাসে কাশে ধর্‌বে গলা,
তখন অন্ধকার দেখ্‌বি রে সকল, হবে না তো হরি বলা,
ভবপারের ভেলা, ধর্ এই বেলা, শ্রীহরির শ্রীচরণে।

শিখিধ্বজ। এমন সুধা থাক্‌তে, দাদা কেন যে কৃত্রিম আনন্দ-সুধা পান করেন, তা বল্‌তে পারি না। রাণি! ধন্য তোমার নারীজন্ম! তুমি পুরুষ প্রকৃতির অতীত এক মধুর যুগল প্রেমের আস্বাদন করেছ। আজ তোমায় ভক্তিরাজ্যের গুরুরূপে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা হয়।

কুমুদ্বতী। নারীর একমাত্র গতি পতিদেবতা। একমাত্র পতির পদপূজা ভিন্ন, নারীজাতির পক্ষে অন্য পূজার অধিকার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। ঐ পাদপদ্ম হৃদয়ে রেখে, হরিরূপে ঐ মূর্ত্তিই পূজা করি। আমরা অবলা স্ত্রীজাতি। পুরুষ আশ্রয়, প্রকৃতি আশ্রিতা; পুরুষ সহস্রশীর্ষ বৃক্ষ, প্রকৃতি কোমলা লতিকা; পুরুষ পূজ্য, প্রকৃতি পূজিকা। ভারতের স্বাভাবিক সাত্ত্বিক জল বায়ু মাটীর গুণে, আমরা স্বভাব হ'তেই প্রাণঢালা

ভালবাসা দিয়ে, পতিপদ পূজা কর্‌তে শিখেছি। ভারতের নারীজাতির এই মধুর স্বাতন্ত্র্য আমাদের অস্থি-মজ্জাগত। জগতে কোন জাতিই আমাদের এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'তে পার্‌বে না।

শিখিধ্বজ। তোমাদের মত ভারতরমণীর গুণের পুরস্কার এই ত্রিতাপতপ্ত ধরায় নাই,—অতি উর্দ্ধে—জোতির্ম্ময়—শান্তিময় পতিলোকে!

কুমুদ্বতী। ঐ চরণে লতিকার ন্যায় জড়িয়ে থেকেই অধিক সুখ! যুগল-মাধুর্য্যরসই প্রেমের পরাকাষ্ঠা!

শিখিধ্বজ। ধন্য, গভীর প্রেমতত্ত্ব শিখেছ!

সহসা ভোলানাথ শর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ।

ভোলানাথ। মহারাজ! মহারাজ! ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত। শীঘ্র সৈন্যগণকে সশস্ত্রে প্রস্তুত হ'তে বলুন। দুর্দ্দান্ত নাগা সৈন্যেরা তেজচন্দ্র আর সমরসিংহের ষড়যন্ত্রে, আজ রাত্রেই রত্নাবতীপুরী আক্রমণ কর্‌বে! উঃ! যারা এরূপ কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক,—রাক্ষস, কৃমী-কীটও তাদের পাপ দেহের মাংস খায় না।

শিখিধ্বজ। প্রিয় বয়স্য! কেন বৃথা ভয় পাও? চিন্তা কি! চিন্তামণি চক্রধারী হরির চক্র শূন্যে অদৃশ্যে ধর্ম্ম আর সাধুরক্ষা কর্‌ছেন। পবিত্র একাদশী দিবসে জীবহিংসা কর্‌বো না ব'লে যে অস্ত্র ত্যাগ করেছি, স্ত্রীপুত্র—প্রাণের মায়ায়—তুচ্ছ রাজ্য রক্ষার জন্য সেই অস্ত্রে নররক্ত মাখাবো—দয়াল হরির অঙ্গে ব্যথা দেবো? পার্‌বো না—আজ কিছুতেই যুদ্ধের অনুমতি দিতে পার্‌বো না।

ভোলানাথ। মহারাজ! ধর্ম্মকর্ম্ম করুন—হরি পূজা করুন, তার সঙ্গে শত্রুশাসনের জন্য সামরিক শক্তিও অটুট রাখুন। আপনার উপাস্য বিষ্ণুই কি দানবদলন জন্য জীবহিংসা করেন নাই?

শিখিধ্বজ। সখা—সখা! ক্ষমা কর। আজ আর এ জিহ্বা হ'তে জীবহিংসার কথা বহির্গত হবে না। আমার প্রবৃত্তি আজ আমায় প্রতি নিবৃত্ত করছে। কর্ম্মে আমি কর্ত্তা, এই ভ্রান্ত জ্ঞানই বিনাশের মূল। যেখানে দম্ভ অহঙ্কার—যেখানে ভয় আর প্রাণের সঙ্কীর্ণতা,—সেখানে মনোময় হরি কখনই থাকেন না। প্রকৃত ভক্ত, অহঙ্কারকে বড়ই ভয় করে। মানুষ কি মানুষের দর্প চূর্ণ করতে পারে?

সহসা ব্রাহ্মণকুমারবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণকুমার। মহারাজ—মহারাজ! আমার প্রাণ যায়, রক্ষা করুন।

শিখিধ্বজ। একি! আপনার কি বিপদ হয়েছে ব্রাহ্মণকুমার? কাতরভাবে এখানে এ সময় ছুটে এলেন কেন?

ব্রাহ্মণকুমার। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার প্রাণ্ বহির্গত হবার উপক্রম হয়েছে। ভ্রমবশে এক ভীষণ অরণ্যে পথহারা হ'য়ে তিন দিন উপবাসী। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনার রাজ্যে প্রবেশ ক'রে শত শত গৃহ পর্য্যটনেও এক মুষ্টি অন্ন পেলাম না। সকলেই একাদশী ব্রতের উল্লেখ ক'রে কিছুই খেতে দিলে না। আমার কাতর রোদনেও কারও দয়া হ'লো না।

শিখিধ্বজ। ঠাকুর? আমারই আদেশে নগরবাসিগণ একাদশী ব্রতে এরূপ একনিষ্ঠ হয়েছে শুনে, বড়ই সুখী হ'লাম। রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এমন কি গো, হস্তী, অশ্বগণও আজ নিরম্বু উপবাসী। আপনিও পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছেন; আপনারাই প্রকৃত বিষ্ণু-উপাসক।

ব্রাহ্মণকুমার। মহারাজ! অগ্রে আত্মরক্ষা, পরে বিষ্ণু-উপাসনা।

শিখিধ্বজ। শাস্ত্রমতে একাদশীর দিন অন্নজল গ্রহণ করলে, সর্ব্ব জীবের আত্মারূপী শ্রীহরির হৃদয়ে বিষাক্ত শেল নিক্ষেপজনিত নিদারুণ ব্যথা দেওয়া হয়। করপুটে সবিনয়ে অনুরোধ করি, অদ্য রাত্রের মত

উপবাস-কষ্ট সহ্য করুন। কল্য দ্বাদশীর পারণায় যে খাদ্য প্রার্থনা করবেন, তাই দেবো।

ব্রাহ্মণকুমার। হায়! আমার ভাগ্যদোষে আপনার মুখেও সেই এক কথা। ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ সময় লৌকিক শাস্ত্রের কঠোর বাক্যে এত অন্ধবিশ্বাস!

শিখিধ্বজ। দাসকে ক্ষমা করবেন। বিষ্ণুর অংশরূপী মহর্ষিগণের শাস্ত্রবাক্যে এরূপ বিশ্বাস, জন্মে জন্মে প্রার্থনা করি। তাঁদের সাত্ত্বিক প্রতিভাপ্রসূত অকাট্য বাক্যের প্রতিবাদ করবার শক্তি কারও নাই।

ব্রাহ্মণকুমার। উঃ! ক্রমেই দেহ অবসন্ন। ক্ষুধা-রাক্ষসীর বিভীষিকা-ময়ী মূর্ত্তি অট্টহাস্যে আমার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করছে। হায়—হায়! আমি চণ্ডালাধমের রাজ্যে অতিথি হ'য়ে এসেছিলাম। কোথা যাই—কোথা যাই,—দশ দিক অন্ধকারময় দেখ্‌ছি!

শিখিধ্বজ। হে নরদেব! এ দাসকে চণ্ডাল বলুন—রাক্ষস, পিশাচ বলুন, কিন্তু পবিত্র একাদশীর দিন ব্রাহ্মণের মুখে অন্নজল দিয়ে, হরিদ্বেষী পাতকী হ'তে পারবো না।

কুমুদ্বতী। ঠাকুর! যদি অনুমতি করেন, স্বহস্তে পদসেবা করছি। সুশীতল বাতাস দিয়ে, আপনার দেহ স্নিগ্ধ করবার চেষ্টা করি। রাত্রি প্রভাত হ'লেই ইচ্ছামত সেবার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

ব্রাহ্মণকুমার। হায়! কোমলা নারীর হৃদয়ও আজ পাষাণ হ'লো! তবে আর কার মুখ চেয়ে জীবনের আশা করি!

ভোলানাথ। আচ্ছা ঠাকুর! তিন দিন উপবাসী আছেন, আর চোখ্, কাণ মুদে এই রাতটা কাটাতে পারবেন না? এ রাজ্যের সকলেই আজ উপবাসী। ভয় কি! উপবাসে ব্রাহ্মণের প্রাণ শীঘ্র যাবে না।

ব্রাহ্মণকুমার। তুমি কে হে বাপু? যার জ্বালা সেই জানে।

ভোলানাথ। [স্বগত] ও বাবা ! বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। দেহের চেয়েও ক্রোধটা ওজনে বেশী। ঠিক যেন সেই তেজচন্দ্রের আনন্দ-কুটীর-প্রহরী ছোঁড়াটার মতই উগ্র স্বভাব।

ব্রাহ্মণকুমার। মহারাজ ! নিতান্তই নিষ্ঠুর হ'লেন ? মুমূর্ষুর মুখে জল দিলে যদি তোমার ধর্ম্মই নষ্ট হয়, তুমি তোমার ধর্ম্ম নিয়েই থাক। তোমারই পুরীর মধ্যে—তোমারই দেবালয়ে—তোমারই সাম্‌নে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ-অতিথি হত্যা হোক্। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে ! মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ছে না ! বড় জ্বালা—বড় পিপাসা—যাই—যাই !

[কম্পিতদেহে প্রস্থান।

শিখিধ্বজ। কি হ'লো,—কি হ'লো, ব্রাহ্মণকুমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে কোথায় ছুটে গেলেন ! ধর—ধর—সকলে পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আন !

গোবিন্দরাম। যাই—যাই,—আমিই ব্রাহ্মণের পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আনি।

[দ্রুত প্রস্থান।

কুমুদ্বতী। কি হ'লো ! দেখে শুনে আমার যে বাক্‌রোধ হ'চ্ছে !

সকাতরে গোবিন্দরামের পুনঃ প্রবেশ।

গোবিন্দরাম। সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে ! ব্রাহ্মণকুমার টল্‌তে টল্‌তে মাটীতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লেন ! দেহ অসাড়—কাঠের মত কঠিন ! জিহ্বা বহির্গত—শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনরূপ ক্রিয়া নাই ; তুলসীমঞ্চের পথে তাঁর মৃতদেহ প'ড়ে আছে।

শিখিধ্বজ। এ্যা ! বলেন কি ! আজ আমি স্বহস্তে অতিথি ব্রাহ্মণহত্যা কর্‌লাম ! আজ আমার একাদশী-ব্রত ব্রহ্মহত্যার দ্বারা উদ্‌যাপন হ'লো !

কুমুদ্বতী। হা নারায়ণ! একি কর্‌লেন! একাদশীর দিন দেবালয়ে ব্রহ্মহত্যা! এই কি আমাদের পুণ্যব্রতের পরিণাম!

শিখিধ্বজ। বয়স্য—বয়স্য! আজ একাদশী ব'লে যেমন যুদ্ধে জীবহিংসা করতে নিষেধ করেছিলাম; তারই পুরস্কার স্বরূপ আমাকেই সর্ব্বাগ্রে সংহার কর। গোবিন্দরাম! গোবিন্দরাম! তোমার সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে শীঘ্র এই ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাপীকে সংহার কর। [রোদন]

কুমুদ্বতী। মধুসূদন! তোমার শমনদমন নাম নিয়ে, আজ পতি-পত্নী একসঙ্গে ব্রহ্মহত্যা কর্‌লাম!

ভোলানাথ। ব্রাহ্মণকুমারের এরূপ আকস্মিক মৃত্যু নিতান্ত দৈবাধীন ঘটনা। আপনাদের দোষ কি? একাদশীর দিন ব্রাহ্মণকে অন্নজল খেতে না দিয়ে, আপনি ধর্ম্ম আর শাস্ত্রেরই মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। এ কার্য্যে কিছুতেই আপনাকে পাপস্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

শিখিধ্বজ। আমি এক পুণ্য কার্য্য কর্‌তে, অন্য এক গুরুতর ভীষণ পাপে লিপ্ত হ'লাম! মৃগয়ায় গিয়ে গোহত্যা ক'রে এসেছি, আজ ব্রহ্মহত্যা ক'রে চতুষ্পাদ পাপ পূর্ণ হ'লো! দাও—শীঘ্র এই পাপাত্মার পাপক্ষয়ের ব্যবস্থা ক'রে দাও! ঐ ব্রাহ্মণকুমারের মৃতদেহের সঙ্গে এক চিতায় দগ্ধ হওয়াই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

কুমুদ্বতী। মহারাজ—মহারাজ! তাই যদি আমাদের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়, এই অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণীকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন; তাম্রধ্বজকে অনাথবন্ধু হরিই রক্ষা করবেন! একটু অপেক্ষা করুন, প্রাণাধিক পুত্রকে জন্মের মত দিদির হাতে সঁপে দিয়ে আসি। একটী-বার তাঁর চাঁদমুখের চুমো খেয়ে আসি। বাছার জীবনের শুভাশুভ শ্যামসুন্দরের পায়ে সঁপে দিয়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে আপনার সঙ্গে মর্‌তে পারবো।

গীত।

নাই আর বাসনা পাপ জীবনে, তুমি কায়া আমি ছায়া মরিব এক মরণে।
সতীর সর্ব্বস্ব স্বামী, প্রাণের দেবতা তুমি, (প্রাণকান্ত হে)
আমার ব'লে আর কিছু নাই, সকলই ও চরণে॥
সকল আশা তেয়াগিয়ে, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে দিয়ে,
(নিরাকুল হ'য়ে গো) (চল হরি ব'লে নিত্যধামে) (ঘুচ্‌বে সকল জ্বালা)
মিছে পুত্র পরিজন, নিশার স্বপন, মায়ার সাজান মেলা,
কে কোথায় যাবে, সন্ধান না পাবে, যেদিন ফুরাবে খেলা,
হরি মাত্র গতি সে আঁধারে,—
চল সঁপে দিয়ে পুত্রধনে, অভয়ের অভয় চরণে।
হাস্‌তে হাস্‌তে চিতানলে দেহ ঢেলে, মিশ্‌বো হরিচরণে॥

ভোলানাথ। মহারাজ! সকল কার্য্যের ভবিতব্যতাই মূল; ভাগ্যে যা ছিল, তাই হয়েছে। এখন শোক পরিত্যাগ ক'রে, মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করুন; দেবালয়ে অধিকক্ষণ শবদেহ প'ড়ে থাকা উচিত নয়।

শিখিধ্বজ। বয়স্য! আর বাধা দিও না! যে অতিথি বিমুখ হ'য়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের সমূহ পুণ্য নিয়ে তার সঞ্চিত পাপসমূহ দিয়ে যায়, আমি সেই উপবাসী ব্রাহ্মণ অতিথিকে সংহার ক'রে আমার আজীবন সঞ্চিত পুণ্য ধ্বংস ক'রে, গুরুতর পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে অবসন্ন। এই কলুষিত দেহ ব্রাহ্মণের চিতানলে দগ্ধ করবো। আবার যদি দুর্ল্লভ মানবদেহ পাই, যেন ভোগবাসনাময় রাজদেহ না পাই! যেন তোমার মত নিষ্কাম নিঃস্বার্থ পরোপকারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ হ'য়ে জন্মাই। আর নয়—আমার পাপদেহের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। স্ত্রী যাক্—পুত্র যাক্, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো! [উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

কুমুদ্বতী। এই হতভাগিনী কুমুদ্বতীর আর অন্য গতি কি আছে? পতিপদ ছেড়ে সতীনারী স্বতন্ত্রা হ'য়ে বাস করবে! স্বামীরও যে গতি, আমার সেই গতি! যাই—একবার জন্মের মত বাছার চাঁদমুখ দেখে, মহারাজের অনুগামিনী হই। না—না—আর প্রাণাধিক তাম্রধ্বজকেও দেখ্‌তে যাবো না। আর সেই মনভুলানো মিষ্টি হাসি দেখে, মায়ার ফাঁসি গলায় প'রবো না। মোহ, মায়া সব দূর হ'য়ে যা—সব দূর হ'য়ে যা! মহারাজ—মহারাজ! একটু দাঁড়িয়ে যান।

[পাগলিনীর ন্যায় প্রস্থান।

গোবিন্দরাম। বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর! কি হ'তে কি হ'লো? বিপদের উপর বিপদ! হায়—হায়, আমাদের অদৃষ্টে এই ছিল? দেখি—দেখি, মহারাজের পায়ে ধ'রে কেঁদে বাধা দিই গে।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। আজ নারায়ণের এ কি কঠোর পরীক্ষা! কি যেন কি মনে হয়! দেখে শুনে বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন ধর্ম্মের সংসারের প্রতিও বিধাতা বাম! দেখি, শেষ পর্য্যন্তই ভগবানের বিচার দেখি। যখন দেখ্‌বো, এ রাজবংশের পতন হ'লো,—তখন গলার এই পৈতে ছিঁড়্‌বো—গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে মদ্যে কোশাকুশি পূর্ণ ক'রে অন্ধ দেবগণের উদ্দেশে তর্পণ ক'রবো—নরমাংসে নৈবেদ্য সাজিয়ে নির্দ্দয় হরির ভোগ দোবো। [প্রস্থান।

নেপথ্যে প্রেমানন্দ।—

গীত।

আলোক আঁধারে এ সংসার-খেলা, কর চতুর হইয়া সাধনা;
বিপদ কেবল সম্পদের মূল, বিপদে কাতর হ'য়ো না॥

সুখে দুখে সদা সমদর্শী হও, বিপদের বেগ বুক পেতে সও,
বিরহ মিলনে অবিকৃত রও, মোহিনী মায়ায় ম'জো না।
কর্ম্মক্ষেত্র ধরা পরীক্ষার স্থল, কর্ম্মেতে দেখাও হৃদয়ের বল,
দেবেন মনোময় হরি মন বুঝে ফল, কিছু প্রার্থনা করিতে হবে না,—
করমের তরে জনম ধারণ, এ মূল মন্ত্র যেন ভুলো না॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশানপার্শ্বস্থ পথ।

উন্মাদিনী কুমুদ্বতীর প্রবেশ।

কুমুদ্বতী। দিয়েছে—দিয়েছে,—ব্রাহ্মণকুমারের শবদেহ সাজান শ্মশানচিতায় তুলে দিয়েছে। মহারাজ সেই চিতায় ঝাঁপ দিতে এসে, উন্মত্তের ন্যায় কোথায় গেলেন! তাঁরে একা মরতে দেবো না,—এক সঙ্গে মর্‌বো। সব ছেড়ে এসেছি—সব ভুলে এসেছি—বুক বেঁধে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। এক চিতায়—এক চিতায় সকল জ্বালা জুড়াবো! কোথা নাথ! কৈ তুমি হৃদয়ের রাজা!

উন্মত্ত শিখিধ্বজের প্রবেশ।

শিখিধ্বজ। কৈ—কৈ—কৈ তুমি জীবনসঙ্গিনি!
যথাকালে যথাস্থানে এসেছি দুজনে।
ঐ দেখ আমাদের পাপ কর্ম্মফলে,
ব্রাহ্মণের মৃত দেহ শায়িত চিতায়।

ঐ দেখ শত তপ্ত লৌহশলা ল'য়ে,
দাঁড়ায়ে ভীষণমূর্ত্তি যমদূতগণ !
চল—চল—হরি হরি বল প্রাণ ভ'রে,
যমের যাতনা ভোগ করিবার আগে,
হরি ব'লে পড়ি চিতানলে।

কুমুদ্বতী। ভুলেছি—ভুলেছি নাথ !
নাড়ীছেঁড়া তাম্রধ্বজ ধনে.
মন থেকে মুছে দিছি স্নেহ-স্মৃতি সনে।
আমি সতী,
পতিপদ একমাত্র গতি,
শত পুত্র, পিতা, মাতা, সব ভুলে যাবো,
পাই যদি ও চরণে স্থান,—
পতিপ্রেমে হরিপ্রেম পাবো।
এস নাথ ! দুটী প্রাণ এক হ'য়ে থাকি,
একই মরণে আজ মরিব দুজন।

শিখিধ্বজ এস এস জীবনতোষিণি!
দেহ গেলে আমাদের এ প্রেম যাবে না।
দেহ নাই—রূপে নাই,
প্রেম আছে শুধু—
প্রাণের ভিতরে মণি মায়া-মেঘে ঢাকা,—
বাঁকা হ'য়ে সে বংশীবাদন,
সে মেঘের মাঝে রাজে।
বামে রমা চপলা কিশোরী,
বিদ্যুৎ হাসিয়া যেন শ্রীঅঙ্গে মিশায়।

ঐরূপে এসো এক হয়ে,
হরি হরি ব'লে ছুটে যাই।

[রাণীসহ যুগলভাবে দ্রুত গমনোদ্যত]

সহসা গীতকণ্ঠে জ্যোতিবালাগণের প্রবেশ।

জ্যোতিবালাগণ।—

গীত।—[নৃত্যসহ]

দেখ্‌লো সই মায়ার আগুন জ্বেলেছে মায়াধারী,
এ আগুনে নাইকো জ্বালা, প্রেমের খেলা,—
শুধুই কালার চাতুরী।
এ আগুনে পুড়্‌তে দেখে কেউ কেঁদে মরে,
যে বুঝেছে তারই চোখে প্রেমাশ্রু ঝরে,
যে পুড়েছে সেই মজেছে, খাঁটি সোনার রূপ ধরি।
কামনার কালো মেঘে এ আগুন ঢাকা,
শীতল প্রেমের জলে এ আগুন ছাঁকা,
এ আগুনে মন পুড়ে যায়, প্রাণ দেখ্‌তে পায় প্রেমপুরী।

[রাজা ও রাণীকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান]

কুমুদ্বতী। দেখুন—দেখুন নাথ!
সহস্র বিদ্যুৎ যেন সুধা-হ্রদে নেয়ে,
আলোর বাতাস হ'য়ে মৃদুমন্দ বয়।
অলৌকিক হেরি এ আগুন!
ধূম নাই—তাপ নাই—না করে দহন,
শীতল জ্বলন্ত জ্যোতিঃ শুধু।
সে জ্যোতিঃতে দেহ লঘু হ'য়ে,
হেথা হ'তে শূন্যে উড়ে যায়।

শিখিধ্বজ। ধাঁধা যেন লাগালে নয়নে !
ঐ দেখ, শ্মশানের চৌদিক ঘিরিয়া,
সর্পজিহ্বা অগ্নিশিখা, করে লক্-লক্ ।
সহস্র আলোকস্তম্ভ শূন্যে উঠে যেন
কোথা গিয়ে অনন্তে মিশায় !

জ্যোতিবালাগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

নেচে নেচে হরি ব'লে আয় লো উড়ে যাই,
প্রেমিক প্রেমিকা-অঙ্গে প্রেম-সুধা ছড়াই,
আগুন-ভেল্‌কি লাগিয়ে দিয়ে, প্রেমখেলা করি

[নাচিতে নাচিতে রাজা, রাণীসহ সহসা অদৃশ্য হওন ।

সকাতরে ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। ধর্‌তে পার্‌লাম না। কে যেন চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে! রাজা, রাণী বিদ্যুতের মত শ্মশানের দিক ছুটে গেল! সহসা দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে চতুর্দ্দিকে আলোকিত করলে! কোনও পথ দিয়েই অগ্রসর হ'তে পার্‌লাম না।

সহসা গোবিন্দরামের প্রবেশ।

গোবিন্দরাম। কি হবে—কি হবে বাবাঠাকুর? সব শেষ হ'য়ে গেল! কোনরূপ বাধা দিতে পার্‌লাম না। শূন্যের আগুন সব পুড়িয়ে দিয়ে শূন্যেই মিশে গেল। আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। সেই অন্ধকার শ্মশান, গত জীবকঙ্কালদগ্ধ অঙ্গার বুকে ধ'রে নীরবে ঘুমাচ্ছে।

ভোলানাথ। গোবিন্দরাম রে! সোনার পুরী শ্মশান হ'য়ে গেল।

এরূপ অলৌকিক ঘটনা জীবনে কখন দেখি নাই—শুনি নাই। ওকি! শূন্যে দেববালাদের কোমল কণ্ঠের হরিনাম ধ্বনি!

গোবিন্দরাম। ওকি! সহসা ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন! প্রচণ্ড ঘূর্ণি বায়ু—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বজ্রধ্বনি! সহসা আরও প্রগাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হ'লো!

ভোলানাথ। ঐ—ঐ—এবার দেখ্‌তে পেয়েছি। বিদ্যুতের আলোয় মহারাজ, মহারাণীর সেই মধুর রূপ দেখ্‌তে পেয়েছি। আরও উজ্জ্বল—আরও সুন্দর—আরও হাসিমাখা! যেন ইঙ্গিতে বল্‌ছেন, আমরা আলোর মানুষ হ'য়ে বেঁচে আছি।

গোবিন্দরাম। ওকি! এই ভীষণ দুর্ঘটনার সময় নিকটেই মার্‌-মার্‌ শব্দ! এবার বোধ হয়, নাগা-সৈন্যেরা রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে! যাই—যাই,—আগে প্রাণ দিয়ে রাজপুরী আর রাজপুত্র তাম্রধ্বজকে রক্ষা কর্‌বার চেষ্টা করি। [দ্রুত প্রস্থান।

ভোলানাথ। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান! বাহুতে বল দাও—হৃদয়ে শত্রুসংহারের শক্তি দাও। ব্রাহ্মণ হ'য়েও আমি আজ অস্ত্র ধর্‌বো! রাজকুমার তাম্রধ্বজকে যে কোন উপায়ে হোক্, স্থানান্তরিত করিগে।

[দ্রুত প্রস্থান।

চঞ্চলভাবে তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। সমরসিংহ—সমরসিংহ! অপূর্ব্ব দৈব ঘটনা আজ আমাদের সহায়। রাজপুরী আক্রমণের ক্ষণপূর্ব্বেই সহসা ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কুমারের আগমন। ক্ষুধার জ্বালায় শ্যামসুন্দরের মন্দিরে তার আকস্মিক মৃত্যু! সহসা সহস্র বজ্রানল যেন একসঙ্গে জ্ব'লে উঠ্‌লো! দূর হ'তে দেখ্‌লাম, রাজা, রাণীও সেই আগুনের সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হ'লো।

নিশ্চয়ই পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেছে। যা শত্রু পরে পরে। নিশ্চয়ই কালীমার কোপে প'ড়ে রাজারাণীর এই দুর্গতি হ'লো। বাস্তুদেবতার অবমাননা কর্‌লে পরিণাম এইরূপই হয়।

সমরসিংহ। বাস্তবিক কি অলৌকিক ঘটনাই হ'য়ে গেল! আর আমাদের অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হবে না। নাগা-সৈন্যগণকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই চলুন। এখন আর আমাদের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বীই বা কে?

তেজচন্দ্র। উপস্থিত আহ্লাদীর দ্বারা তাম্রধ্বজকে কৌশলে একটা ঘরের ভিতর বন্দী ক'রে রাখ্‌তে হবে। শত্রুর শেষ রাখা কর্ত্তব্য নয়।

সমরসিংহ। কোন চিন্তা নাই। এখন দৈবও আমাদের সহায়। অন্তঃপুর-প্রহরী গোবিন্দরাম আর ভোলানাথ ঠাকুরের উপর একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। রাজপুরী হ'তে কেহই যেন বাহিরে যেতে না পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করি চলুন। রাজভাণ্ডার রক্ষার জন্যও আমাদের বিশ্বাসী প্রহরী রাখ্‌তে হবে।

তেজচন্দ্র। উত্তম পরামর্শ! শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

সকাতরে কমলার প্রবেশ।

কমলা। হায়—হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল! মহারাজ, মহারাণী চিতানলে প্রাণত্যাগ করবার পূর্ব্বে এই অভাগিনীর সঙ্গে একবার দেখাও ক'রে গেলেন না। প্রাণাধিক তাম্রধ্বজের প্রতিও একবার ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেন না। দয়া, মায়া ভুলে পাষাণপ্রাণে চ'লে গেলেন। আমি এখন কি করি? স্বামীর বিষ-দৃষ্টিতে পড়েছি। যাঁদের ভালবাসায় এত-দিন প্রাণের জ্বালা চেপে রেখেছিলাম, তাঁরাও আজ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। এ বিপদে একমাত্র বংশধর প্রাণের তাম্রধ্বজের জীবনরক্ষার উপায় কি? এরূপ শোকাবহ ঘটনা দেখে, পাষাণও ফেটে যায়। ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জপ-তপ, হরিপূজা ক'রে, তার শেষ ফল এই হ'লো! চতুর্দ্দিকেই ভীষণ কোলাহল! তবে কি আমার নিষ্ঠুর স্বামী, দয়ামায়া ধর্ম্মকর্ম্ম বিস-র্জ্জন দিয়ে, এই ভীষণ বিপদের সময় শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রাজপুরী আক্রমণের চেষ্টা করছেন? কি করি—কোথায় যাই! কার সাহায্য পাই? কি কৌশলে তাম্রধ্বজের প্রাণ রক্ষা করি! সেই রাক্ষসী আহ্লাদীকেও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। নারায়ণ! রক্ষা করুন—দীনবন্ধু হরি! রক্ষা করুন। রাজবংশের একমাত্র জলপিণ্ডস্থল পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকের প্রাণরক্ষা করুন।

সহসা ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। দেবি—দেবি! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল! মহারাজ,

মহারাণীকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম। নানারূপ বাধা দিয়েও ধর্ম্মপ্রাণ সত্যব্রত মহারাজের মতি গতি পরিবর্ত্তন করতে পার্‌লাম না। নিষ্ঠুরভাবে কঠোর দিব্য দিয়ে, আমাদিগে যেন কি এক দৈবশক্তিতে মুগ্ধ, স্তম্ভিত ক'রে দিলেন। শ্মশানের চতুর্দ্দিকে সহসা দৈব-আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো। আগুনে রাজা, রাণী যেন সহসা কর্পূরের মত কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। শূন্যে দেববালাগণ হরি হরি ব'লে দশদিক প্রতিধ্বনিত কর্‌লেন।

কমলা। উঃ! আর সহ্য করা যায় না। আমার পাষণ্ড পতির পাপ বাসনা এতক্ষণে পূর্ণ হ'লো। তাম্রধ্বজ রে! তোর গতি কি হবে বাবা!

ভোলানাথ। দেবি! এখন আর আমাদের কাঁদবার সময় নয়। এই রাজপুরীর মধ্যেই পাপিষ্ঠদের গুপ্তচর আছে। এখন যদি তাম্রধ্বজকে রক্ষা কর্‌তে হয়, বীরাঙ্গনার মত সাহসে বুক বাঁধ্‌তে হবে।

কমলা। কি কর্‌বো? কিরূপে অনাথ বালকের জীবন রক্ষা কর্‌বো?

ভোলানাথ। কৌশলে ছদ্মবেশে তাম্রধ্বজকে গোপনে স্থানান্তরিত কর্‌তে হবে। দুর্ব্বৃত্ত আহ্লাদীর হাব-ভাব চালচলন দেখে, বড়ই সন্দেহ আর ভয় হ'চ্ছে।

কমলা। দুঃখে, ভয়ে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ হয়েছে।

ভোলানাথ। মা! তোমরা মহাশক্তি মহামায়ার অংশরূপিণী। নির্গুণ পুরুষকে তোমরাই শক্তিশালী ক্রিয়াবান ক'রে তুল্‌বে। আলস্য তন্দ্রাচ্ছন্ন সন্তানকে তোমরাই মহাপ্রাণতায় জাগিয়ে দেবে।

কমলা। আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দিয়ে, পুণ্যবতী মহারাণীর গচ্ছিত তাম্রধ্বজকে রক্ষা কর্‌তে প্রস্তুত আছি। এই পবিত্র রাজবংশ লোপ হ'লে, পুণ্যভূমিতে পিশাচ-পিশাচী স্বেচ্ছাচারে নৃত্য কর্‌বে।

ভোলানাথ। ধন্য মা তোমার উচ্চহৃদয়! তা হ'লে শীঘ্র প্রস্তুত হও।

কমলা। ভয় দূর ক'রেছি—সাহসে বুক বেঁধেছি। নিষ্ঠুর স্বামীর যত কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করতে হোক্, বিন্দুমাত্র কাতর হবো না।

ভোলানাথ। তা হ'লে শীঘ্র সেই তুলসীমঞ্চের পাশের ঘরে আসুন, ক্ষণ বিলম্বে সর্ব্বনাশ হবে।

[প্রস্থান।

কমলা। অকূলকাণ্ডারী হরির চরণ ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে, অনাথ রাজপুত্রকে ল'য়ে অকূল সাগরে ভাস্‌তে চল্লাম। দেখি, জগতে ধর্ম্ম আছে কি না। [প্রস্থান।

সকাতরে তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। পালিয়ে যাবো না—কাপুরুষের মত কখনই তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবো না। অতিথি ব্রাহ্মণকুমারের চিতানলে বাবা আর মা পুণ্যের দেহ ত্যাগ করেছেন। এই হতভাগ্য তাম্রধ্বজকে এই শত্রুপুরে একা ফেলে গেছেন। আমি আর কোথায় যাবো—কার মুখ চেয়ে বেঁচে থাক্‌বো? আমিও তাঁদের মত পুড়ে মর্‌বো! নন্দদুলাল! নন্দদুলাল! অন্য সময় যখন তখন দেখা দিতে—খেল্‌তে আস্‌তে, এই বিপদের সময় এত কেঁদে কেঁদে তোমায় ডাক্‌ছি, কিন্তু দেখা দিচ্ছ না কেন ভাই? দেখা নাই দাও, আমি তোমার সেই হাসিপানা চাঁদমুখ ভাব্‌তে ভাব্‌তে, অকাতরে মর্‌তে পার্‌বো। তুমি কৌশলে সৌভরি ঋষির আশ্রমে নিয়ে গিয়ে, নর-নারায়ণ অর্জ্জুনের মহিমা দেখালে,—আমার সঙ্গে অশ্বমেধ-যজ্ঞের খেলা করবে, পরামর্শ দিলে,—শেষে সব ভুলে গেলে? আমি মরি, তার জন্য ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার সেই পাথরের মূর্ত্তি দিনরাত কে আর বুকে ধ'রে রাখ্‌বে? কে তোমাকে দুধ খাওয়াবে? কে আর আদর ক'রে ঘুম পাড়াবে?

দ্রুতপদে কমলার পুনঃ প্রবেশ।

কমলা। তাম্রধ্বজ—তাম্রধ্বজ! কালসর্পের মুখে ওদিকে যেও না। শীঘ্র আমার সঙ্গে এই দিকে পালিয়ে এস। দুরন্ত রাক্ষস ছদ্ম অতিথি হ'য়ে এসেছিল, মহারাজ মহারাণীকে খেয়ে গেল। আবার এক নিষ্ঠুর রাক্ষসী, তোমার ধর্‌বার জন্য নানা ছলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীঘ্র এস, তোমায় বুকের ভিতর লুকিয়ে, এ পাপ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাই।

তাম্রধ্বজ। জ্যেঠাই মা গো! আর কোথাও পালিয়ে যাবো না। আমিও পুড়ে মর্‌বো। যে হতভাগ্যের এত ঘর-শত্রু, তার আর সংসারে বেঁচে থেকে ফল কি! তুমি আমার নন্দদুলালকে যত্ন ক'রে রেখো, তা হ'লে আমার আর মর্‌তে কষ্ট হবে না।

কমলা। বালাই—বালাই! ও কথা কি বল্‌তে আছে বাবা! তুমি যে এ বংশের একমাত্র আশা ভরসা! অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে। মহারাজ, মহারাণী ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছেন। তাঁদের জন্য এখন আর দুঃখ না ক'রে, আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'র।

তাম্রধ্বজ। না মা! আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই। আমি ম'লেই জ্যেঠা মহাশয়ের সকল সুখের পথ নিষ্কণ্টক হবে। এ পাপ রাজ্য তিনিই নিরাপদে ভোগ করুন। বাবা আর মা যেখানে গেছেন, সেখানে এরূপ হিংসাদ্বেষ শত্রুতা নাই, সেখানে গেলে সকল জ্বালার অবসান হয়। আমি এই অল্প বয়সেই বিষময় সংসারের পরিণাম উত্তমরূপে বুঝ্‌তে পেরেছি ; এখানে কেবল কালসর্প আর মাংসলোভী শকুনি গৃধিনীর ভয়।

গীত।

আত্মসুখে মত্ত সবে, স্বার্থপর এ সংসারে,
অর্থ বশে অন্ধ হ'য়ে, ভাইয়ের বুকে ছুরি মারে।

মনের মানুষ যেথা পাবো, চল্ না মা সে দেশে যাবো,
খাইয়ে খেয়ে সুখী হবো, সমান ভেবে আপন পরে।
হরি যদি সবার রাজা, বল্‌বো তবে কে কার প্রজা,
হায় রে তবে মানুষ কেন, ফেটে মরে অহঙ্কারে।

কমলা। উঃ! পাষাণও বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। হা নিষ্ঠুর স্বামি! তোমার হৃদয় এত কালকূটভরা! প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ রে! এ পাপ রাজ্যে আমিও আর থাক্‌তে চাই না। তোমায় নিয়ে নিবিড় বনে বাঘ ভালুকের সঙ্গে বাস কর্‌বো। তারাও তোমার প্রতি এত নিষ্ঠুরতা দেখাতে পার্‌বে না। আমিই তোমার মা হ'য়ে চাঁদমুখের চুমো খাবো! তোমায় নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্‌বো—গাছের তলায় শুয়ে প'ড়ে থাক্‌বো। যদি আমার কথা না রাখো, এখনই তোমার সাম্‌নে আত্ম-ঘাতিনী হবো।

নেপথ্যে আহ্লাদী।

আহ্লাদী। তাম্রধ্বজ—ও তাম্রধ্বজ! তাই তো! ছেলেটা বাবাগো মাগো ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোন্ দিকে ছুটে গেল?

কমলা। ঐ—ঐ—এবার আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে কালনাগিনী আহ্লাদী আস্‌ছে! আয়—আয় বাবা তাম্রধ্বজ! শীঘ্র পালিয়ে যাই। [তাম্রধ্বজকে কোলে করিয়া] বিপদভঞ্জন মধুসূদন! এ বিপদে অবলাকে বল দাও। শত্রুর ভীষণ গ্রাস হ'তে নিরাশ্রয় বালককে উদ্ধার কর।

[তাম্রধ্বজকে লইয়া প্রস্থান।

আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। ছেলেটা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শ্মশানের দিকে চুটে গেল না কি! যাবে আর কোন্ চুলোয়! তেজচন্দ্র, সমরসিংহ চারিদিক ঘিরে

রেখেছে। এখন তাদের ভালতেই আমার ভাল। ছেলেটাকে এখন একটা ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌তে হবে। রাজা, রাণী এক চিতায় পুড়ে ম'লো, তেজচন্দ্রেরও ভাগ্য ফির্‌লো। সেই সঙ্গে আমারও গাটা যেন কেমন কেমন কর্‌ছে। আমি আজকাল স্বপ্ন দেখি, যেন সোণার খাটে শুয়ে আছি; তেজচন্দ্র আমার পায়ে ধ'রে মান ভাঙ্গ্‌ছে। সেই আশায় আমি তাম্রধ্বজকেও বিষ খাইয়ে মার্‌তে স্বীকার ক'রেছি। মর্‌বার জন্যই তিড়বিড়িয়ে ছিল। দিনরাত অলক্ষণে হরিনাম্ ব'লে ব'লেই জোর ক'রে আগুনে পুড়ে ম'লো। আহ্লাদীর শাপ ফল্‌তেই হবে। এখন থেকে থেকে কেবল আমার ফুলশয্যার কথাটাও মনে হ'চ্ছে। আমি যেন ফুল-রাণী হ'য়ে তেজচন্দ্রের সঙ্গে শুয়ে আছি।

গীতকণ্ঠে নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দদুলাল।—

গীত।

কোথা যাচ্ছ পুতনা মাসী, কিসের স্বপ্ন দেখ্‌ছো?
পরকালের মাথা খেয়ে, কি ভেবে কি করছো।
চুল পেকেছে দাঁত নড়েছে, আপশোষে গাল তুবড়ে গেছে,
সেথা ডাকের উপর ডাক পড়েছে, যাবার দিন কি গণছো?
আর কি মাসী সে দিন আছে, ঘুণ ধরেছে শুক্‌নো গাছে,
কেঁচে আবার ফল ফলাবে, (বৃথা) গোড়াতে জল ঢাল্‌ছো—
হরি কথা শুন্‌লে কানে, তেলেবেগুণে নাচ্‌ছো।

[সহসা প্রস্থান।

আহ্লাদী। তবে রে আঁটকুড়ির বেটা! মর্‌তে বসেছ, এখনও তিড়-বিড়িয়ে বেড়াচ্ছ! আমি বসি বুঝি বাপ মায়ের শোকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

পোড়ারমুখো ছেলেটা শ্মশানের দিকেই ছুটে গেল। ঐ যে দূরে দাঁড়িয়ে এখনও মুচকি মুচকি হাস্‌ছে। নন্দদুলাল ঠাকুরের সেই খেলার গহনা প'রে, নেচে নেচে আমায় খেপাবার চেষ্টা! ঐ যে এখনও খেলা ঘরের সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে। মনে করেছিলাম, মুখপোড়া ছেলেটাকে না মেরে, ঘরে বেঁধে রেখে দুটী দুটী খেতে দেবো। এবার বুকে বাঁশ দল্‌বো —কেউটে সাপের বিষ খাইয়ে মার্‌বো। যাই—ঐ খেলাঘরের ভিতর পূরেই চাবি দিই গে।

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

খেলাঘরের পার্শ্বস্থ পথ।

চকিতভাবে গোবিন্দরাম ও ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। গোবিন্দরাম! তুমি পাগলের মত কি বল্‌ছো? আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, কমলাদেবী আর তাম্রধ্বজ সেই বনের ভিতর সুরক্ষিত স্থানে গোপনে নিরাপদে আছে।

গোবিন্দরাম। বাবাঠাকুর! আমার বুক ভেঙ্গে গেছে; আমিও স্বচক্ষে দেখে এলাম, সেই পাপিষ্ঠা আহ্লাদী তাম্রধ্বজের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে খেলাঘরের ভিতর পূরে চাবি দিলে। দেখেই তোমার সঙ্গে যুক্তি করতে এসেছি।

ভোলানাথ। কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ঘটনা—কি যেন এক গভীর রহস্যপূর্ণ ঘটনা! যেন কোন মায়াবী এই বিচিত্র মায়া-খেলা খেলছে!

গোবিন্দরাম। আপনার কথা শুনে, বিস্ময়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠ্‌লো। এখনই এই ভীষণ রহস্য ভেদ কর্‌তে হবে। এখনই আবার খেলাঘরে যাই,—দেখি, দ্বিতীয় তাম্রধ্বজরূপে কে খেলাঘরে বন্দী।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। তবে কি পাপিষ্ঠেরা গুপ্ত ঘটনা জান্‌তে পেরে বন থেকে তাম্রধ্বজকে আবার ধ'রে এনেছে! না—না—তাও তো হ'তে পারে না। আমি তো এই মাত্র তারে দেখে আস্‌ছি। দেখি—দেখি—কি বিস্ময়কর ঘটনা!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে আহ্লাদী।

আহ্লাদী। খেলে—খেলে,—সব খেলে। চতুর্দ্দিকেই দুম্‌দুম্‌ শব্দ! কে কোথায় আছ, দৌড়ে এস্‌ গো!

চমকিতভাবে তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। ভয়ঙ্কর ঘটনা—ভয়ঙ্কর ঘটনা! আমি কেবল একটা বিকট চীৎকার শুন্‌তে পেয়েছি। সমরসিংহ—সমরসিংহ! তোমার কথা শুনে যে বাক্‌রোধ হ'চ্ছে! তুমি কি সেই সময় আহ্লাদীর সঙ্গে ছিলে?

সমরসিংহ। এখনও ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে। আপনার কথামত তাম্রধ্বজকে খেলাঘর হ'তে অন্য ঘরে বন্দী রাখ্‌বার জন্য গিয়েছিলাম। আহ্লাদী খেলাঘরের চাবি খুল্‌তেই তাম্রধ্বজ হাস্‌তে হাঁস্‌তে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

তেজচন্দ্র। তারপর—তারপর?

সমরসিংহ। আহ্লাদী অগ্রে অগ্রে, তাম্রধ্বজ মধ্যস্থলে, আর আমি পশ্চাতে আস্‌ছিলাম। ক্ষণপরেই একটা অস্বাভাবিক বিকট চীৎকার!

আমারও বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো,—আহ্লাদীও ভয়ে মাটীতে প'ড়ে গেল, সেই সময়ে যেন বিদ্যুতের মত সহসা তাম্রধ্বজ শূন্যে মিশে গেল!

তেজচন্দ্র। যেন উপন্যাসের গল্পের ন্যায় অসম্ভব ঘটনা। সেই ধূর্ত্ত বালক কোনরূপ কৌশলে ছুটে পালিয়ে যায় নাই তো?

সমরসিংহ। সম্পূর্ণই অসম্ভব! চতুর্দ্দিকেই আমাদের বিশ্বাসী সশস্ত্র প্রহরীগণ সতর্কে অবস্থান কর্‌ছে, পশ্চাতে স্বয়ং আমি। এ অবস্থায় তাম্রধ্বজ আমাদের চোখে ধূলি দিয়ে পালাতে পারে কি? সেই অতিথি ব্রাহ্মণকুমার আর রাজারাণীর মৃত্যু-ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার যেন একটা বিস্ময়জনক সংস্রব আছে।

তেজচন্দ্র। আমাদের বীরহৃদয়ও কাঁপিয়ে দিলে। চল—চল, আর একবার রাজপুরীর চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করি। গোবিন্দরামকে সাবধানে রাজপুরী রক্ষা কর্‌তে বল।

[প্রস্থান।

সমরসিংহ। যেন কি একটা অলৌকিক ভৌতিক ঘটনা হ'য়ে গেল!

[প্রস্থান।

সভয়ে আহ্লাদীর সহিত ভোলানাথের প্রবেশ।

আহ্লাদী। দাদাঠাকুর গো! কি একটা এসেছে গো! তুমি কি দেখেছ বল?

ভোলানাথ। রাম—রাম! চেঁচিয়ে বল্‌তে নেই,—নিশ্চয়ই ভূত এসেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শালগাছের মত গা—তালগাছের মত হাত পা—কূলোর মত কাণ—মূলোর মত দাঁত। এক পা রাজবাড়ীর ছাদের উপর, আর এক পা সেই শ্মশানের বটগাছের ডালে।

আহ্লাদী। ও বাবা গো, তবে কি হবে গো!

ভোলানাথ। গায়ে থুথু দে। রাম রাম বল্। আমি বামুনের ছেলে, তাই আমাকে ধর্‌তে পারে নি। তুই আমার গা ছুঁয়ে থাক্‌লে, ভূতের বাবারও সাধ্য নাই যে তোরে ধর্‌তে পারে।

আহ্লাদী। দাদাঠাকুর গো! তুমি আমার ধরম বাবা। আমাকে ধ'রে নিয়ে চল গো! সেই অতিথি বামুনের ছেলেটা, খাই খাই ক'রে পেটের জ্বালায় ধড়্‌ফড়িয়ে ম'রে ভূত হয়েছে।

ভোলানাথ। তুই ঠিক বুঝেছিস্। বামুনের ঘরের আইবুড়ো বেহ্ম-দত্যি ভূত; ভুষ্ট মেয়ে দেখ্‌লেই ঘাড়ে চাপে।

আহ্লাদী। ও বাবা—তবে কি হবে গো!

ভোলানাথ। সেই একাদশীর রাত্রে উপবাস ক'রে যারা যারা মরেছে, তারাই ভূত হ'য়ে এই রাজবাড়ীতে উপদ্রব কর্‌ছে। সেই বামুনের ছেলেটা অপঘাতে ম'রে ভূত হ'য়ে যার যার ঘাড়ে চেপেছে, তাদিগেই যমের বাড়ী পাঠিয়েছে। সেই ভূতের ঝোঁকেই রাজা, রাণী জোর ক'রে আগুনে পুড়ে মর্‌লো; শেষে তাম্রধ্বজ আর কমলাদেবীকেও চিল হ'য়ে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল।

আহ্লাদী। ওগো—চল গো! নূতন রাজাকে ব'লে, যারা যারা মরেছে, তাদের নামে গয়ায় পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা করি। এ রাজপুরী থেকে ভূত না ছাড়ালে, কার্ বাপের সাধ্যি বাস করে!

ভোলানাথ। তুই ঠিক বলেছিস্। আয়, তেজচন্দ্রের নিকট সকল কথা বল্‌বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মণিপুর পাহাড়।

অশ্বরক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ।

অশ্বরক্ষকদ্বয়।—

গীত।

বেড়াব বুক ফুলিয়ে যমকে কলা দেখিয়ে,
চিত্রগুপ্তের পাকা খাতা, গেল এবার গুলিয়ে।
অর্জ্জুনের গুপ্ত ছেলে, কাটা মাথা জুড়ে দিলে,
সঞ্জীবনী মণি এনে, মড়ার গায়ে ঠেকিয়ে।
বভ্রুবাহন বাপকাঙালে, হ'তে চায় অর্জ্জুনের ছেলে,
এবার গুঁতোর চোটে হবে বাবা, শেষকালে লোক হাসিয়ে।

১ম অশ্বরক্ষক। হা-হা-হা, কি মজাই হ'য়ে গেল ভাই। বভ্রুবাহন এসে অর্জ্জুনকে বল্‌লে, তুমি আমার বাবা। দশ জনের কাছে অর্জ্জুন লজ্জায় আধমরা হ'য়ে জারজ ছেলে ব'লে তারে গালাগালি দিলে। বভ্রুবাহনও তেম্‌নি রোখা ছেলে; সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধে অর্জ্জুন, বৃষকেতুর মাথা কেটে প্রতিফল দিলে।

২য় অশ্বরক্ষক। আবার তার মা চিত্রাঙ্গদার কান্না দেখে, নাগপুরী থেকে মণি এনে বাঁচিয়েও দিলে। ছেলে বটে একটা,—যেমন বাপ্ তার তেমনি বেটা। এখন দায়ে পড়ে বাপ্ হ'তেই হবে, একদিন আগে স্বীকার কর্‌লেই কোন গোলযোগ হ'তো না।

১ম অশ্বরক্ষক। বাস্তবিক বভ্রুবাহনের মত ছেলে বড় সাধ ক'রে অর্জ্জুনকে বাবা বল্‌তে এলো। তেমন সুযোগও ছাড়ে! অমন সোণার চাঁদ ছেলে পেলে, তার বাবা তো বাবা, তার বাবার শালা পর্য্যন্ত হ'তে স্বীকার আছি।

২য় অশ্বরক্ষক। হা—হা—হা! বড়লোকের মেয়েদের বাতাস খেয়েও ছেলে হয় দেখ্‌ছি। এখন বাপ্ বেটার কোলাকুলি হ'লে বাঁচি।

১ম অশ্বরক্ষক। চুপ্ কর—চুপ্ কর। ঐ দেখ্, অভিমানী অর্জ্জুনকে ধ'রে, শ্রীকৃষ্ণ এই দিকে আস্‌ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্জ্জুনকে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও সখে! অপমানিত ঘৃণিত এ পাপ প্রাণ কিছুতেই রাখ্‌বো না। কেন আর এ পোড়ামুখ দেখ্‌তে এলে? মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়ে মর্‌বার জন্য কেন এবার ছল ক'রে বাঁচালে?

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী, তা কি ভুলে গেলে সখা? গীতা, ভাগবতের উপদেশ যার হৃদয়ে এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, তুমি যে সেই অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। ভুলে যাই—মনে নাই—
আমি কি সে বীর অর্জ্জুন?
কুবেরের স্বর্ণচাঁপা সবলে এনেছি,
আমিই কি সেই ধনঞ্জয়?
ভীষণ কিরাতবেশী শঙ্করবিজয়ী,
নিবাতকবচহন্তা আমি কি অর্জ্জুন?
সুর-নর-দানববিজয়ী,

সেই অর্জ্জুনের আজ এই পরিণাম।
পরিচয় দিতে ঘৃণা হয়,
লজ্জায় এ পাপ মুখ দেখাবো কেমনে ?
সামান্য বালক এক প্রকাশ্য সমরে,
বৃষকেতুসহ মাথা কাটিল আমার,—
জগতে রহিল চিরকলঙ্ক রটনা,
সমরে শক্রর শরে পার্থের মরণ।
নিষ্ঠুর ! নূতন যন্ত্রণা দিয়ে,
বাঁচালে আবার।
যে বভ্রুবাহন করে হ'লাম নিহত,
তারই অনুগ্রহলব্ধ সঞ্জীবনী মণি,
নীচ ঘৃণ্য অভাগার বাঁচালে জীবন।
অকারণ প্রবোধ বচন,
জলে বা অনলে প্রাণ করিব বর্জ্জন।
কোথা পিতা বজ্রী দেবরাজ !
হান বাজ অভাগার শিরে,—
অর্জ্জুনের পূর্ব্বের সে গৌরবের স্মৃতি,
বজ্রানলে দেহ সনে দগ্ধ ক'রে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও অনুতপ্ত কেন বৃথা তুমি ?
নিগূঢ় কারণ বিনা এ বিচিত্র কথা,
কেন আজ শুনি মণিপুরে,
ঘরে ঘরে হতেছে রটনা,
বভ্রুবাহনের পিতা নিশ্চয় অর্জ্জুন।
আমিও চঞ্চল বড় সন্দেহে বিস্ময়ে !

অর্জ্জুন । আবার আবার বলি মিথ্যা সব কথা,
নিশ্চয়ই বভ্রুবাহন জারজ সন্তান ।

শ্রীকৃষ্ণ । কোন্ স্বার্থে—কোন্ প্রয়োজনে মণিপুরবাসী এক অপূর্ব্ব বালক, বিচিত্র বিক্রমসহ সাগ্রহে স্বেচ্ছায় পাণ্ডবের পুত্র হ'তে চায় ?

সহসা ভীমের প্রবেশ ।

ভীম । ভীম সে কথার উত্তর দেবে । সেই মায়াবী ধূর্ত্ত বালকের উদ্দেশ্য আমি উত্তমরূপে বুঝেছি । এই মণিপুরে স্বেচ্ছাবিহারিণী রমণিগণ বাস করে । তাদেরই ঘৃণিত গর্ভজাত সন্তান, আজ পাণ্ডবের সম্মান নিতে উদ্যত । পার্থের পুত্র পরিচয়ে, তার ঘৃণিত কুলের দোষ প্রক্ষালনের চেষ্টা কর্‌ছে ।

অর্জ্জুন । আমিও বলি, নিশ্চয়ই তাই । বভ্রুবাহনের বাণে শত শত বার মৃত্যুজ্বালা ভোগ কর্‌তে পার্‌বো, কিন্তু জারজ সন্তানকে পুত্র ব'লে স্বীকার ক'রে পূর্ব্বপুরুষকে নিরয়গামী হ'তে দেবো না ।

শ্রীকৃষ্ণ । ছি—ছি—ছি ! যে কথার প্রসঙ্গে মণিপুরের তুমুল সংগ্রামে পাণ্ডবগণ বারম্বার ছিন্নভিন্ন হতদর্প,—বৃষকেতু, অর্জ্জুন ছিন্নমস্তকে ধরাশায়ী—আবার বভ্রুবাহনেরই কৃপায় পুনর্জ্জীবিত, আবার সেই পাপ কথার প্রস্তাব । ঐ দেখ, অদূরে শিবিরপার্শ্বে বভ্রুবাহন সবিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অবনতমুখে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে । সঙ্গিনিগণ সঙ্গে তার ভাগ্যবতী জননী সতৃষ্ণনয়নে তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে । তাদের সরল হাব-ভাব আকার-প্রকার, তাদের চরিত্রের নির্দ্দোষিতাই প্রতিপন্ন কর্‌ছে ।

ভীম । চিরচরিত্রবান অর্জ্জুন, মায়াবিনী রাক্ষসীর মায়ায় বংশগত পবিত্রতা নষ্ট কর্‌বে না । কৃষ্ণ ! অধিক আর বল্‌বো কি, ভীমের

সর্ব্বাঙ্গে সহস্র বৃশ্চিকদংশনজ্বালা। একটা সামান্য বেশ্যাপুত্র, পাণ্ডববিজয়ী বীর ব'লে সম্মানিত হবে—দাঁড়কাক ময়ূরের পালক পর্‌বে—তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় বংশে বর্ণসঙ্কর দোষ সংক্রামিত কর্‌বো ?

অর্জ্জুন। শত ধিক্ সে পাপ প্রস্তাবে।
ঘৃণায় করিনু প্রত্যাখ্যান,—
অথবা আবার সেই মায়াবী বালকে
রণস্থলে রীতিমত দেবো প্রতিফল।
সে ভণ্ড পাষণ্ডে যদি দণ্ড দিতে নারি,
প্রচণ্ড গাণ্ডীব ধনু খণ্ড খণ্ড করি
এ পাপ দেহের সঙ্গে পোড়াবো আগুনে।

শ্রীকৃষ্ণ। কার সত্য কার্ মিথ্যা কে কার প্রকাশ!
শূন্যদেশে সত্যবাদী দেবতা কি নাই ?

কিয়ৎদূরে প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ।—

গীত।

উচিত কথা বল্‌বো আজ সব খুলে!
কৃষ্ণ যেমন তুমিও তেমন সমান ওজন তুলে—
কপট কালা কৃষ্ণের সঙ্গে তাই বেশ মিলে॥
পাণ্ডবের জন্মকথা, খুলে বল্‌লে পাবে ব্যথা,
চাল্‌নি বেশী ছিদ্র দেখে ছুঁচের তলে—
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিলে, সাধু কি তায় বলে।
পাঁচ ভাই নিলে একটা নারী, ভাগ নিয়ে শেষে কেলেঙ্কারী,
জটাধারী তীর্থবাসী মনের দুখে হ'লে—
(তখন) লোকদেখানো সাধু সেজে ডুবে যে জল খেলে॥

[সকলের চমকিত হওন]

ভীম। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন! সেই ধূর্ত্ত মায়াবী কলিই দৈববাণী ছলে পাণ্ডবদের কুলকলঙ্ক রটনা করছে। সেই পাপিষ্ঠ যদি সম্মুখে প্রত্যক্ষ দাঁড়িয়ে থাক্‌তো, এই ভীষণ গদায় এখনই তার মুখের মত সাজা দিতাম।

অর্জ্জুন। [স্বগত] আমাদের পক্ষে উপস্থিত শ্রুতিকটু হ'লেও কি যেন কি ঘটনা যেন স্বপ্নের মত মনে হ'চ্ছে।

প্রেমানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভিতরে ভোগাসক্তি, চিত্রাঙ্গদা চোরাপত্তি,
(এখন) কাল পেয়ে রোগ করলে প্রকাশ, তারই পেটের ছেলে।
পর ছেড়ে ঘর ধর্‌লে শেষে, ভদ্রা ভগ্নী নিলে॥

[প্রস্থান।

ভীম। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন! এখনও তুই গাণ্ডীব নত ক'রে রেখেছিস্? কৃষ্ণের ইচ্ছায় তুই যখন ম'রেও আবার বেঁচেছিস্, তখন আবার দুর্য্যোধনের প্রেতাত্মারূপী ওই মায়াবী কুলশত্রুকে শাসন কর্‌বো আয়।

[ক্রোধে প্রস্থানোদ্যত]

অর্জ্জুন। [ধরিয়া] দাদা—দাদা! ক্ষান্ত হউন। শত্রু নয়—আমার পরম মিত্র, আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে গেল। ধর্ম্ম কথা ব'লে ধর্ম্মই মনের পাপপ্রকাশ ক'রে দিলে। আমি জ্ঞানপাপী। কি যেন কি মোহে আমি এই মণিপুরের চিত্রাঙ্গদা-পরিণয় ঘটনা ভুলে গিয়েছিলাম। বাস্তবিকই চিত্রাঙ্গদা আমার ধর্ম্মপত্নী। সুভদ্রাহরণের পূর্ব্বেই, তীর্থবাস-প্রসঙ্গে আমি প্রায় এক বৎসর এই মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা সহবাসে ছিলাম। আকার-প্রকারে বিক্রমে চরিত্রে প্রাণাধিক বভ্রুবাহন নিশ্চয়ই আমার ঔরসজাত পুত্র; পূর্ব্বের সকল কথাই এবার মনে হ'চ্ছে।

ভীম। তাই তো ভাবি, পাণ্ডববীর্য্যে জন্ম না হ'লে, এত অমানুষী শক্তি কি অন্যে সম্ভবে!

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] ক্ষণ পরে আবার সে দর্পও চূর্ণ হবে।

অর্জ্জুন। সখা—সখা! এখন তোমাকে মুখ দেখাতেও লজ্জা হ'চ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা—সখা! এ কথা এতদিন তুমি আমার নিকটেও গোপন রেখেছিলে? আমার সঙ্গেও কপটতা!

অর্জ্জুন। পতিতপাবন! এখনই আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। বীরপুত্র বভ্রুবাহন আমার উপযুক্ত সাজাই দিয়েছিল। ছলনাময়! তুমি কেন ছলে মণি আনিয়ে বাঁচালে?

ভীম। এখন আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? প্রাণাধিক বভ্রুবাহনকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন ক'রে, তার তীব্র অভিমান-অনলে স্নেহজল ঢেলে দেওয়া, আর চিত্রাঙ্গদা দেবীকেও পাণ্ডব-কুলবধূরূপে গ্রহণ করা। [শূন্য দৃষ্টে সহসা] ওকি—ওকি ভাই কৃষ্ণ! সম্মুখের শূন্য আকাশ সহসা এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হ'লো কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য সত্যই কি অপরূপ আলোকবিকাশ! দেখুন—দেখুন মধ্যম পাণ্ডব! দেখ—দেখ সখা অর্জ্জুন! সেই আলোকের ভিতর কি এক অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

অর্জ্জুন। [দেখিয়া]

অপূর্ব্ব মধুর দৃশ্য—প্রাণারাম রূপ!
সুস্নিগ্ধ সোনার মেঘ ভেসে ভেসে যায়,
অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি উপবিষ্ট তায়।
পবিত্র বৈষ্ণববেশী, প্রেমজ্যোতি মাখা—
চন্দনচর্চ্চিত দেহে ফুলমালা রাজে।
ধ্যানমগ্ন আছে যেন প্রেমের আবেশে!

বামে গোপালিকা বেশে বীণাযন্ত্র ধরি,
দাঁড়ায়ে রয়েছে এক অপরূপ নারী।
অপূর্ব্ব প্রেমের আলো সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া,
চৌদিকে কিরণরেখা করিছে বিস্তার।
ঐ শোন, সেই নারী বীণার ঝঙ্কারে,
সাত্ত্বিক সঙ্গীত-সুধা করিছে বর্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ—ঐ—সেই স্বর্ণমেঘখানি ভেসে ভেসে অন্য দিকে চ'লে যাচ্ছে।

অর্জ্জুন। তৃপ্তি হ'চ্ছে না—আকাঙ্ক্ষা মিট্‌ছে না। চল সখা! আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিকে যাই। ঐ দেখ, একবার ঊর্দ্ধে উঠ্‌ছে—আবার নিম্নে নাম্‌ছে। এক একবার স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, আবার বিদ্যুতের মত আলোয় মিশে যাচ্ছে।

ভীম। চল—চল, অগ্রে ঐ অপূর্ব্ব রহস্য ভেদ করি, তারপর প্রাণাধিক বভ্রুবাহনের সঙ্গে সম্মিলিত হবো।

অর্জ্জুন। মধুর প্রেমোদ্দীপক মূর্ত্তি দেখে, বিস্ময়ে ভক্তিতে ভুলে গেছি! ঐ—ঐ—ঐ পাশে মেঘখানি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। শূন্য হ'তে যেন সহস্র ধারায় মধুবৃষ্টি! এস সখা! একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখি।

[সবিস্ময়ে প্রস্থান।

ভীম। ভারতের এই পূর্ব্বপ্রান্তে এসে, নিত্যই এক অলৌকিক অচিন্তনীয় ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের দুর্দ্দমনীয় বীরত্বও যেন সেই সকল ঘটনায় স্তম্ভিত—প্রতিরুদ্ধ হ'চ্ছে। আয় ভাই কৃষ্ণ! শেষ পর্য্যন্ত দেখি।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদিগকে দেখাবার জন্যই, ঐ মধুর যুগলমূর্ত্তি মায়াবলে

সোনার মেঘে শূন্যে উড়িয়েছি। আমিও দেখে মুগ্ধ হ'চ্ছি। দেখাবো পারত্বের জয় কি প্রেমের জয়!

[প্রস্থান।

শূন্যে ধ্যানমগ্ন শিখিধ্বজের বামে বীণাহস্তে গীত গাহিতে গাহিতে কুমুদ্বতীর প্রবেশ।

কুমুদ্বতী।—

গীত।

আধা ঘুম ঘোরে আধা জাগরণে,
কোথা হ'তে কোথা এসেছি।
দীপ্ত চিতানলে, মায়া-দেহ ঢেলে,
খাঁটি সোনা যেন হয়েছি॥
পুড়ে গেছে যত মোহের কামনা,
ঘুচেছে মমতা যমজ যাতনা,
নাই সে চপলা আশার ছলনা,
ত্রিতাপের জ্বালা ভুলেছি।
অকূল পাথারে হ'য়ে পথহারা,
কত জন্ম কেঁদে,ফেলি অশ্রুধারা,
এতদিন পরে দেখে ধ্রুবতারা,
হারানিধি যেন পেয়েছি।

শিখিধ্বজ। প্রিয়ে! প্রিয়ে! অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের শঙ্খ-ধ্বনিতে, প্রলয়জলে লুপ্ত সুপ্ত জগৎ যেমন জাগে, তোমার মধুর সঙ্গীত-ধ্বনিও আবার আমায় সেরূপে যোগে জাগালে! এখন তুমি আমি যেন এক হ'য়ে মিশে গেছি! একি কোন ঐন্দ্রজালিক ঘটনা! আমরা কি ম'রে নূতন জন্মে নূতন দেহ ল'য়ে, এই স্বপ্নরাজ্যে এসেছি?

কুমুদ্বতী। মহারাজ! সকলই যেন ভুলে যাচ্ছি! কি যেন কি মনে আস্‌ছে, অথচ আস্‌ছে না। আমাদের এখন আর সে দেহ নাই —সে মন নাই—সে প্রাণ নাই! সকল মলিনতাই যেন সেই চিতার আগুনে পুড়ে, এই মধুর নির্ম্মলতা এনে দিয়েছে।

মায়াময় এ ঘটনা বুঝিতে না পারি,
'কোথা ছিনু কোথা এনু এ অপূর্ব্ব বেশে!
জড়তার দেহ ছেড়ে, লঘু সূক্ষ্মদেহে
শূন্যদেশে স্বর্ণমেঘে দাঁড়ায়ে আমরা,—
অপরূপা প্রেমময়ী জ্যোতিবালাগণ
চৌদিকে ঘিরিয়া হাসে কটাক্ষবর্ষণে!
নিম্নে ওই কর্ম্মক্ষেত্র ধরা,
কামনার দাসখত জীবগণ ল'য়ে
অবিরাম কোলাহলময়ী।
শান্তির হিল্লোলে হেথা সর্ব্বাঙ্গ শীতল,
নিম্নে বহে আকাঙ্ক্ষার বিষাক্ত পবন।
হেথা নাই সে ক্ষুদ্রতা আমার আমার,
নিম্নে শুধু স্বার্থ নিয়ে নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
এতটুকু স্বার্থ নিয়ে কোটী নরনারী,
হত্যা হয় পাষণ্ডের পৈশাচিক বলে।
আহা কি মধুর ভাব প্রাণে গেঁথে নিয়ে,
এসেছি আমরা আজ এ অপূর্ব্ব স্থানে!
পিতা-মাতা, পতি-পত্নী, ভাই, বন্ধুভাব,
মিশে আছে হেথা সব এক মহাভাবে।

শিখিধ্বজ। স্বপ্ন স্বপ্ন—স্বপ্ন ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

অবাক্ নিস্পন্দ হ'য়ে ভাবি শুধু মনে,
কোন্ মায়াবলে হেথা এলাম আমরা।
পড়েছে পড়েছে মনে পূর্ব্ব কথা সব,
কোথায় কি ভাবে আগে ছিলাম আমরা।
কোথা রত্নাবতীপুরী কোথা তাম্রধ্বজ ?
কোথা সেই ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণকুমার ?
ব্রহ্মহত্যা পাপ করি একাদশী দিনে,
চিতানলে দেহত্যাগ করিতে এসেছি।
কোথা সেই চিতানল কোথায় আমরা ?
মরেছি কি বেঁচে আছি,
বুঝেতে না পারি।
রাণি—রাণি !
জাগ্রত না ঘুমন্ত আমরা ?

কুমুদ্বতী। মহারাজ ! আমরা কোন্ মায়ারাজ্যে ঘুরছি। শূন্যে ভেসে ভেসে কত কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই দেখ্‌ছি। এবার মনে হয়েছে, পাপ সংসারের সকল পাপ কথাই মনে হয়েছে। আমরা ব্রহ্মহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে, চিতানলে পুড়ে মর্‌তে এসেছিলাম। মৃত্যুযন্ত্রণার পরিবর্ত্তে এ যে অমৃতের ধারাবর্ষণ !

শিখিধ্বজ। না—না—নিশ্চয়ই আমরা মরেছি,—মরণের পরপারে এসেছি। যাবো না—আর পাপ সংসারে ফিরে যাবো না।

কুমুদ্বতী। এঁ্যা—এঁ্যা! ঐ যে আবার সেই সকল কান্না শুন্‌তে পাচ্ছি। ঐ দেখুন, অপর পারের সকলই আবার দেখা যাচ্ছে। প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ মা মা ব'লে কাঁদ্‌ছে—কমলা দিদি কাঁদ্‌ছে, আবার আমাদিগে মায়ার আকর্ষণে টান্‌ছে।

শিখিধ্বজ। সত্য সত্যই যে প্রাণাধিক তাম্রধ্বজের চাঁদমুখখানি চোখের উপর ভাস্‌ছে। এখানকার সকল মধুর ভাবই ভুলিয়ে দিচ্ছে। যেতে হবে—আবার ফিরে যেতে হবে,—

কুমুদ্বতী। চলুন—চলুন,—স্বর্গ হ'তেও সে চাঁদমুখ যেন অধিক মিষ্ট মনে হ'চ্ছে! কোলে ক'রে বাছার চোখের জল মুছে দেবো। দেখুন—দেখুন নাথ! আলোকবরণী যে সকল রমণীরা আমাদিগে ঘুমের ঘোরে শূন্যে ভাসিয়ে এনেছিল, তারাই আবার নেচে নেচে এখানে আস্‌ছে।

শিখিধ্বজ। একি—একি!

সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হয় কেন?
শূন্য হ'তে ক্রমে নেমে যাই,
স্বর্গ হ'তে হয় যেন ভূতলে পতন!

গীতকণ্ঠে জ্যোতিবালাগণের প্রবেশ।

জ্যোতিবালাগণ।—

গীত।

এস সঙ্গে এস প্রেমিক প্রেমিকা, বাসনা কামনা যেখানে,
স্বপনের দেখা দেখে গেলে হেথা, ফিরে চল পুনঃ সেখানে।
ধোঁয়ায় যেমন আগুন ঢাকে, কামনায় প্রেম অদৃশ্য থাকে,
কামনায় আছে বিষমাখা মধু, প্রেম প্রাণে থাকে গোপনে।
খাঁটি প্রেমে সুখ-লালসা নাই, পরের সুখে প্রাণ বিকান চাই,
প্রেমিক তখন, শুকাবে যখন, নয়নের জল নয়নে।

[রাজা-রাণীকে বেষ্টন করিয়া সকলের প্রস্থান।

সবিস্ময়ে অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অতি আশ্চর্য্য ঘটনা! সেই অপরূপ যুগলমূর্ত্তি—সেই অমিয় সঙ্গীত—সেই তপ্তকাঞ্চনবরণী রমণিগণ প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাব জাগিয়ে দিয়ে গেল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন মিশিয়ে গেল! কোন ভাগ্যবান ভাগ্যবতীর ঐ মধুর যুগল মূর্ত্তি?

সহসা শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা—সখা! তোমার ন্যায় আমিও চমকিত! বোধ হয় ঐ প্রেমিক দম্পতি, অপূর্ব্ব হরিভক্তিবলে, ওরূপ দিব্যরূপে শূন্যে উঠ্‌তে সক্ষম হয়েছে।

অর্জ্জুন। এত তপোবল—এত ভক্তি! এই পঞ্চভৌতিক জড়-দেহেই শূন্যে উঠ্‌তে সক্ষম হ'লো?

শ্রীকৃষ্ণ। মনকে মনের মত গড়্‌তে পার্‌লে, এই দেহেই দেহান্তর হয়। সাত্ত্বিক নির্ম্মল দেহ, ঐরূপই জ্যোতির্ম্ময়—লঘু—সর্ব্বত্র বিচরণ-শীল হয়।

অর্জ্জুন। আবার ভূতলাভিমুখে কোথায় গেল?

শ্রীকৃষ্ণ। আবার নূতন কোন সাধনা কর্‌তে, কর্ম্মক্ষেত্রে চ'লে গেল। আরও মধুর হবে ব'লে প্রস্তুত হ'তে গেল। [স্বগত] ঐ অপূর্ব্ব ভক্তের অপূর্ব্ব কার্য্য, আর একদিন তুমি উত্তম রূপে দেখ্‌তে পাবে।

অর্জ্জুন। ক্রমেই বিস্ময় বাড়্‌ছে! কি ভীষণ মায়া-পরীক্ষা!

শ্রীকৃষ্ণ। এই সংসারই যে মায়াসম্ভূত। এই সংসারই মায়া পরীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেই মায়া পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সেই নিষ্কাম নির্লিপ্ত প্রাণে যোগমায়ার কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

অর্জ্জুন। [স্বগত] পাণ্ডব অপেক্ষাও ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর, পাণ্ডব

অপেক্ষাও ভক্ত, ঐ মহাত্মা কে ? ঐ মহাত্মার নিকট পাণ্ডবের জ্যোতিঃও নিষ্প্রভ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব—ভীমের গদাও ব্যর্থ !

শ্রীকৃষ্ণ। এস সখা ! বভ্রুবাহন আর চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সন্তুষ্ট ক'রে পাণ্ডবপ্রতাপ বৃদ্ধি করি। বভ্রুবাহন প্রকৃত বীরপদবাচ্য,—তোমারই উপযুক্ত পুত্র !

অর্জ্জুন। কিন্তু পুত্র কর্ত্তৃক পার্থের এই পরাজয়, অর্জ্জুনের চির-মৃত্যুযন্ত্রণা !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ণকুটীর।

কমলা ও তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

কমলা। তাম্রধ্বজ রে ! আজ তোর এ দুর্দ্দশাও স্বচক্ষে দেখ্‌তে হ'লো !

তাম্রধ্বজ। জেঠাই মা ! কেন তুমি দিনরাত কেঁদে এত কষ্ট পাও ? আমি জন্ম জন্মান্তরেও তোমার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। এই অনাথ হতভাগ্যের প্রাণ রাখ্‌তে, স্বামী পরিত্যাগ করেছ—সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছ—তোমারই অপার স্নেহ, দয়ায় জীবন রক্ষা করেছ। তুমিই আমার ইষ্টগুরুরূপে, বিপদে সম্পদে দীনবন্ধু হরির চরণ স্মরণ করতে উপদেশ দিয়েছ।

কমলা। অঞ্চলের নিধি তাম্রধ্বজ রে! চতুর্দ্দিকেই তোমার শত্রু। হায়! সে সকল পূর্ব্বকথা স্মরণ হ'লে বুক ফেটে যায়! নানা উপাদেয় রাজভোগেও যার তৃপ্তি হ'তো না, আজ সেই তুমি, বনের সামান্য তিক্ত ফলমূল খেয়ে অতিকষ্টে দিন যাপন করছো। আমার নিষ্ঠুর স্বামীর চক্রান্তেই তোমার এই দুর্গতি। সে কথা মনে হ'লে, পাপ প্রাণ আর রাখতে ইচ্ছা হয় না। আমি তোমার পরম শত্রুর পত্নী, নিষ্ঠুরা রাক্ষসী।

তাম্রধ্বজ। মা! তুমি স্বর্গের দেবী। আমার মা নাই, বাপ নাই। তোমার পদসেবা ক'রেই সকল অভাব জ্বালা জুড়াতে পারবো। আমি রাজ্য-ঐশ্বর্য্যভোগ সুখ চাই না। হরি হরি ব'লে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবো—মুষ্টিভিক্ষায় পরিতৃপ্ত হবো। ভক্তিভরে তোমার পদসেবায় জন্ম সার্থক করবো। আমি নিজ ভাগ্যদোষেই দুরবস্থায় পড়েছি। এই হত-ভাগ্য তাম্রধ্বজের জন্যই তুমি এত কষ্টভোগ করছো।

কমলা। [স্বগত] আজ সহসা আমার মন এত চঞ্চল হ'লো কেন? চতুর্দ্দিকেই কি যেন ভয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমার সর্ব্বদাই মনে হ'চ্ছে, কে যেন প্রাণাধিক তাম্রধ্বজকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পরম হিতৈষী ভোলানাথ ঠাকুরও আজ এখানে উপস্থিত নাই। রত্নাবতীপুরীর বর্ত্তমান অবস্থা জানবার জন্য, ছদ্মবেশে গোবিন্দরামের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কেন আজ এরূপ ভয় হয়! ওকি! কৃষ্ণবর্ণ বিকটমূর্ত্তি কে এক পুরুষ রক্তবর্ণ চোখে ঐ বনের ভিতর লুকিয়ে আছে নয়? তবে কি আমার প্রাণের প্রাণ তাম্রধ্বজকে ধরতে এসেছে! এঁ্যা—এঁ্যা! কি হবে? তাম্রধ্বজকে নিয়ে কোথায় পালিয়ে যাবো?

তাম্রধ্বজ। আর্য্য ভোলানাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি, দৈব কর্ত্তৃক

তোমার আমার ভৌতিক মৃত্যু স্থির ক'রে, জ্যেঠা মহাশয় আর সেনাপতি নিশ্চিন্ত আছেন। কৌশলে তিনি তাদের ভূতের ভয়ই বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরাও আর পিতৃরাজ্যে যাবো না। কেন তাঁরা আমাদের অনিষ্ট করবেন ?

কিয়ৎদূরে কলির প্রবেশ।

কলি। [স্বগত] এতদিন ঘুরে ঘুরে, আমার প্রিয়ভক্ত তেজচন্দ্র আর সমরসিংহের পরম শত্রুকে দেখ্‌তে পেয়েছি। ঐ ছেলেটাই রাজকুমার তাম্রধ্বজ,—ঐ সন্ন্যাসিনীই সেই কমলা। আমারও চোখে ধূলো দিয়ে এই নিবিড় বনের মধ্যে বাস কর্‌ছে। ভক্তের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করতে হবে। ঐ ছেলেটা আর কমলা বেঁচে থাক্‌লে, আমার রাজ্য মধ্যে একাদশী ব্রত ও ভাগবত প্রচার করবে। ধর্ম্মের মহিমা, সত্যযুগের প্রাধান্য বাড়াবে। আজ অনেক চেষ্টায় শত্রু খুঁজে পেয়েছি। দেখি, এবার এই কলির সঙ্কল্পে বাধা দেয় কে ?

কমলা। ঐ—ঐ—বিকট মূর্ত্তি স্পষ্টই দেখ্‌তে পেয়েছি। ধীরে ধীরে এই দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে। তাম্রধ্বজ রে! আর বুঝি তোর জীবন রক্ষা করতে পার্‌লাম না বাবা।

তাম্রধ্বজ। কৈ—কৈ—কারেও তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই আমার প্রতি অতি স্নেহপ্রযুক্ত, আপনি ভ্রমবশে ভয় পেয়েছেন। মা! যখনই কোন রূপ ভয় পাবেন, তখনই হরি হরি ব'লে চোখের জল ফেল্‌বেন। কাঁদার মত কাঁদ্‌লেই তিনি সকল ভয় দূর করবেন।

কমলা। নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু এসেছে। ভয়ে আমায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে। তাম্রধ্বজ—তাম্রধ্বজ রে! আমাদের কি হবে বাবা!

তাম্রধ্বজ। [ধরিয়া] মা! সর্ব্বদাই আমার পূর্ব্ব বিপদের কথা

চিন্তা করে, আপনার এরূপ ভ্রান্তি জন্মেছে! কোন ভয় কর্‌বেন না। এই শূন্য বনে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দয়াল হরি ভিন্ন, আর কে আমাদের সহায় আছে!

কলি। [স্বগত] আরে আরে দুষ্ট তাম্রধ্বজ!
এখনো হরির নাম প্রচার বাসনা!
অগ্রে ওই দুশ্চারিণী কমলার প্রাণ
নষ্ট করি যে কোন কৌশলে।
এই বনে তাম্রধ্বজ নিরাশ্রয় হ'লে,
প্রাণভয়ে বাধ্য মোর নিশ্চয় হইবে।
হরিনাম পরিত্যাগি মদ্য মাংস নিয়ে,
যতক্ষণ না করিবে এ কলির পূজা,
ততক্ষণ কলি-কোপে না পাবে নিস্তার।
যার মুখে হরিনাম করিব শ্রবণ,
যে করিবে একাদশী হরি-প্রীতি হেতু,
যে পড়িবে ভক্তিভরে গীতা ভাগবত,
সে আমার শত্রু ঘোরতর।
যে মূর্খ কলির মত অমান্য করিবে,
সংসারে প্রাধান্য তার খর্ব্ব ক'রে দেবো—
ছলে বলে যে কোন কৌশলে।
কালসর্প রূপ ধরি দুষ্টা কমলারে,
দংশন করিব আজ, দেখিব কে রাখে!
তারপর তাম্রধ্বজ দেখিব কিরূপে,
ব্যর্থ করে কলির কল্পনা!

[অদৃশ্য হওন।

কমলা। [সহসা উন্মাদিনীর ন্যায়] ঐ—ঐ—কাল আমায় গ্রাস কর্‌বার জন্য ডাক্‌ছে। তাম্রধ্বজকে একা রেখে কোথায় যাবো? আমার মৃত্যু হ'লে তাম্রধ্বজের দশা কি হবে? কে—কে তুই? আমায় কোথায় নিয়ে যাবি? ঐ—ঐ—একটা ভীষণ কালসর্প আমায় দংশন কর্‌বার জন্য চক্র উত্তোলন করেছে।

তাম্রধ্বজ। মা—মা! সহসা কেন এমন কর্‌ছো মা? [স্বগত] হায়—হায়! আমার জন্য দিন রাত ভেবে ভেবে, সহসা শোকে এরূপ উন্মাদিনী হ'লেন না কি? [প্রকাশ্যে] মা—মা—! একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন; আমি স্নিগ্ধ কোমল বৃক্ষপল্লবে বাতাস করি।

কমলা। ঐ—ঐ—শূন্যে মেঘের উপর মহারাজ মহারাণীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেরেছি। ধর্‌বো—ধর্‌বো—এবার ধ'রে নিয়ে আস্‌বো। তাঁদের গচ্ছিত অমূল্যরত্ন তাম্রধ্বজকে তাঁদেরই হাতে সঁপে দিয়ে যাবো। যাই—যাই—[উন্মাদিনীর ন্যায় কিয়ৎদূর গমন করিয়া সহসা কম্পিত ভাবে] উঃ! যাই—যাই—একটা ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ সর্প দৌড়ে এসে, আমার পায়ে দংশন ক'রে গেল। উঃ! বড় যন্ত্রণা! অসহ্য বিষের জ্বালা জ্বল্‌ছে—সর্ব্বাঙ্গ টল্‌ছে—মাথা ঘুর্‌ছে। ভিতর দিকে আমার জিব টেনে নিয়ে যাচ্ছে—শিরার ভিতর আগুন জ্বল্‌ছে! তাম্রধ্বজ রে! এবার তোরে ছেড়ে, জন্মের মত চল্‌লাম। আমায় কালে দংশন ক'রেছে। হা তাম্রধ্বজ!

[ঘূর্ণিতদেহে পতন।

তাম্রধ্বজ। এ কি হ'লো! এ কি হ'লো! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো! মা—মা—ওমা! আমায় একা ফেলে কোথায় যাবি মা? মা ব'লে ডাক্‌তে, এ সংসারে আর যে আমার কেউ নাই মা!

[ধরিয়া উপবেশন।]

গীত।

যার কপালে এত দুঃখ সে কেন থাকে সংসারে।
আমার তরে যে জন কাঁদে (হরি) হ'য়ে নিলে তুমি তারে॥
কেউ নাই আমার ভূমণ্ডলে, মা ব'লে কার যাবো কোলে,
(তাই বল বলগো) (আমার মা বলা আজ ফুরাইল)
(এখন) কে ঘুচাবে প্রাণের ব্যথা কে মুছাবে আঁখিনীরে।
খেলার সাথী নন্দদুলাল, জানি না কোথায় আছে,
শুন ওগো তরুলতা ব'লো তোমরা তারই কাছে,
(যদি আমায় সে খোঁজে গো) (সে নাই নাই গো)
(পাপ ধরা ছেড়ে শোকে জ্ব'লে পুড়ে) (সে মায়ের সঙ্গে সাথী হ'লো)
আমার মরণ শুনলে কাণে, বড়ই ব্যথা পাবে প্রাণে,
আমার হ'য়ে বুঝিও তারে, (যেন) কাতর না হয় শোকভারে॥

কমলা। [জড়িতস্বরে] তাম্রধ্বজ রে! একটু জল—

তাম্রধ্বজ। এ্যাঁ—এ্যাঁ—জল—জল দেবো? হায়—হায়, একি সর্ব্বনাশ হ'লো! সঙ্গে সঙ্গে কথা জড়িয়ে গেল—চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হ'লো। মুখে নাকে ফেনা নির্গত হ'চ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাসে মৃত্যুলক্ষণ! কি হ'লো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

কমলা। [জড়িতস্বরে] তাম্রধ্বজ রে! এই সময় ছুটে পালিয়ে যাও। আমি জন্মের মত চল্লাম। মরণ সময় একবার হরি হরি বল। হরি—বো—ল। [মূর্চ্ছা]

তাম্রধ্বজ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! নাই—মা আর বেঁচে নাই। শেষ হরি হরি বলতে বলতে, আমার জীবনদায়িনী জেঠাই মা জন্মের মত চক্ষু মুদিত করলেন। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] আজ আমি সত্য সত্যই অভাগা মা-মরা ছেলে হ'লাম। আর আমার কেউ নাই।

চতুর্দ্দিক শূন্য—অন্ধকার হ'য়ে গেল! যিনি দয়াময়ী মাতৃমূর্ত্তিরূপে, আমার চোখের প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু মুছে দিতেন—আমার প্রত্যেক বিপদে আগেই মাথা পেতে দিতেন, আমার সেই করুণাময়ী মা আজ জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে পালালেন। মায়ের মৃতদেহ প'ড়ে আছে, কিন্তু মা নাই। সেই মাটী, জলবায়ু, আকাশ, সেই বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী সকলই সেই ভাবে আছে, কেবল আমার মা নাই! তবে কোথায় যাই? না—আর কোথাও যাবো না। এখানেই মায়ের পা দুখানি বুকে চেপে রেখে ব'সে থাকি। আর হরিপূজাও করবো না—হরি ব'লেও ডাক্‌বো না। হরিনাম নিয়ে একাদশীর রাত্রে আমার মা বাপ চিতানলে পুড়ে ম'লেন। রাজ্য ছেড়ে বনে এসেও আজ আমার এই সর্ব্বনাশ হ'লো। হরি অপেক্ষাও মা বড়। মায়ের প্রাণে যত দয়া, হরির প্রাণে তত দয়া নাই। একবার দেখ্‌বো, হরি কে—আর মা কে? অনশনে এখানে ব'সে শুধু মা—মা ব'লেই কাঁদ্‌বো। [পদতলে উপবেশন]

গীতকণ্ঠে মায়াবালকগণের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

তারকব্রহ্ম মধুর হরিনাম, বল বল রে।
পথের সম্বল, মহা মোক্ষফল, রসনায় তুলে দাও রে।
মা বাপ, ভাই, কেহ কারো নয়, অন্তিমের বন্ধু হরি দয়াময়,
সকল ভুলে লও সে পদে আশ্রয়, ভয়ের ভয় সেই অভয় রে।
বাপ হ'য়ে সেই হরি জন্ম দেয়, মা হ'য়ে স্নেহে ছেলে কোলে লয়,
যৌবনে স্ত্রীরূপে প্রেম যে শিখায়, কিন্তু তিনি তিনের অতীত রে।
তাঁরই খেলা বুঝে সুচতুর হ'য়ে, হেসে খেলে চ'লে যাও রে—
(হরি হরি ব'লে)।

তাম্রধ্বজ। [সহসা উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া] কৈ—কৈ আমার সেই হারানিধি নন্দদুলাল কি এ বিপদের সময় এসেছ? কৈ—কৈ ভাই নন্দদুলাল! দেখ্‌ ভাই, বিনা মেঘে আমার বুকে আমার বাজ পড়েছে। বুক বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে। আমার মা নাই—মা নাই। [চতুর্দ্দিক দেখিয়া] কৈ তোমাদের মধ্যে আমার সেই নন্দদুলাল কৈ? আমার সঙ্গে অশ্বমেধযজ্ঞের খেলা খেল্‌বে ব'লে ভুলিয়ে নিয়ে গেছ্‌লো, সেই অবধি আর লজ্জায় আসে নি। আমি রাজ্য হারিয়ে, বাপ মা হারিয়ে বনে এসেছি, এ সকল বিপদের কথাও জানে না। তোমরা তো তারই খেলার সাথী। আমার সেই নন্দদুলাল কোথা লুকিয়ে আছে, দেখিয়ে দাও। মায়ের সঙ্গে আমিও মর্‌বো। মর্‌বার সময় একটীবার নন্দদুলালের সঙ্গে দেখা কর্‌বো।

সহসা প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। [স্বগত] দুষ্ট কলি সর্পরূপে করেছে দংশন।
জানে না কি মূর্খ কলি, কৃষ্ণ সখা যার,
অপঘাতে এরূপে কি মৃত্যু হয় তার!
[প্রকাশ্যে] নাই যথা কলি-অধিকার,
ল'য়ে যাও এ সতীরে সেই গুপ্ত স্থানে।
কলিকাল—সর্পবিষ করিতে হরণ,
গাও গাও জয় হরি গরুড়বাহন।

[প্রস্থান।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

পরের ছেলে আপন ভেবে, এত স্নেহ দয়া যার,
ভক্তিভরে প্রণাম করি, তাঁর চরণে কোটী বার।

পুণ্যজ্যোতি গায়ে মেখে, স্বর্গের দেবী শুয়ে ওই,
পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে, আয় রে ধন্য ধন্য হই,
দেখ্‌বে জগত-জনে, সতীর গুণের পুরস্কার।
উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে, সুরবালা ফুল ছড়াও,
বনের পাখী দেশ বিদেশে ভারতনারীর গুণ গাও,
সতীর এই পবিত্র দেহে, নাইকো যমের অধিকার।

[কমলার দেহ লইয়া প্রস্থান।

তাম্রধ্বজ। একি হ'লো! আমার যেন ধাঁধা লেগে গেল! মায়ের মৃত দেহের সঙ্গে, সেই সকল ছেলেরা কোথায় অদৃশ্য হ'লো? মায়ের মরা দেহের আশা নিয়ে, অনেকটা বুক বাঁধা ছিল, এবার আমার সকল ফুরালো। আজ নিরাশ্রয় পথের কাঙ্গাল। ওকি! শূন্য হ'তে কে যেন বল্‌ছে, তাম্রধ্বজ! এই তোমার উত্তম সুযোগ। এ সময় দীনবন্ধু হরিকে কেঁদে ডাক্‌বার মত মনের তেজ বাড়াও। এখন হ'তে মায়া-ফাঁসি কেটে রেখে দাও। আমি তাই হবো—আমি তাই হবো। পাষাণ-বুকো হ'য়ে, মায়ার বাঁধন কেটে, এই পোড়া মনকে মেরে রেখে দেবো। হরিনাম নিয়ে অকুলে ভাস্‌বো।

গীতকণ্ঠে নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দদুলাল।—

কেউ কাঁদ্‌লে হাসি, ভালবাসি শুধু চোখের জল,
সে প্রেমজলে ধুয়ে যাবে, স্নেহের মায়া-জল,
খেল্‌বে যদি আমার সঙ্গে বাড়াও বুকের বল।

জীবের এই যে বাঁচা মরা, জীর্ণ ছেড়ে নূতন পরা,
কায়ার বদল হ'চ্ছে শুধু, ভাঙ্গলে খাঁচাকল।
ঘুচ্‌বে যাতে আনাগোনা, কর রে সেই প্রেম-সাধনা,
পাকা মরণ হবে যখন, ঘুচ্‌বে কর্ম্মফল—
ভাজা বীজে গজাবে না, (আর) মায়াগাছের ফল।

তাম্রধ্বজ। একি! নিষ্ঠুর কপট নন্দদুলাল এসেছ! এখন আর কি জন্য দেখা দিতে এলে?

নন্দদুলাল। তোমার সঙ্গে অশ্বমেধ-যজ্ঞের খেলা খেল্‌বো বলেছিলাম, তাই সে খেলা খেল্‌তে এলাম।

তাম্রধ্বজ। আর খেলা কর্‌বো না! আমি এখনই মর্‌বো,—ম'রে মায়ের কাছে যাবো।

নন্দদুলাল। সংসারে কে না মরে? মর্‌বার জন্যই জীব সংসারে জন্মায়। তার জন্য এত কাঁদ্‌ছো? এমন একটা অপূর্ব্ব মরণ আছে, সে মরণ হ'লে আর জন্মাতে হয় না।

তাম্রধ্বজ। আমায় শীঘ্র ব'লে দাও, কিরূপে সে মরণ হবে?

নন্দদুলাল। সে মরণের জন্য, এখন হ'তেই নূতন ভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে। হাতে কাজ ক'রে, মনকে মনের মত গড়্‌তে হবে। দশের সেবা, দেশের সেবা কর্‌বার জন্যই, বিধাতা তোমায় ধার্ম্মিক রাজকুলে পাঠিয়েছেন। তোমার সম্মুখে এখনও অসংখ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে ঋণমুক্ত হও—খেলার সাধ মিটাও।

[অদৃশ্য হওন।

তাম্রধ্বজ। দাঁড়াও—দাঁড়াও ভাই! তুমি ভিন্ন আর এখন আমার জুড়াবার স্থান নাই। তোমায় ধ'রেও ধর্‌তে পার্‌ছি না। আমি পিয়াসী চাতক, তুমি স্নিগ্ধ নবঘন। আমি কাতর চকোর, তুমি চির সুধাময়

পূর্ণচন্দ্র। তোমায় ছাড়্‌বো না—তোমায় ভুল্‌বো না। আমার সব গেছে, যাক্। তোমায় পেলেই সকল অভাব দূর হবে। নন্দদুলাল—নন্দদুলাল!

দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রস্রবণতীর।

ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। [স্বগত] আর কাঁদ্‌বো না—এবার বেশ বুক বেঁধে নিয়েছি। এতদিন ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে তার পরিণাম যখন এই হ'লো, তখন ধর্ম্মবিদ্বেষী—দেববিদ্বেষী হবো। কলি! এবার তুমি সানন্দে আমায় আলিঙ্গন দাও। এবার তোমার মতেই চল্‌বো। বিধির মনে এই ছিল! ঋষিকুমারদের মুখে শুন্‌লাম, কমলাদেবী সর্পাঘাতে মারা গেছেন। সেই শোকে পাগল হ'য়ে তাম্রধ্বজও কুটীর ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে। হায়, তাম্রধ্বজের আশাও আর নাই। সাম্‌নে একটা বাঘ, ভালুক, সাপও দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাদের মুখে জীবন দিয়ে যে এ জ্বালা জুড়াবো, তারও উপায় নাই।

প্রহরীবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ওহে ও মূর্খ ব্রাহ্মণ! এমন সাধের প্রাণটাকে, নকড়া ছকড়ায় বেচ্‌তে চাও যে!

ভোলানাথ। এ্যা—তুমি! সেই তুমি নয়? অনেক দিনের পর

আবার এখানে এসে আমায় ধরেছ, তুমি এক অদ্ভুত পাকা ঝুনো ছেলে বাবা! তোমায় দেখেই হাড়ে হাড়ে চিনেছি। তেজচন্দ্রের আনন্দ-কুটীরের সেই প্রহরী তুমি নয়?

শ্রীকৃষ্ণ। তা হ'লে চিন্‌তে পেরেছ?

ভোলানাথ। তোমাদিগে চিন্‌বো না বাবা! তোমরা ঠাণ্ডা জলে লোকের ঘর পোড়াতে পার। তুমি নিশ্চয় কোন মায়াবী; গুপ্তচর সেজে আর আমাদের পিছু পিছু লেগে থাক্‌তে হবে না,—তোমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়েছে,—সকল কাজই শেষ হয়ে গেছে। কমলাদেবীও সর্পাঘাতে মরেছে; সেই শোকে মহারাজের একমাত্র বংশধর তাম্রধ্বজও শেষ! এবার তোমাদের তেজচন্দ্র নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর্‌বে।

শ্রীকৃষ্ণ। এখনও তুমি একটি প্রধান কণ্টক রয়েছ যে! তোমারই বুদ্ধি কৌশলে কমলাদেবীর সঙ্গে তাম্রধ্বজ ছদ্মবেশে এই বনে পালিয়ে এলো! তুমিই কাল্পনিক ভূতের ভয় দেখিয়ে তাম্রধ্বজের মৃত্যুঘোষণা করেছিলে। শেষে গয়ায় পিণ্ড দেবার ছলে, এখানে এসে জুটেছ।

ভোলানাথ। [স্বগত] এ বেটা নিশ্চয়ই পিশাচসিদ্ধ কোন মায়াবী। মনের প্রত্যেক কথাটী জান্‌তে পারে। এ বেটার হাত হ'তে আর রক্ষা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তা হ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ তো? এবার তেজচন্দ্রের বয়স্য বাক্যপঞ্চাননের মত তেজচন্দ্রের সভা উজ্জ্বল কর্‌বে চল; সকল ভয় দূর হবে। আজকাল শাস্ত্র ধ'রে ধর্ম্ম মেনে বিচার ক'রে চল্‌তে গেলেই এইরূপে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে মর্‌বে। এ কালে যে কোন পাপই কর, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণদিগে কিছু কড়ি, চিঁড়ে, দই, গুড় দিলেই সব গোল মিটে গেল। এই তো ধর্ম্মের দাম! কষ্টের মধ্যে যা একটু মস্তকমুণ্ডন। কিছু বেশী কড়ি ধ'রে দিলে, তারও আবার খণ্ডন আছে।

ভোলানাথ। তোমাদের ঐ সকল নাস্তিক ভণ্ডের কথা এখন ভাল লাগে না বাবা! শোকে, ক্ষোভে দেহ অবসন্ন,—জীবন্মৃত হ'য়ে আছি। তোমরা পরকালের মাথা খেয়ে, কেবল ঐহিকে মেতেছ।

শ্রীকৃষ্ণ। কুসংস্কার—জমাট বুদ্ধি—বৃদ্ধের মনের দুর্ব্বলতা—সে কালের সেই পচা পরকালের কথা। এ জীবনে তিক্ত নিম্বফল খেয়ে কষ্টে কাটালে, ম'রে পরলোকে অশ্বডিম্বের মত একটা কাল্পনিক মিষ্ট ফল পাবে, ও সব কথা এখন আমাদের কাণেই লাগে না।

ভোলানাথ। গাধার কাণে কি বীণার ঝঙ্কার মিষ্ট লাগে! অন্ধ কি চাঁদের শোভা দেখ্‌তে পায়! যারা দুর্ব্বলহৃদয় ক্ষীণমস্তিষ্ক, তাদের নিকট তোমাদের বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ করগে। বংশগত—অস্থি-মজ্জারক্তগত আমাদের এই পরকালের বিশ্বাস নষ্ট কর্‌তে পারবে না। এখন নিজের পথ দেখ—স'রে পড়। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে আর কেন কষ্ট পাও বাবা! তোমরা চঞ্চল—সর্ব্বদা নিম্নগামী মনকে এই দেহ-রাজ্যের রাজা করতে চাও। আমরা নির্ম্মল চৈতন্যকে এই দেহ-রাজ্যের সিংহাসন দিতে চাই। তোমাদের সঙ্গে কি আমরা এক মত হ'তে পারি চাঁদ!

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা পাগল; তাই দেহটাকে একটা রাজ্য কল্পনা ক'রে, মনে মনে কত কি অলৌকিক অসম্ভব মনগড়া কল্পনা কর।

ভোলানাথ। কচু পোড়া খাও গে। এই দেহটা যে একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে, এই দেহের মধ্যেও তা আছে, এ তত্ত্ব কি এখনও জানা নাই? প্রত্যেক জীবের দেহরাজ্যেই যে এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ চল্‌ছে! এই দেহের মধ্যেও পাণ্ডব আছেন, শ্রীকৃষ্ণ সারথিও আছেন। শিখিধ্বজও আছেন, আবার তোমাদের মনের মত তেজচন্দ্র, সমরসিংহও আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা তোমাদের মনগড়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা কিরূপ বুঝিয়ে বল দেখি ?

ভোলানাথ। ভস্মে ঘি ঢেলে—মরুভূমি কর্ষণ ক'রে, কি ফল হবে বাবা ? তোমাদের বুদ্ধি নিয়ে তোমরা মর, আমাদের বুদ্ধি নিয়ে আমরা মরি। আর তর্ক কেন বাবা ! বিশ্বাসে ত্বরায় ফলে, তর্কে বহু দূর।

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় যদি বুঝিয়ে দিতে পার, তোমারই মতে চল্‌বো।

ভোলানাথ। বৃথা বাক্যব্যয়ে ফল কি ? মদের নেশা ছুট্‌লে মাতালের তত্ত্বজ্ঞান, রতিশ্রান্তে কামুকের অনাসক্তি, শ্মশানে শবদাহ-কালে দাহকারীদের সংসারবৈরাগ্য কতক্ষণ স্থায়ী থাকে চাঁদ ? এক কাণ দিয়ে প্রবেশ, অন্য কাণ দিয়ে প্রস্থান। পাথরে কিল মেরে, কেন বৃথা নিজের হাতের ব্যথা বাড়াবো !

শ্রীকৃষ্ণ। পাষণ্ড দলন করতে অনেক বেগ পেতে হয় ! বিরক্ত ও কেন, বুঝিয়ে দাও।

ভোলানাথ। জীবের এই যে কায়া, বৃথা তার মায়া।
যার অনুরাগে উন্মত্ত দিন রাত,
দু দিন পরে তাই হবে ভস্মসাৎ।
এই ক্ষণিক দৃশ্য সুখের দেহ-রাজ্যটা,
এই পুরীর দ্বার আছে নটা।
প্রস্তুত কর্‌লে অদ্ভুত ভূত পাঁচটা,
তার আছে কুমন্ত্রণাদাতা কুসঙ্গী ছটা।
এই দেহ-গৃহের চামড়া ভিত্তি,
হাড়গুলো হ'চ্ছে খুঁটি,
রক্ত মাংস হ'চ্ছে জল আর মাটী।
ভিতর ফাঁপা—

উপরটাই জল কাদা লেপা।
এক একটা বিপদরূপ ঝড়ে,
টলমল ক'রে সর্ব্বদাই এই পুরী নড়ে।
ঘরের বাঁধন হ'চ্ছে
স্নায়ু আর বাড়ীরূপ সরু মোটা দড়ি,
সর্ব্বদাই ভয় কখন্ ছিঁড়ে পড়ি।
এর গোড়াই হ'চ্ছে ঢিলে,
সর্ব্বদাই পড়্ছে মৃত্যুর দিকে হেলে—
কদিন রাখ্‌বে মকরধ্বজ খেয়ে
লাঠি দিয়ে ঠেলে।
চৈতন্য পুরুষ হ'লেন
এ রূপের প্রকৃত জ্ঞানী রাজা,
কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তাঁরই প্রজা।
প্রজাগণ যদি রাজার বাধ্য থাকে,
তা হ'লে আর ডুবে মরে পাপরূপ পাঁকে!

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা প্রজায় মনের মিল হয় না কেন?

ভোলানাথ। পাপের প্রলোভনে প্রজার মন যেমন,
বিধাতা রাজাও জুটিয়ে দেন তেমন।
চৈতন্যপুরুষরূপী সুরাজার মন্ত্রী হ'চ্ছে দু' জন,
এক জনের নাম বুদ্ধি, আর এক জনের নাম মন।
সেই মন্ত্রী দুজনের কখন নাই মনের মিলন,
ঠিক যেন সাপ আর নেউলের মতন।
বুদ্ধি চায় শুধু শেষের সুখ পরকাল,
মন বলে সকল সুখই এই পরকাল।

চৈতন্য রাজা যখন নয়টী দ্বারই যোগে রুদ্ধ ক'রে রাখেন,
তখনই বেশ নির্ভয়ে সুস্থ হ'য়ে থাকেন।
যখন নবদ্বারই খোলা রয়,
তখনই ষড়শত্রু সুযোগ পায়।
কাম-অনুরাগ রিপু যদি নয়নদ্বারে একবার লাগে,
অম্নি ছয়জন শত্রুই মাথা তুলে জাগে।
চোখ দেখ্‌লে রূপ মোহিনী,
কাণ শুন্‌লে রসাল ঝন্‌ঝমানি,
এই দুজনের সঙ্গে জুটে, লোভ এলেন ছুটে,
এই ব্রহ্মাণ্ডটা পূরে দাও তার পেটে,
তবুও কি লোভ রাক্ষসের তীব্র ক্ষুধা মিটে!
তারপর লোভের পিছু এলেন মোহ,
তখন স্ত্রী পুত্র আত্মীয় হ'য়ে জুটলেন যত গলগ্রহ!
তখন হ'লো এগুলি সব আমার,
মায়া বাড়িয়ে দিলেন অহঙ্কার।
আমার ব'লে প্রবল মায়া জন্মাল যখন,
স্বার্থে সামান্য একটু আঘাত লাগ্‌লেই
ক্রোধে রক্তবর্ণ দুনয়ন।
ক্রোধ যখন এলেন উগ্রবেশে,
ষড়রিপু তাঁর সঙ্গে গেলেন মিশে।
এই ছয়টী শত্রু মিলে,
রাজার কুমন্ত্রী মনকে ভুলালেন ছলে,—
তখন সুমন্ত্রী বুদ্ধি ম'লেন চোরা চালে।
প্রজ্ঞা প্রাচীর ভেঙ্গে পুরী করলে অধিকার,

মন্ত্রীহীন রাজা দেখ্‌লেন দশ দিক অন্ধকার।
চৈতন্যপুরুষরূপী রাজাকে তাড়িয়ে
স্বেচ্ছাচারী মন হ'লো রাজা,
রাজার প্রশ্রয় পেয়ে পাপে রত হ'লো যত প্রজা।

এবার বেশ মিলিয়ে দেখে যাও দেখি বাবা! এই দেহের ভিতরও যা হ'চ্ছে, বাহ্যজগতেও তাই। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধটাই এইরূপ। প্রজাদের মনে পুণ্যপ্রবৃত্তি প্রবল হ'লেই প্রকৃতি সুজলা সুফলা প্রফুল্লতাময়ী। আর প্রজাদের মনে পাপ প্রবল হ'লেই প্রকৃতিও নিষ্ঠুরা নীরসা ফল-শস্যহীনা, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর লীলাক্ষেত্র হয়—অশান্তির জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা প্রস্ফুরিত করে।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আবার রত্নাবতীপুরে ফিরে চল। বর্ত্তমান মহারাজ তেজচন্দ্রকে ব'লে, তোমার অতুল সুখসম্পদ সম্মান বাড়িয়ে দেবো। তোমাদেরই ব্রাহ্মণ বাক্যপঞ্চানন কলির মতে চ'লে, কেমন তেজচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হয়েছে।

ভোলানাথ। তেজচন্দ্রের মত চরিত্রহীন স্বার্থপর রাজার প্রজা হওয়া অপেক্ষা, বানর হ'য়ে নিষ্করে গাছে বাস কর্‌তেও প্রস্তুত আছি। এবার বাবা পথ ছেড়ে দাও। তোমরাও আর একটা ধর্ম্মের সংসার ছারখার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌গে! আর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ হ'য়ে, ক্ষত্রিয়ের কথায় থাক কেন?

ভোলানাথ। ক্ষত্রিয়শক্তি যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য আর কে প্রকৃতিস্থ কর্‌তে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ। তা' হ'লে তুমি এতদিন তেজচন্দ্র আর সমরসিংহকে ভস্ম কর্‌লে না কেন?

ভোলানাথ। প্রত্যেক মেঘগর্জ্জনেই কি বিদ্যুৎবিকাশ হয়? যখন পাপীর পাপ পূর্ণ হবে—যখন নিতান্তই ধ্বংসের প্রয়োজন হবে, তখন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পলকে কি হ'তে কি হ'য়ে যাবে। পাপী তখন চোখ থাক্‌তেও দেখ্‌তে পাবে না—কাণ থাক্‌তেও শুন্‌তে পাবে না—অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থেকেও পরিচালনা কর্‌বার শক্তি হারাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। নিঃস্বার্থপর হিতৈষী চরিত্রবান ব্রাহ্মণ! তোমার চোখের এই মূল্যবান অশ্রুজল, নিশ্চয়ই তোমার আরাধ্য বিষ্ণুর প্রাণে ব্যথা দিয়েছে। তোমার কান্নায় হরির প্রাণও কেঁদেছে। তোমার এই প্রকৃত প্রাণের কান্নায় হরির প্রাণও কেঁদেছে। তোমার এই প্রকৃত প্রাণের কান্নার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবে। ভয় নাই, শেষ ধর্ম্মেরই জয় হবে।

[অদৃশ্য হওন ।

ভোলানাথ। কি হ'লো! চপলার মত বাতাসে মিশে গেল! বিরাট বায়ুমণ্ডল কম্পিত ক'রে প্রতিধ্বনি শুন্‌লাম, ধর্ম্মেরই জয় হবে। শূন্যে অপূর্ব্ব আলোকবিকাশ! যারা যারা অন্ধকারে কালের কোলে লুকিয়ে ছিল, তাদিগে আবার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি! ঐ—ঐ—চাঁদের হাট সাজিয়ে ব'সে আছে। মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল—আরও মধুর! ধর্‌বো—ধর্‌বো, নিকটেই দেখ্‌তে পেয়েছি।

[দ্রুত প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কালীমন্দির।

আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। [স্বগত] আহা! ভোলানাথ ঠাকুর ভূতের উপদ্রব নিবারণ করতে গয়ায় গেল, কিন্তু আর ফির্‌লো না। যে দিন গয়ায় গেল, সে দিন হ'তে এ রাজপুরীতে আর ভূতের উপদ্রব নাই। ভোলানাথ ঠাকুর না থাক্‌লে, সেদিন আমার মত সুন্দরী মেয়েমানুষকে কি ভূতে ছাড়্‌তো! ঘাড়ে চেপেই ব'সে থাক্‌তো। আহা, এখন বড় দুঃখ হ'চ্ছে! রাজ-বাড়ীর সকলেই ম'রে ভূত হ'লো, আমি এখন মরা ভূতের হাত এড়িয়ে, দুটী জ্যান্ত ভূতের হাতে পড়েছি। তেজচন্দ্র, সমরসিংহ দুজনেরই ইচ্ছে, আমার ঘাড়ে চাপে। অমন দশটা ভূতও পুষ্‌তে পারি, কিন্তু মুখপোড়ারা কি তা শুন্‌বে? হিংসেয় জ্ব'লে মর্‌বে—ষাঁড়ে ষাঁড়ে গুঁতোগুঁতি কর্‌বে। এখন কানাই ধরি কি বলাই ধরি! তেজচন্দ্র এখন রাজাও বটে আর রসিকও বটে, কিন্তু সমরসিংহের হাতের কাঠের পুতুল। মনে মনে দুজনে এখন সাপে নেউলে হ'য়ে আছে। গোপনে কি একটা কথা বল্‌বার জন্য, তেজচন্দ্র এই কালী-বাড়ীতে আস্‌তে বলেছিল। এই অন্ধকার রাত্রে, একা এখানে কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাক্‌বো!

তেজচন্দ্রের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। আহ্লাদি—আহ্লাদি!

আহ্লাদী। ঐ যে নাগর এসেছ? এখন এই আহ্লাদীর কি কর্‌লে বল? ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খেলে; তোমরাও বিনাযুদ্ধে রাজা হ'লে।

রাজপুত্র তাম্রধ্বজকেও ভূতে তুলে নিয়ে গেল। তোমাদের জন্য আমি তাম্রধ্বজকেও বিষ খাইয়ে মার্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলাম! তোমাদের মুখ চেয়ে কত পাপই করেছি। তোমরা এখন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে আহ্লাদীকে ভুলেছ!

তেজচন্দ্র। আহ্লাদি! তুমিই এখন আমার জীবনসর্ব্বস্ব!

আহ্লাদী। শুধু কথায় কি আর চিঁড়ে ভিজে? আমার জাতকুল মজালে—পরকালের মাথা খেলে। এখন কথামত কাজ কর্‌লে কৈ? হীরে, চুনিপান্নার গহনা দিয়ে সাজিয়ে গলায় গজমতির মালা পরিয়ে, রাজরাণী কর্‌লে কৈ?

তেজচন্দ্র। দেখ আহ্লাদি! সেই জন্যই তোমাকে আজ এই কালী-বাড়ীতে গোপনে ডেকে এনেছি। কমলা ভূতের হাতে মরেছে। এখন তুমিই আমার আশা ভরসা। এতদিন রাজরাণী ক'রে সিংহাসনে বসা-তাম; কেবল সেই কুটীল স্বার্থপর সেনাপতি সমরসিংহের জন্যই তোমার বাসনা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌ছি না। আমার রাজত্ব নয়, তারই দাসত্ব।

আহ্লাদী। আমি তো তোমাকেই চাই। তুমিই তার উপায় কর।

তেজচন্দ্র। আমার সঙ্গে তোমাকেও সাহসে বুক বাঁধ্‌তে হবে। সেই ধূর্ত্তকে গুপ্তভাবে হত্যা না কর্‌লে, আমাদের রাজ্যসুখ নিষ্কণ্টক হবে না। রাজ্য আমার বটে, কিন্তু তরবারির বল তারই হস্তগত। অতিরিক্ত বিষাক্ত মদ্যে যদি তুমি তারে আজ রাত্রেই অচৈতন্য কর্‌তে পার, তা হ'লে এই তরবারিতেই তারে আজ—

সহসা সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ! গোপনে আমায় হত্যা কর্‌বি কেন, এখনই প্রকাশ্য যুদ্ধে উভয়ের ভাগ্য পরীক্ষা করি আয়। তুইও

সশস্ত্র, আমিও সশস্ত্র। এই কালীমার মন্দিরেই, উভয়ের গুপ্তবিদ্বেষের একটা চরম খণ্ডন হ'য়ে যাক্।

তেজচন্দ্র। সমরসিংহ! তুই প্রতারক—শঠ! তাই লুকিয়ে আমাদের গুপ্তকথা শুন্‌তে এসেছিস্। তুইই এতদিন কপট মিত্ররূপে আমার পাপপ্রবৃত্তি বাড়িয়ে দিয়েছিস্।

সমরসিংহ। আহা, কি আমার সাধুপুরুষ—কচি খোকা গো! তোর পাপের ইয়ত্তা নাই।

তেজচন্দ্র। পিশাচ! কুপরামর্শ দিয়ে তুই আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষ বাড়িয়েছিলি। এখন স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তুই আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছিস্। আমাদের সোনার সংসারে আগুন জ্বেলে দিয়েছিস্। তুই নরকের কীট!

সমরসিংহ। মাতাল! নরপশু লম্পট! তোরই মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে আমার পূর্ব্বের পবিত্র চরিত্র কলুষিত করেছি,—প্রতিপালক প্রভুর প্রতিও ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়েছি। তোর মত পিশাচকে দেবতার সিংহাসনে বসিয়ে, নীরবে তোর দাসত্ব স্বীকার কর্‌ছি। কিন্তু আর নয়; তোর পাপ-লালসার আজ পরম তৃপ্তি। তোর পাপ অভিসন্ধি আজ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধরা পড়েছে। আমার সাহায্যে রাজ্য পেয়ে আজ আমাকেই গোপনে হত্যা কর্‌তে, পাপিয়সী আহ্লাদীর সঙ্গে গুপ্ত ষড়যন্ত্র! আয় দুরাত্মা! আজ তরবারিমুখেই সকল মীমাংসা হোক্।

তেজচন্দ্র। আমিই এখন এ রাজ্যের রাজা। আমি প্রকৃত রাজবংশসম্ভূত। তুই আমারই অধীনস্থ বেতনভোগী সামান্য ভৃত্যমাত্র। আমার অনুগ্রহভিখারী সামান্য সেনাপতির মুখে এত স্পর্দ্ধার কথা!

সমরসিংহ। মূর্খ! তোর উপস্থিত রাজপদই যে আমার অনুগ্রহ-লব্ধ। আজ তোরে এই কালীমন্দির হ'তে আর ফিরে যেতে হবে না!

রত্নাবতীপুরীর রাজসিংহাসন এখন এই তরবারির উপর নির্ভর করছে। বৃথা বাক্যে প্রয়োজন নাই।

আহ্লাদী। ওমা! একি হ'লো গো! তোমরা আপনা আপনি কাটাকাটি ক'রে মর্‌তে যাচ্ছ কেন গো? আমার যে ভয়ে গা থর-থর কর্‌ছে!

সমরসিংহ। শীঘ্র এস্থান হ'তে দূর হ পাপিয়সি! তোরও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন আগতপ্রায়।

আহ্লাদী। ওমা, আমি কোথা যাব গো? আমার কপালে শেষ এই হ'লো! না জেনে খেয়েছি কচু, এখন তেঁতুল কোথা পাই রে! মর্ মুখপোড়ারা শিং ভাঙ্গাভাঙ্গি ক'রে। গোভাগাড়ে যাও—শিয়াল শকুনির পেট ভরাও।

[প্রস্থান।

সমরসিংহ। পাপিষ্ঠ! আর নীরবে দাঁড়িয়ে কেন, তুই সর্ব্বাগ্রে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পাপী হয়েছিস্। তুই সর্ব্বাগ্রে আমায় অস্ত্রাঘাত কর্।

তেজচন্দ্র। সাবধান—এখনও সাবধান হও সেনাপতি! এখনও তোমায় ক্ষমা কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

সমরসিংহ। অগ্রে যমালয়ে যা। তারপর যমকিঙ্করের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বি। আজ ক্ষমা কর্‌লে, আবার তুই কালসর্প হ'য়ে আমাকেই দংশন কর্‌বি। আজ আর তোর নিস্তার নাই।

[উভয়ের যুদ্ধ ও যুদ্ধ করিতে করিতে আহত ও
অস্ত্রহীন হইয়া তেজচন্দ্রের পতন]

তেজচন্দ্র। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর সেনাপতি! আজ আমার জীবন রক্ষা কর,—এ পাপরাজ্য তুমিই গ্রহণ কর। আমার প্রাণ নষ্ট ক'রে ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ো না!

সমরসিংহ। তোর মত পাষণ্ডের মুখে কি ধর্ম্মকথা শোভা পায়? তোর মত বিশ্বাসঘাতক কপট বন্ধু, কখনই ক্ষমা যোগ্য নয়। এই তোর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত! [তরবারি উত্তোলন]

সহসা ত্রিশূলহস্তে ভৈরববেশী কমলার প্রবেশ।

কমলা। ক্ষান্ত হও! নররক্তে কালীমার পবিত্র মন্দির কলুষিত ক'রো না। বিশেষতঃ অস্ত্রহীন আহত দুর্ব্বলের অঙ্গে পুনর্ব্বার অস্ত্রাঘাত করা ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ—কাপুরুষের কার্য্য!

সমরসিংহ। কে তুমি সন্ন্যাসী? পাষণ্ডের পাপমুণ্ড ছেদন করতে যে তরবারি সরোষে উত্তোলিত হয়েছে, সে তরবারির গতিরোধ ক'রো না। আজ ধর্ম্ম মান্‌বো না—কারও কথা শুন্‌বো না। তুমি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, তাই সরলপ্রাণে বিশ্বাসঘাতক কুটীল মনুষ্যকেও ক্ষমা করতে বল্‌ছো।

কমলা। এক ক্ষমাগুণ হ'তেই মানুষ পরম ধর্ম্ম লাভ করতে পারে। ক্রোধ, চণ্ডাল পিশাচের হৃদয়েই প্রাধান্য বিস্তার করে।

সমরসিংহ। এই পাতকীকে হত্যা করলে, বনের একটা হিংস্রজন্তু হত্যা অপেক্ষা অধিক পাপ হবে না। এই পাপাত্মার পাপ প্রলোভনেই, আমি ধর্ম্মকর্ম্ম কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দিয়েছি।

কমলা। এ কালে মানুষ এইরূপই স্বার্থপর ধর্ম্মান্ধ হয়েছে বটে। লোভের কুহকে নিজে পাপ করে, কিন্তু ভ্রমবশে পরের উপর দোষারোপ ক'রে নিজে সাধু সাজ্‌তে চায়। তুমি যদি নিজে চরিত্রবান সাধু হ'তে, অপরের কুমন্ত্রণায় হৃদয়ের ধর্ম্মবল হারাতে কি?

সমরসিংহ। এখানে তোমার ধর্ম্ম উপদেশ শুন্‌তে আসি নাই, শত্রু-সংহার করতে এসেছি। সংসারপূজ্য সন্ন্যাসী দেখেই এতক্ষণ ধৈর্য্য

ধ'রে আছি। শীঘ্র স'রে যাও, নচেৎ তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হবো না।

কমলা। আচ্ছা! তবে আমারই অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে তোমার পৈশাচিক বীরত্বের পরিচয় দাও। সম্মুখে দানবদলনী কালীমা দেখ্ছেন—উর্দ্ধ আকাশে পুণ্যাত্মার উজ্জ্বল আত্মাস্বরূপ নক্ষত্রগণ দেখ্ছেন—মহাকাল মহাদেবের ত্রিনেত্রস্বরূপ চন্দ্রদেব দেখ্ছেন—জীবের জীবনস্বরূপ পবনদেব সকলের কর্ণরূপে শুন্ছেন,—আমি সকলকে সাক্ষী রেখে বল্ছি, অগ্রে আমারই অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর।

সমরসিংহ। সাংসারিক জ্ঞানহীন সন্ন্যাসি! এবার তুমি আমার অনুগ্রহের সীমা অতিক্রম করলে।

সহসা তরবারিহস্তে গোবিন্দরামের প্রবেশ।

গোবিন্দরাম। দুরাকাঙ্খ মূর্খ সেনাপতি! তার পূর্ব্বে গোবিন্দরামের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করলে। চিন্তে পার কি, ধার্ম্মিক মহারাজ শিখিধ্বজের চির-অন্নদাস আমি, সেই অন্তঃপুরপ্রহরী গোবিন্দরাম? ঐ সন্ন্যাসীর পবিত্র অঙ্গস্পর্শ করবার পূর্ব্বেই, তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ড পাবি। [মুক্ত তরবারিহস্তে সম্মুখবর্ত্তী হওন]

সমরসিংহ। তুই! তুইও আমার গুপ্তহত্যার চক্রান্তে লিপ্ত? এক দিন তুই আমারই ভয়ে, রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছিলি!

গোবিন্দরাম। ঘৃণিত কুক্কুরগণের মুখ হ'তে এক সিংহশিশুর প্রাণরক্ষায় অন্তর্য্যামী হরিকে মনে মনে জানিয়ে কালপ্রতীক্ষায় কিছুদিন তোদের পাপ চক্ষুর অগোচরে ছিলাম।

সমরসিংহ। [স্বগত] এঁ্যা! তাম্রধ্বজ কি এখনও জীবিত? সহসা হৃদয় চমকিত হ'লো কেন!

গোবিন্দরাম। এখন আর নীরবে ভাব্‌বার সময় নাই। তোদের পশুবলের পরিণাম, এখনই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবি।

সমরসিংহ। আয় তবে, তোরেই অগ্রে যমালয়ে পাঠাই।

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ]

সহসা ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। বন্দী কর—বন্দী কর! প্রভুহন্তা পাপিষ্ঠকে, পর-ধনাপহারী বিশ্বাসঘাতককে, লৌহশৃঙ্খলে পশুর ন্যায় বন্ধন ক'রে, পুণ্যাত্মা মহারাজের কারাগারে নিয়ে যাও। ভয় নাই—ভয় নাই গোবিন্দরাম! ঐ দেখ, ধর্ম্ম তোমার সহায়।

গীতকণ্ঠে সশস্ত্র মায়াবালকগণের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

হরি হরি ব'লে ধর্ ধর্ চক্র ধর্, মার্ মার্ পাপাচারী দানবদল,
দানব নিধনে ধর্ম্মসংস্থাপনে পুনঃ শান্তিপূর্ণ হবে ধরাতল।
সোণার কমলে ভেকে মধু খাবে, এ ভারত তুমি দেবলীলাস্থল,
ধর্ম্মরক্ষাকারী দর্পহারী হরি, ভারতবাসীর হৃদয়ের বল,—
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে চল চল সবে, রাখিতে ধর্ম্মের গৌরব বল,
জ্যোতির্ম্ময় চক্র ঘুরাও সবেগে, জয় হরি শ্রীহরি বল অবিরল।

সমরসিংহ। [স্বগত] একি! একি! সহসা এই সকল অপূর্ব্ব বিক্রমশালী বালক কোথা হ'তে এলো? ক্রমেই আমি হতদর্প—হতবল!

ভোলানাথ। গোবিন্দরাম! এই বালকগণের সাহায্যে, শীঘ্র এই দুরাত্মা সেনাপতিকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাও।

[সমরসিংহকে বন্দী করিয়া বালকগণের প্রস্থান।

গোবিন্দ। এত দিনে বুঝ্‌লাম, সংসারে দস্যুর বাড় দশ দিন মাত্র। আজ উদ্দেশ্যের এক অংশ পূর্ণ হ'লো।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। [তেজচন্দ্রের প্রতি] আহত—জীবন্মৃত অবস্থায় ভূতল-শায়ী উনি কে? তুমি! পাপ লালসালুব্ধ স্বজনহন্তা সেই তেজচন্দ্র—তুমি? সেই সকল পৈশাচিক ঘটনার কথা মনে হয় কি? কার ধন জোরে কেড়ে নিয়ে, রত্নাবতীর, বর্ত্তমান রাজা হয়েছ? সংসার-সাগরের এক পারে স্বর্গ, এক পারে নরক। সেই ভীষণ আবর্ত্তময় সাগরে পাপিষ্ঠ সমরসিংহকে কাণ্ডারী আর পাপীয়সী আহ্লাদীর চরণকে সুখতরী ভেবে, কেমন নাকানি-চুবনি হ'লো? কোন্ কূলে ভেসে যাচ্ছিলে, বুঝ্‌তে পেরেছ?

কমলা। আর্য্য! উনি এখন রণশ্রান্ত—আহত—অনুতপ্ত! এ সময় কোনরূপ মর্ম্মান্তিক কথা ব'লে যন্ত্রণাবৃদ্ধি কর্‌বেন না।

তেজচন্দ্র। [কম্পিতদেহে উঠিয়া] আমার বিপদ-সাগরে প্রকৃত কাণ্ডারী হ'য়ে আমার আসন্ন-মৃত্যুর শেষ শীতলতায় পরমৌষধি উত্তেজক চতুর্ম্মুখরূপে, কে তুমি দয়াময় সন্ন্যাসী দেখা দিলে? এই পতিত পাপী হতভাগ্যের প্রতি, এত প্রাণঢালা দয়া স্নেহ দেখিয়ে দুর্ব্বৃত্ত সমরসিংহের হস্তে আমার জীবনরক্ষা কর্‌লে, কে তুমি?

ভোলানাথ। মদিরার মোহিনী মায়ায় মত্ত হ'য়ে, দুর্দ্দমনীয় লোভের কুহকে যাদের সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করেছিলে,—হিংস্রক জন্তু অপেক্ষাও নিষ্ঠুর প্রবৃত্তিবশে যাদের বুকের রক্ত চুষে খেয়েছিলে, তাদেরই একমাত্র হিতৈষী বন্ধু এই সন্ন্যাসী।

তেজচন্দ্র। ভোলানাথঠাকুর! ক্ষমা কর—ক্ষমা কর। আমার পূর্ব্বের পাপ স্মৃতি, বিষাক্ত ভুজঙ্গ হ'য়ে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে দংশন কর্‌ছে।

পাপিষ্ঠ সমরসিংহের অস্ত্রাঘাতে আমার মৃত্যু হ'লো না কেন? আমি স্বজনঘাতী কুলাঙ্গার। কুসঙ্গে ম'জে, আমি কমলার ন্যায় স্বর্ণপ্রতিমা সতী সহধর্ম্মিণীরে কঠোর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছি। উঃ! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। [রোদন]

ভোলানাথ। একি! এখন কমলাদেবীর জন্য চোখের জল ফেল্‌ছো যে! সময়ে পাষাণও গলে!

কমলা। ঠাকুর! আর কিছু বল্‌বেন না। উনি যদি আমাদের আশ্রমে যেতে চান, সঙ্গে নিয়ে আসুন।

তেজচন্দ্র। যাবো—আপনাদের পদধূলি হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবো। যদি আবার সেই প্রাণের ভাই, ভাইপো, সেই লক্ষ্মী কমলাকে পাই, তাদের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রাণের জ্বালা জানাবো—দন্তে তৃণ ধ'রে ক্ষমা চাইবো।

ভোলানাথ। প্রকৃতই যদি অনুতপ্ত হ'য়ে থাকেন, পতিতপাবন হরিই পতিতোদ্ধার কর্‌বেন। আমার কাঁধে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে আসুন।

[তেজচন্দ্রকে ধরিয়া প্রস্থান।

কমলা। [স্বগত] হা মায়া! চোখের জল দেখে, আমারও যে চোখে জল এলো! প্রাণটা কেমন হ'য়ে গেল! যে বৈরাগ্যের বাঁধন দিয়ে বুক বেঁধেছিলাম, সে বাঁধনও যে আবার শিথিল হ'য়ে গেল!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নর্ম্মদাতীরস্থ যজ্ঞক্ষেত্র।

শিখিধ্বজ ও কুমুদ্বতীর প্রবেশ।

শিখিধ্বজ। আমরা যেন স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছি! এত দিন কি এক মায়ায়, মুক্তপাখা পাখীর মত প্রেমানন্দে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম; সংসারের সকল জ্বালা ভুলেছিলাম। আবার কে যেন সেই শিকলে বেঁধে সেই পুরাতন কারাগারে নিয়ে এলো।

কুমুদ্বতী। মহারাজ! অলৌকিক ঘটনা দেখে শুনে, ক্রমে আরও বিস্ময় বাড়্ছে। কি যেন এক দৈবশক্তি প্রভাবে, প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ শত্রুগণের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন ক'রে, মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত এ পুরে যশের আলো ছড়াচ্ছে। দিব্যমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় বালকগণ, বীরসাজে অস্ত্রশস্ত্র ধ'রে তাম্রধ্বজের সাহায্যকারী। সকলেই যেন তাম্রধ্বজের ইঙ্গিতে চল্‌ছে। আ মরি মরি! সেই বালকদের অপূর্ব্ব বীরত্বের সঙ্গে মধুর হরিভক্তি দেখে প্রাণের ভিতর কি আনন্দ!

শিখিধ্বজ। রাণি! তোমারই পুণ্যে আমি তাম্রধ্বজের ন্যায় হরি-ভক্ত পুত্র পেয়েছি। সেই পুত্রেরই হরিভক্তির ফলে আমরা চিতানলে ঝাঁপ দিয়েও নূতন দেহ নূতন প্রাণ নিয়ে, আবার যেন নূতন হ'য়ে ফিরে এসেছি। এক অপূর্ব্ব মায়ায় কিছু দিন শূন্যে নানা তীর্থ দেখে, আবার আমারই রাজ্যে এই নর্ম্মদা নদীতীরে এই মনোহর যজ্ঞক্ষেত্র দেখ্‌ছি। এই অপূর্ব্ব যজ্ঞক্ষেত্র আবার আমারই বালক পুত্র তাম্রধ্বজের কীর্ত্তি।

কুমুদ্বতী। আপনার প্রিয় বয়স্য ধার্ম্মিক ভোলানাথ ঠাকুর, কিছুদিন

পূর্ব্বে তাম্রধ্বজকে শ্রীকৃষ্ণের নাড়ুগোপাল মূর্ত্তি খেলা কর্‌তে দিয়েছিলেন ; বাছা সেই ঠাকুর পেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে খেলা করতো। সরল বিশ্বাসে, নির্ম্মল শিশু-বুদ্ধিতে দুধ খাওয়াতো,—ঘুম পাড়াতো—মনের মত কত সাজে তার সেই নন্দদুলাল ঠাকুরকে সাজাতো। আমার মনে হয়, সেই মধুর শৈশব সাধনারই এই মধুময় ফল।

শিখিধ্বজ। রাণি! অমৃত-সাগর দেখে, আর কি কামনার পঙ্কিল পুকুরে ডুব্‌তে সাধ হয়? আর যে এই মরণধর্ম্মী মায়ার দেহ ভাল লাগে না। কত দিনে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার শুভ সম্মিলন হবে? কত-দিনে সেই পরিপূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবো? এই জড় দেহ যে সর্ব্বদাই যন্ত্রণাময় মনে হ'চ্ছে! হায়! আমাদের কর্ম্ম কি ক্ষয় হবে? জ্বলন্ত অনলে দেহ দিয়েও যখন এ ভবজ্বালার অবসান হ'লো না, তখন সুদৃঢ় ভববন্ধন কি মোচন হবে? আবার যে নূতন বন্ধন! আবার স্বরাজ্যে ফিরে এলাম। আবার প্রাণাধিক তাম্রধ্বজকে, হিংসাময় যুদ্ধকার্য্যের উপযোগী বীরসাজে সজ্জিত হ'তে দেখ্‌লাম। সেই তাম্রধ্বজই আমার অগোচরে এই বিশাল যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। আমারই নামে সঙ্কল্প ক'রে, অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হয়েছে। আমি যেন কাঠের পুতুলের মত অবাক হ'য়ে দেখে যাচ্ছি। প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ যে কার সাহসে, কার উত্তেজনায় এরূপ অসম্ভব কার্য্যে হাত দিয়েছে, তা বুঝ্‌তে পারছি না।

কুমুদ্বতী। তাম্রধ্বজ নিশ্চয়ই কোন দৈবশক্তি পেয়ে, এরূপ কল্পনা-তীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে। যার কৌশলে দুর্দ্দান্ত সেনাপতি সমরসিংহ বন্দী—মৃত্যুর মুখ হ'তে আপনার ধর্ম্মভ্রষ্ট অপরিণামদর্শী ভ্রাতার জীবন রক্ষা—শঠের ভীষণ ষড়যন্ত্র হ'তে হৃত রাজ্যের উদ্ধার—এরূপ বীরের ন্যায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেই তাম্রধ্বজকে কি এখনও সামান্য বালক মনে করেন? নিশ্চয়ই বাছা আমার দয়াময় হরির অনুগৃহীত।

শিখিধ্বজ। রাণি। সকলই জেনেছি—সকলই বুঝেছি। কালীমার মন্দিরে নির্দ্দয়ভাবে পশুহত্যা করতেন ব'লে, আমিই একদিন দাদাকে কতরূপ তিরস্কার করেছি। আজ সেই আমি আত্মন্ত হিংসাময় অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হয়েছি।

সহসা তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। বাবা! বাবা! নিষ্কামভাবে যজ্ঞে পশুহত্যায়, পশুর পশুত্বখণ্ডন—বন্ধনমোচন। জ্যেঠামশাই লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে ভোগের জন্যই পশুহত্যা করতেন,—ধর্ম্মের জন্য নয়। মদ্য মাংস সেবার জন্যই তাঁর তামসিক পূজা। আত্মতৃপ্তিই ভোগ, পরতৃপ্তিই প্রেম। আপনি নির্ম্মল বুদ্ধিবশে, সেই নির্ব্বিকার প্রেমকে হৃদয়ে জাগিয়েছেন; আপনার আর পতনের ভয় নাই। এক মহামহিমান্বিত মহাপুরুষ, আমাদিগে তাঁরই ইচ্ছায় লীলাপ্রসঙ্গে খেলাচ্ছেন।

কুমুদ্বতী। প্রাণের প্রাণ তাম্রধ্বজ রে! এই সকল অলৌকিক অভাবনীয় কার্য্য দেখে, সে কথা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আবার তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাবো—পিতৃশত্রু শাসন ক'রে আবার তুমি এরূপ ভাবে বংশের গৌরবস্থল হবে, এ কথা স্বপ্নের অগোচর।

শিখিধ্বজ। তাম্রধ্বজ! তোমার মত দৈবশক্তিশালী হরিভক্ত পুত্র-লাভ, আমাদের কত জন্মের সাধনার ফল, তা বলতে পারি না। বৎস! মূলে যে লীলাময় পুরুষ এ খেলা খেলছেন, তুমি কি তাঁর স্বরূপ দর্শন করেছ?

তাম্রধ্বজ। পিতঃ! এখনও আমরা মায়ান্ধ মানব। এখনও সন্দেহ-দোলায় তুলছি। ছায়ার মত—বিদ্যুতের মত, কতরূপেই তাঁর বিকাশ দেখছি। জলে—স্থলে—শূন্যে—দেহীরূপে—বিদ্রোহীরূপে—কখন রূপে—কখন অরূপে, সেই মায়াময়ের স্বরূপ যেন লুকোচুরি খেলছেন।

কুমুদ্বতী। তাম্রধ্বজ রে! আমরা মায়াত্যাগ কর্‌তে গিয়ে, আবার এক নূতন মোহিনী জালে জড়িয়ে এসেছি। কান্না ভুল্‌তে গিয়ে আবার কাঁদ্‌তে এসেছি। তুমিই আমাদের একমাত্র কুলগৌরব সুসন্তান—আমাদের আশা ভরসা! হরিপূজা কর্‌তে যাই, কিন্তু এখন তোমারই চাঁদমুখ মনে পড়ে। শূন্য হ'তে কাণে কাণে ব'লে দেয়, তোদের বহু সাধনার ধন পুত্র হ'তেই মুক্তি হবে। প্রাণাধিক! যোগীজনদুর্ল্লভ সেই সাধনার ধনকে কি ধ'রে দিতে পারবি ?

তাম্রধ্বজ। মা! তাঁরে ধর্‌বো ব'লেই তাঁর ইচ্ছায় এই বীরবেশ ধরেছি। তাঁরই ইচ্ছায় পিতাকে অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী করেছি। যদি ধর্ম্মপ্রাণ পিতার উপযুক্ত পুত্র হই, মহারাজ শিখিধ্বজের ধরাব্যাপিনী কীর্ত্তিপ্রচারে জীবন সার্থক কর্‌বো।

শিখিধ্বজ। চমকিত হ'চ্ছি,—বিস্ময়-সাগরে ডুবে যাচ্ছি! তাম্রধ্বজ রে! সকলই যেন পাগলের উন্মত্ত কল্পনা মনে হ'চ্ছে।

তাম্রধ্বজ। বাবা! বাবা! আমার খেলার সাথী, আমার প্রাণের প্রাণ একটা কালো ছোঁড়া, সত্য সত্যই আমায় পাগল ক'রে দিয়েছে।

শিখিধ্বজ। এ্যা—এঁ্যা! তোমার খেলার সাথী এক কালো ছোঁড়া? শুনেই যে প্রাণ পুলকিত হ'লো!

[স্বগত] বুঝিতে না পারি কিছু,
কেবা সে বালক!
বিস্ময়ে সভয়ে প্রাণ হয় চমকিত।

[প্রকাশ্যে] বৎস! তোমার খেলার সাথী সেই কালো ছেলেটাকে আমরা কি একবার দেখ্‌তে পাবো না?

তাম্রধ্বজ। বাবা! সেই অদ্ভুত ছোঁড়াটাকে এখনও আমি ঠিক চিন্‌তে পারি নি, ধর্‌তে পারি নি। সহসা কোথা হ'তে বিদ্যুতের মত

সাম্‌নে এসে দেখা দেয়। খেলা করে, মন্ত্রণা দিয়ে আমার মনের তেজ বাড়িয়ে দেয়। বাবা! বাবা! তারই উত্তেজনায় আমি পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধ'রে এনেছি।

শিখিধ্বজ। এ্যাঁ! শুনে যে সভয়ে বুক কেঁপে উঠ্‌লো! ধর্ম্মবলে, বাহুবলে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্বধারণ আর কালসর্পের সঙ্গে খেলা, একই কথা।

তাম্রধ্বজ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের কথামত, সে ঘোড়া এখন আমার। সেই অশ্বের ললাট হ'তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নাম তুলে দিয়ে মহারাজ শিখিধ্বজের নাম লিখে দিয়েছি।

পীতপুচ্ছ শ্যামবর্ণ সর্ব্ব সুলক্ষণ,
চন্দ্রমা জিনিয়া অশ্ব অতি মনোহর,
এনেছি সবলে ধরি, রেখেছি বাঁধিয়া।
সেই অশ্বে পিতৃ-যজ্ঞ করিব সাধন,
দেখাবো পাণ্ডবগণে বালকের রণ।

কুমুদ্বতী। তাম্রধ্বজ! পরিণাম না ভেবে শিশুবুদ্ধিবশে বড়ই অন্যায় কার্য্য করেছ! দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবদের প্রিয় সখা, সেই পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ! পাগল ছেলে! না বুঝে করেছ কি! কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধনাদি শত দুর্দ্দান্ত কৌরবগণ যার ক্রোধানলে ভস্ম হ'লো—যাঁর নামে কৃতান্তও কম্পিত হয়—বভ্রুবাহনের হস্তে অর্জ্জুন, বৃষকেতু ম'রেও আবার যে কৃষ্ণের মায়ায় পুনর্জ্জীবিত, তুমি সেই মায়াময় শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরূপে পরিগণিত হ'তে ইচ্ছা করেছ কেন? শুনেই যে ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে!

শিখিধ্বজ। সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল এতদিন পরে,
বালকের বুদ্ধিদোষে হিতে বিপরীত!

কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ধারণে,
হ'লাম প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণের অরি ।
আর কোন না দেখি উপায়,
এইবার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ বুঝি হয় !
চল প্রিয়ে সবান্ধবে দন্তে তৃণ ধরি,
সকাতরে ক্ষমা চাই অশ্ব ফিরে দিয়ে ।
ছুটে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে,
লুটে পড়ি কেঁদে কেঁদে অনুতপ্ত প্রাণে ।
যাঁর পাদপদ্ম হ'তে পতিতপাবনী
সুরধনী জন্ম ল'য়ে ত্রিলোকে ত্রিরূপে
ত্রিধারায় ত্রাণ করে পাপী তাপিগণে,—
পাপভার প্রপীড়িতা বসুন্ধরাদেবী
যাঁর পদ পরশে পুলকে পূত হ'লো,
মুনি ঋষি যাঁর লাগি সর্ব্বস্ব তেয়াগি,
দিবানিশি পাদপদ্ম ধ্যানে ধন্য হয়—
সেই যাদবেন্দ্র কৃষ্ণ পাণ্ডবের সনে
ভাগ্যবশে পদার্পণ করিলা এ পুরে ।
হা অবোধ পুত্র তাম্রধ্বজ !
অশ্ব ধরিবার অগ্রে বলিতে যদ্যপি,
কি সুখের দিন আজ হইত আমার ।
যজ্ঞ, দান, জপ, তপ সব তুচ্ছজ্ঞানে,
পায়ে ধ'রে আনিতাম সে কৃপানিধানে ।
এস এস তাম্রধ্বজ শীঘ্র অশ্ব ল'য়ে,
এক সঙ্গে ক্ষমা চাবো কেঁদে তাঁর পায়ে ।

তাম্রধ্বজ । সদর্পে ধরিয়া অশ্ব, তুচ্ছ প্রাণভয়ে
ফিরে দিতে যাবো পুনঃ কাপুরুষ হ'য়ে !
ধন, ধরা, অগ্নি, জল, ইহা কারো নয়,
সকলের সম অধিকার শাস্ত্রে কয় ।
বীরত্বে সাধনা বলে যে হয় প্রধান,
ভাগ্যবান সেই এ সংসারে ।
কেন পিতা বৃথা কর পাণ্ডবের ভয় ?
সর্ব্বজীবে সমদর্শী কৃষ্ণ দয়াময় ।

শিখিধ্বজ । [সহসা চমকিত হইয়া]
ঐ শোন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-টঙ্কার,
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ আকাশ কাঁপায় !
অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য ঘোর কোলাহলে,
বীরদর্পে ক্রমেই যে আগুয়ান হয় ।

তাম্রধ্বজ । বিন্দুমাত্র নাহি ডরি তায় ।

শিখিধ্বজ । যজ্ঞক্ষেত্র-বহির্ভাগে সিংহের গর্জ্জনে,
ঐ শোন সাহঙ্কারে ডাকে বৃকোদর ।
যজ্ঞে ব্রতী হবিষ্যাশী অস্ত্রহীন আমি,
এ বিপদে কি করি উপায় ?
[বিচলিত হইলেন]

তাম্রধ্বজ । ভয় নাই—ভয় নাই পিতঃ !
বিপদনিবারী হরি অন্তর্য্যামী হ'য়ে,
এ দাসের মন বুঝে দেবেন সুফল ।
কপট শ্রীকৃষ্ণে আজ পরীক্ষা করিব,
দেখিব পাণ্ডবস্নেহে একচোখো কি না ?

সহসা গোবিন্দরামের প্রবেশ

গোবিন্দ। রাজকুমার! রাজকুমার!
সদর্পে পাণ্ডবগণ যজ্ঞদ্বারে আসি,
যুদ্ধ হেতু বারম্বার করে আস্ফালন।
তোমার খেলার সাথী সহস্র বালক,
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে তব মুখ চেয়ে।
দাও অনুমতি, দ্রুতগতি শার্দ্দূলবিক্রমে,
পাণ্ডবের বাহুবল ব্যর্থ করি রণে।

তাম্রধ্বজ। হরে মুরারে ব'লে বীর রসে মাতি,
রীতিমত শিক্ষা দাও দর্পান্ধ পাণ্ডবে।
আমার প্রাণের সখা সে নন্দদুলাল,
ঐ দেখ হাসিমুখে দিতেছে অভয়।
দাও পিতা পূত পদধূলি,
কর মাগো পূর্ণ আশীর্ব্বাদ,
বাহুবলে অথবা কৌশলে,
নিশ্চয় করিব বাধ্য নরনারায়ণে।
বীরেন্দ্র গোবিন্দরাম! এস সঙ্গে মম।

[দ্রুত প্রস্থান।

শিখিধ্বজ। গোবিন্দরাম—গোবিন্দরাম! প্রাণাধিক তাম্রধ্বজ বালকবুদ্ধিতে একি ভীষণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌লে? জগৎবিজয়ী পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা! শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধানলে, অচিরেই আমাদিগের পতঙ্গের মত ভস্ম হ'তে হবে।

কুমুদ্বতী। গোবিন্দরাম! তুমিই সেই ঘোর বিপদে শত্রুর মুখ

হ'তে নিরুপায় শিশু তাম্রধ্বজের জীবন রক্ষা করেছ। কমলা দিদি আর তুমি সে সময় যদি ভোলানাথ ঠাকুরের চতুরতায় তাম্রধ্বজকে গোপনে স্থানান্তরিত না কর্তে, আমাদের সকল আশাই নির্ম্মূল হ'তো! দয়াময় হরির কৃপায় আর সকলই ফিরে পেলাম, কেবল স্বর্গের দেবী কমলা দিদির কোন সন্ধান পেলাম না। সেই বিষাদের উপর আবার এক মহাবিপদ। কার সাহসে তাম্রধ্বজ যে এ বিপদ সাধ ক'রে ডেকে আন্‌লে, কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনা। গোবিন্দরাম! কি উপায় হবে বাবা?

গোবিন্দরাম। মা! কোন চিন্তা কর্‌বেন না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ যার কৃপায় জগতে অসাধ্যসাধন ক'রে ধন্য ধন্য হয়েছেন, ভক্ত তাম্রধ্বজও তাঁরই ইচ্ছায় এরূপ অসম্ভব কার্য্যে হাতে দিয়েছে। আমারও প্রত্যেক রক্তকণিকায় এক অপূর্ব্ব তেজ সঞ্চারিত করেছে; তাই আমিও আজ সানন্দে পাণ্ডব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে সাহসী হয়েছি। তাম্রধ্বজের সঙ্গে জয়মাল্য গলে প'রে, শীঘ্রই আবার আপনাদের চরণদর্শন কর্‌বো। আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। ঐ শুনুন, তাম্রধ্বজের বিজয়-নিনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত। গোবিন্দরামের হস্তও আজ শত শার্দ্দূলবিক্রমে উত্তেজিত। প্রাণের মায়া নাই—মৃত্যুর ভয় নাই। আপনাদের নিষ্কাম হরিসাধনার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, অচিরেই সংসারে বিঘোষিত হবে। এই যজ্ঞক্ষেত্রে হরিপদচিন্তা করুন। আমরাও হরি হরি ব'লে, শতগুণ উৎসাহে সমর-সাগরে ঝাঁপ দিই।

[দ্রুত প্রস্থান।

শিখিধ্বজ। রাণি! গোবিন্দরামের বাক্যে মোহমায়া বিদূরিত হ'লো। মনে মনে অভয়ের অভয়পদে তাম্রধ্বজকে সঁপে দাও। সব ভুলে যাও—হরিগুণ গাও।

কুমুদ্বতী।—

গীত।

এই যে হস্তপদযুক্ত আমি, ইহা প্রকৃত সে আমি নয়।
এই দেহ আমি হ'য়ে, কেন বা মরিলে অসাড়ে পড়িয়া রয়॥
এই দেহ গেলে মরণ না হয়, সূক্ষ্ম দেহে আত্মা রয় কর্ম্মময়,
কর্ম্মবশে কেহ ধরে জীবদেহ, কেহ বা দেবতা হয়।
যে শিখিছে শুধু প্রেমের সাধনা, দেহ গেলে তার প্রেম তো যাবে না,
কামনার গন্ধ সে প্রাণে থাকে না, প্রেমের পরশে হয় কর্ম্মক্ষয়,—
শিশিরের মত প্রেমে প্রাণ গলে, প্রেমে মিশে প্রাণ হয় প্রেমময়॥

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থলপার্শ্বস্থ পথ।

পাণ্ডব সৈন্যগণসহ সক্রোধে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। সৈন্যগণ! প্রচণ্ড বিক্রমে রত্নাবতীপুরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন কর,—দুষ্টাশয় শিখিধ্বজকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস। সামান্য কপোত হ'য়ে শ্যেনপক্ষীর কণ্ঠদেশ দংশন করতে সাহসী হ'লো! সর্ব্বাগ্রে সেই চপলমনা ধৃষ্ট বালক তাম্রধ্বজকে আমার সম্মুখে ধ'রে এনে দাও।

সহসা শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে—সখে! ক্রোধে আমারও সর্ব্বাঙ্গ জ্বল্‌ছে। সামান্য

বালকের কি স্পর্দ্ধা! বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌বার আশা কর্‌লে—শিশু-বুদ্ধিতে জ্বলন্ত অনলে হাত দিলে। এরূপ স্থলে রীতিমত প্রতিফল না দিলে, চতুর্দ্দিকেই পাণ্ডবদের অপযশ ঘোষিত হবে—ভীমার্জ্জুনকে কাপুরুষ ব'লে উপহাস কর্‌বে।

অর্জ্জুন। সখা—সখা! অসহ্য এ গাত্রজ্বালা!
এক পার্শ্বে গদাহস্তে আর্য্য বৃকোদর,
প্রচণ্ড গাণ্ডীব ল'য়ে আমি সব্যসাচী,
বৃষকেতু সঙ্গে বীর সে বভ্রুবাহন,
অবাক্ নিস্পন্দ হ'য়ে মন্ত্রমুগ্ধ প্রায়,
স্বচক্ষে দেখিনু সেই অপূর্ব্ব ঘটনা।
সহস্র বালক সঙ্গে সেই তাম্রধ্বজ
বিদ্যুতের মত এসে নয়ন ধাঁধিয়া,
সবলে প্রত্যক্ষে অশ্ব গেল বেঁধে নিয়ে।
পার হ'য়ে শত শত সমর-সাগরে,
পাণ্ডবের যশ-তরী গোষ্পদে ডুবিবে!

শ্রীকৃষ্ণ। বোধ হয় সে বালক সামান্য না হবে।
ঘটিবে তুমুল রণ রত্নাবতীপুরে।
শুনেছি সে শিখিধ্বজ পরম ধার্ম্মিক,
হিংসাময় যুদ্ধকার্য্যে সদা সুসংযত।
তার পুত্র তাম্রধ্বজ এ অল্প বয়সে,
না জানি কাহার বলে এত শক্তিশালী!

অর্জ্জুন। পিপীলিকা পাখা ধরে মরিবার তরে।
বালকের ধৃষ্টতার উপযুক্ত সাজা,
ক্ষণপরে রণস্থলে পাবে সে দুর্ম্মতি।

সহসা ভীমের প্রবেশ।

ভীম। দুষ্টমতি শিখিধ্বজ নর্ম্মদার তীরে,
সুবিশাল যজ্ঞক্ষেত্র করেছে প্রস্তুত।
অহঙ্কারে শত শত বালক সহায়ে,
পাণ্ডব-যজ্ঞাশ্ব ধরি রেখেছে বাঁধিয়া।
অর্ব্বাচীন ভণ্ড সেই বালকসকল,
সশস্ত্রে সদর্পে ভ্রমি হরি হরি ব'লে,
যজ্ঞস্থল রক্ষা করে এলাম দেখিয়া।

অর্জ্জুন। ক্ষমাযোগ্য নহে সেই বালক সকল।
বীরদর্পে আক্রমণ কর যজ্ঞস্থল।

ভীম। যাও যাও সৈন্যগণ প্রচণ্ডবিক্রমে,
বেষ্টন কর-রে মূর্খ বালকের দল,—
এক প্রাণী কোন দিকে পালাতে না পারে।

সৈন্যগণ। জয় পাণ্ডবের জয়! জয় পাণ্ডবের জয়!

[শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] সামান্য বালকগণের সঙ্গে আজ জগৎবিজয়ী পাণ্ডবগণের অপূর্ব্ব সংগ্রাম! শূন্য হ'তে স্বর্গবাসী দেবগণ সোৎসুকে দৃষ্টি করছেন। আমিও মনে মনে হাস্‌ছি। পাণ্ডবেরা জানে, আমি শ্রীকৃষ্ণ—তাদের প্রিয় সখা! বালক তাম্রধ্বজও জানে, তার খেলার সাথী নন্দদুলালই তার প্রাণসখা। আমি ভক্তের ভাবেই বাঁধা; দেখি, কোন্ ভাবে কে আমায় আগে পায়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম, তাম্রধ্বজ এবং
পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রবেশ।

ভীম। চপলমতি বালক! তোর এরূপ দুর্ম্মতি হ'লো কেন? বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডবদের নাম আর বীরত্বকীর্ত্তি শোনা ছিল না? তাই ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের সঙ্গে খেলা করতে সাহসী হয়েছ?

তাম্রধ্বজ। মহাভারত, ভাগবত আর গীতা পাঠ ক'রে পাণ্ডবদের বিজয় জানা আছে বটে, কিন্তু—

ভীম। কি স্পর্দ্ধা! কিন্তু ব'লে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন! পাণ্ডবদের গৌরব-সম্মান স্বীকার করতে কিন্তু শব্দপ্রয়োগ!

তাম্রধ্বজ। সর্পগণ যতক্ষণ শিবের অঙ্গ আশ্রয় ক'রে থাকে, ততক্ষণ তারা গরুড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

ভীম। দুর্ব্বুদ্ধি বালক! ভীমের সম্মুখে শ্লেষবাক্যে উপহাস! ভীমের এই ভীম গদা কিরূপ ভীষণ কার্য্য করেছে জানিস্? আমার এক একটা বীরত্বকথা শুন্‌লে তুই এখনই সভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবি। জরাসন্ধবধের কথা শুনেছিস্?

তাম্রধ্বজ। মূলে চতুর কৃষ্ণ না থাক্‌লে, একগাছি তৃণ হাতে ক'রে ইঙ্গিতে দেখিয়ে না দিলে, তুমি কি জরাসন্ধের দুর্ভেদ্য দেহ দুখানা করতে পারতে?

ভীম। আচ্ছা, আমার বাহুবল অপেক্ষাও সেখানে না হয় কৃষ্ণের বুদ্ধি প্রশংসনীয় ; ভীষণমূর্ত্তি হিড়িম্ব রাক্ষসবধ ?

তাম্রধ্বজ। তুমি যে কামান্ধ লম্পট, তারই পরিচয় দিয়েছ। ভ্রাতৃগণের সম্মুখে নির্লজ্জের মত হিড়িম্ব-ভগিনী হিড়িম্বা রাক্ষসীর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে তারে প্রলোভনে বাধ্য কর্‌লে। শেষে তারই সাহায্যে তার ভাই হিড়িম্বকে মেরে, কপটতারই পরিচয় দিলে।

ভীম। সহস্ররথী-সুরক্ষিত দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে বীর প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য তার উষ্ণ রক্ত পান করেছি।

তাম্রধ্বজ। সেটাও নিষ্ঠুর রাক্ষসের কার্য্য। মানুষ মানুষের রক্ত খায়, কলঙ্কী ভীমই তার চির-দৃষ্টান্তস্থল বটে। অন্য আর কোন্ যুগে জ্ঞাতি জ্ঞাতির বুকের রক্ত পান ক'রে ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে ?

ভীম। প্রাণ অপেক্ষাও প্রতিজ্ঞা বড়, তোমায় মত দুগ্ধপোষ্য শিশু এ কথার গৌরব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। অকালপক্ক তার্কিক বালক! অদ্বিতীয় গদাযুদ্ধবিৎ দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের বিক্রম কি বিঘোষিত হয় নাই ?

তাম্রধ্বজ। সেস্থলে কাপুরুষের কার্য্য করা হয়েছিল। অন্যায় যুদ্ধে, ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে, ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত করেছ। সে চক্রান্তের মূলেও চক্রী শ্রীকৃষ্ণ।

ভীম। কামাতুর পশু কীচককে শত শত উপকীচের সঙ্গে পিণ্ডাকারে পরিণত করেছি,—পাশব বলপীড়িতা সতীর সম্মানরক্ষা করেছি। সেখানেও কি ভীমের বীরত্ব প্রশংসনীয় নয় ?

তাম্রধ্বজ। পরিচয় দিতেও লজ্জা হ'লো না। সম্মুখ সংগ্রামে যদি কীচক সংহার কর্‌তে, তোমায় বীর ব'লে পূজা কর্‌তাম। ছলনায়—

প্রতারণায় স্বয়ং স্ত্রীলোক সেজে, সুরাপাত্রহস্তে কীচকের মন যোগাতে তার শয়নগৃহে যাওয়া কি বীরের কার্য্য? অস্ত্রহীন, সুরাপানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পাগলকে সংহার করা তোমাদের পক্ষে গৌরবের কথা বটে, কিন্তু অন্য কোন ধার্ম্মিক বীরের নিকট নয়।

ভীম। অপরিণামদর্শী ধৃষ্ট বালক! প্রত্যেক কথায় শ্লেষপ্রদর্শন—ভীমকে তুচ্ছজ্ঞান! ভস্ম হবার জন্যই ভীমের ক্রোধানল বাড়াচ্ছিস্! আর তোর কিছুতেই রক্ষা নাই।

তাম্রধ্বজ। ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দরামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ঘেমে গেছ; তাই এতক্ষণ কথাপ্রসঙ্গে একটু ঠাণ্ডা হ'লে। এবার তবে অস্ত্র ধর,—কার্য্যক্ষেত্রেই বালকের বীরত্ব দেখ।

ভীম। বালকের এরূপ মদগর্ব্ব নিতান্তই অসহ্য! বালক বধ ক'রে ভীমের দিগ্বিজয়ী গদা কলঙ্কিত করবো না ভেবেই এতক্ষণ ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌ছিলাম। কিন্তু আর নয়; ভীম এবার ভীমের ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি ধ'রেই তোর চাপল্যের উপযুক্ত সাজা দেবে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সহসা ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। ধন্য তাম্রধ্বজ—ধন্য তাম্রধ্বজ! দানবসংহার-কালে এক চিরকিশোর বিষ্ণুই যেমন সহস্রমূর্ত্তিতে রণস্থলে পরিভ্রমণ করেছিলেন, তাম্রধ্বজও ঠিক তেম্‌নি ভাবে বারম্বার পাণ্ডবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন কর্‌ছে। ভীমের ন্যায় দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র, বালক তাম্রধ্বজের হস্তে বারম্বার পরাজিত হ'য়ে রণে ভঙ্গ দিলে। কি অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনা! আগাগোড়া একটা কালো ছোঁড়াই যেন নূতন নূতন ছায়াবাজী দেখাচ্ছে! এক একবার সেই প্রহরীবেশে হেসে হেসে শূন্যে বেড়াচ্ছে; ইঙ্গিতে

যেন আমায় বল্‌ছে,—দেখ—দেখ, আমি সেই। আবার সেই প্রহরীমূর্ত্তি আরও ছোট হ'য়ে, মধুর নধর শিশু নাড়ুগোপালরূপে পায়ে নূপুর দিয়ে, তাম্রধ্বজের আশে পাশে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে; তাম্রধ্বজকে যেন তারে নাচাচ্ছে। দূর থেকে ছায়ার মত দেখ্‌ছি, আর অবাক বিস্মিত হ'য়ে চারিদিকে ঘুর্‌ছি। এ মায়াখেলার নিগূঢ় রহস্য ভেদ কর্‌তে পার্‌ছি না। ঐ—ঐ—এবার স্বয়ং গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন প্রচণ্ড বিক্রমে গোবিন্দরামকে আক্রমণ করেছে। দেখি—দেখি, আবার কি হ'তে কি হয়! যেন স্বপ্নঘোরে কত কি অভাবনীয় ঘটনা সকল দেখে যাচ্ছি। আমার নিকট প্রহরীবেশে, তাম্রধ্বজের নিকট নন্দদুলালরূপে, কে তুমি এ খেলা খেল্‌ছ লীলাময়? ধর্‌বো—নিশ্চয়ই তোমায় ধর্‌বো। আমি একমাত্র তোমারই চরণভিখারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমায় ধনরত্ন দিয়ে ভুলাতে পার্‌বে না—রাজ-অট্টালিকা, মোহিনী সুন্দরী রমণী দিয়েও পার্‌বে না। শত শত জন্মের কামনা বাসনার জ্বালায় কাতর হ'য়ে, এবার নিরাপদ হবার জন্যই তোমার পরম পদ সার করেছি—ভোগের মুখে আগুন দিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়েছি—মৃত্যুতে সানন্দে আলিঙ্গন দিতে বুক বেঁধেছি!

বম্ বম্ বম্ ববম্ ভোলা,
বুঝেছি হর হরির খেলা।
এই ভোলানাথ শর্ম্মা আর ভুল্‌বে না,
মায়া-বেড়ী আর পর্‌বে না!

[প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও গোবিন্দরামের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। মূর্খ! চর্ম্মচটিকার পক্ষতাড়িত বায়ুভরে পর্ব্বত বিচলিত

কর্‌বার দুরাশা! সামান্য একটা বালকের কথায় উত্তেজিত হ'য়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধবাসনা! নিতান্তই উপহাস্যাস্পদ ঘটনা! যদি প্রাণের আশা থাকে, সেই অসম্ভবপ্রয়াসী বালক তাম্রধ্বজকে, অবনত মস্তকে আমাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর্‌তে বল্‌।

গোবিন্দরাম। কালচক্রের ঘূর্ণনে মানব যখন কিছুদিনের জন্য গৌরবের পদ পায়, তখন সে মনে করে, তার সে গৌরব চিরস্থায়ী থাক্‌বে। সেই অহঙ্কারে ভাগ্যদাতা, ভগবানকেও ভুলে যায়। তাদের অপেক্ষা অন্য কেউ বড় নাই—বড় হ'তে পারে না, এরূপ গর্ব্বিত কল্পনায় উন্মত্ত থাকে। অর্জ্জুন! শুনেছি তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা; সেই গর্ব্বেই কি তাম্রধ্বজকে তুচ্ছজ্ঞান করেছ?

আত্মবল বুঝে অশ্ব করেছে ধারণ,
যার যত পরাক্রম, সে বুঝে আপন।

অর্জ্জুন। উন্মত্ত কল্পনাবশে পাগল যে জন,
অসম্ভব কার্য্যে সেই করে হস্তার্পণ।

গোবিন্দ। এতটুকু ক্ষুদ্র মাছি, দংশের দংশনে,
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র ভয়ে ভঙ্গ দেয় রণে।
প্রকৃত যে জ্ঞানী, সে কি আত্ম-অভিমানে
ঘৃণা করে নিজাপেক্ষা অন্য ক্ষুদ্র জ্ঞানে?
তোমাতে যে গুণ আছে, আমাতে তা নাই।
আমার যে বিশেষত্ব, তোমাতে না পাই
বিধাতার সৃষ্টি মধ্যে অহঙ্কার যার,
তার মত মূর্খ নাই, শাস্ত্রবাক্য সার।

অর্জ্জুন। এই রত্নাবতীপুরীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দেখ্‌ছি অতিরিক্ত বাচাল। পণ্ডবেরা শাস্ত্রবাক্যের নিগূঢ় অর্থ, সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্ব উত্তম-

রূপেই জানে। তোর মত একটা সামান্য প্রহরী আজ অর্জ্জুনকেও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে চায়। শুনে দুঃখের উপর হাসি পায়।

গোবিন্দরাম। পার্থ! তোমাকে উপলক্ষ করে গীতা, ভাগবত শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু তুমি এখনও সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রকৃত ভক্তি-পথ চিন্‌তে পার নাই। এই রত্নাবতীপুরীর আবালবৃদ্ধবনিতা গীতা, ভাগবত কণ্ঠস্থ করেছে, তার প্রত্যেক শ্লোকের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝে প্রকৃত ক্রিয়া কর্‌ছে। যে আমাকে সামান্য প্রহরী ভেবে ঘৃণা কর্‌ছ, সেই আমিও গীতা, ভাগবতের ভাবে বিভোর; সেই ভাবে মরণকে আমরা তুচ্ছজ্ঞান করি।

অর্জ্জুন। তবে আবার অস্ত্র ধর। অর্জ্জুনের হস্তে মর্‌বার জন্য প্রস্তুত হও। গীতার কথায় ভুলিয়ে অর্জ্জুনের ক্রোধশান্তির ব্যর্থ চেষ্টা!

গোবিন্দরাম। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! তুমি দেখ্‌ছি পদ্মবনের ভেক মাত্র! বৃথা ডেকে মর, মধুপান কর্‌তে পাও না। তোমার সঙ্গে আর আমি যুদ্ধ কর্‌বো না। যে তাম্রধ্বজকে সামান্য বালক বোধে তুচ্ছজ্ঞান কর্‌ছ, সেই তাম্রধ্বজই তোমার দর্পচূর্ণ কর্‌বে। তোমরা মূর্খ, তাই সমুদ্রতীরবাসী হ'য়ে কূপজলের লালসায় ছুটে বেড়াচ্ছ।

গীতা, ভাগবত ও মায়াবালকগণের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

তোমরা বৃথা মর্‌ছো ঘুরে,
অহঙ্কারে ছেড়ে এলে ভক্তির পথটা দূরে।
কস্তুরিকা মৃগ হ'য়ে, নাভিতে কস্তুরি নিয়ে,
গন্ধ পেয়ে ছুটে বেড়াও চক্ষু অন্ধ ক'রে।

যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পেয়ে, যুদ্ধ করছো যজ্ঞ নিয়ে,
কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে দিয়ে, (কেন) থাক্‌লে না মূল ধ'রে—
আঁচলে রত্ন বাঁধা, বেড়াচ্ছ আঁধারে।

[গোবিন্দরামসহ গীতা, ভাগবত ও মায়াবালকগণের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। সেই সব মায়াবী বালক,
কোথা হ'তে এলো বিদ্যুতের মত,
শ্লেষবাক্যে উপহাস ক'রে চলে গেল!
প্রহরী গোবিন্দরাম গর্ব্বিতবচনে
মর্ম্মে মর্ম্মে বিষবাণ বিঁধে দিয়ে গেল।
নিশ্চয় নিশ্চয় এই রত্নাবতীপুরী
যাদুকর মায়াবীগণের বাসস্থান।
রাক্ষসী দানবী মায়া চূর্ণ না করিলে,
পাণ্ডবের বীরনামে কলঙ্ক রটিবে।
দেখিব চতুর ধূর্ত্ত সেই তাম্রধ্বজ
কত মায়া জানে, দেহে ধরে কত বল!
রত্নাবতীপুরী আজ গাণ্ডীবে উপাড়ি,
ডুবায়ে সাগরজলে জুড়াবো এ জ্বালা।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম ও তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

ভীম। দুর্ব্বৃত্ত বালক! এবার আর তোর নিস্তার নাই। দুর্ব্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা ভেবে—শশকবধে সিংহের আনন্দ হবে না ভেবে, এতক্ষণ ভীমের সেই প্রকৃত বীর্য্য প্রদর্শন করি নাই।

তাম্রধ্বজ। বৃকোদর! প্রথমবার যুদ্ধেই তোমার বীরত্ব বুঝে নিয়েছি। আর কেন লোক হাসাবে?

ভীম। এখনও ভীমের প্রতি এতদূর অবজ্ঞা প্রদর্শন! পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় লৌহ-গদাহস্তে এবার আমি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়—সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়—ক্রোধোন্মত্ত শূলধারী রুদ্রের ন্যায় তোর সম্মুখীন হ'লাম। আয়—আয় বাচাল বালক!

তাম্রধ্বজ। আমিও সিংহশিশু; মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে বড়ই প্রীতিলাভ করবো,—তোমার শেষ বীরত্বও চূর্ণ করবো।

[উভয়ের যুদ্ধ ও ভীমের পলায়ন।

সক্রোধে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অপরূপ গর্ব্বিত বালক! ভাগ্যবশে বীর বৃকোদরকে বারম্বার পরাজিত ক'রে, এখনও পাণ্ডববিজয়ী হয়েছ মনে ভেবো না। গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী অর্জ্জুন এখনও অক্ষতদেহে তোর সম্মুখীন। বক্ষ

বিস্তার ক'রে দাঁড়ালাম, অগ্রে তুইই অর্জ্জুনকে প্রহার কর্। কারণ, এত প্রচণ্ড গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ শরের গতিরোধ কর্‌বার পূর্ব্বেই তোর মৃত্যু অনিবার্য্য।

তাম্রধ্বজ। বেশ—বেশ! এবার বাঁকা শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুন স্বয়ং এসেছ? এস—এস, তোমারই অনুসন্ধান করছি। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন পাপ করতে তোমারও প্রবৃত্তি হ'লো?

অর্জ্জুন। এ কথা বল্‌তেও জিহ্বা সঙ্কুচিত হ'লো না? যারা সত্য-প্রতিজ্ঞাপালন জন্য আশ্রিত দণ্ডীরাজকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষেও অভয় দিয়েছিল,—ধর্ম্মরাজ আর্য্য যুধিষ্ঠিরের বাক্য সত্যে পরিণত কর্‌বার জন্য, ন্যায্য পৈত্রিক রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণে বনে বাস করেছে,—মত্ত মাতঙ্গ পতঙ্গের পদাঘাত নীরবে সহ্য করেছে,—চোখের সাম্‌নে পতি-প্রাণা সহধর্ম্মিণীর অবমাননা দেখেছে, সেই পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞভঙ্গকারী পাপী? এখনও রসনা সংযত কর।

তাম্রধ্বজ। আবার বলি, তুমি সত্যের অপলাপ করেছ! যে সময় পাথরে তোমাদের ঘোড়া গিলে খেয়েছিল, সে সময়ের কথা মনে হয় কি? সেই সময় এই বালককে খেল্‌বার জন্য আমার ইচ্ছামত একটী ঘোড়া দেবে বলেছিলে, মনে আছে কি? তোমার সেই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞামত আমি তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া ধ'রে এনেছি। সেই ঘোড়া এখন আমার। সেই ঘোড়ার দ্বারা আমারই পিতার অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বো।

অর্জ্জুন। এঁ্যা—এঁ্যা—তুমিই সেই অদ্ভুত বালক? এ কথা পূর্ব্বে বল্‌লে, আমি তোমায় শত শত সুন্দর অশ্ব দিতাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় অশ্ব ধ'রে এনে, পাণ্ডবক্রোধানল প্রজ্বলিত ক'রে দিলে কেন? আচ্ছা, ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে অশ্ব ফিরে দাও, আমার প্রতিশ্রুত সুন্দর শত অশ্ব তোমায় প্রদান কর্‌বো।

তাম্রধ্বজ। তোমরা সসৈন্যে সকলে দাঁড়িয়েছিলে, আমি তোমাদের সম্মুখ হ'তেই আমার মনোমত অশ্বটী ধ'রে এনেছি। যদি দত্তাপহারীই হ'তে চাও, অগ্রে বাহুবলে এই তাম্রধ্বজকে পরাজিত কর। আচ্ছা ধনঞ্জয়! শুনেছি, তুমি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। তাই যদি হয়, সর্ব্বধর্ম্মময় সকল পুণ্যময় শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ ক'রে, বৃথা এইরূপ হিংসাময় অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হ'লে কেন ?

অর্জ্জুন। বালক! জটিল রাজনীতির নিগূঢ় রহস্য, এখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমরা ক্ষত্রিয়, বীরভোগ্যা বসুন্ধরার উপর একাধিপত্যস্থাপনই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়কর্ম্ম। বিগত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে পাপাচারী ক্ষত্রিয়, দানব আর রাক্ষসগণকে সংহার ক'রে, ধরায় শান্তি-স্থাপন করেছি। উপস্থিত এই অশ্বমেধ-যজ্ঞে বুঝ্‌বো, এখনও ধরণীতলে পাণ্ডব অপেক্ষা বড় কে ?

তাম্রধ্বজ। তোমরা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত! তাই কমলাকান্তের পদাশ্রয় পেয়েও, তুচ্ছ লৌকিক প্রাধান্যলাভের জন্য এত লালায়িত হয়েছ; অশ্বমেধ-যজ্ঞের ছলে, ভারতে অশান্তি বিস্তার করছ। হিংসাময় যজ্ঞ অপেক্ষা, ভক্তিযজ্ঞে সেই ভক্তবৎসলকে পরিতুষ্ট কর্‌লে না কেন? তোমাদের সৈন্যগণ পশুবলে এই অরণ্যবাসী মুনিঋষিগণের ত্রাস উৎপন্ন করেছে; তোমাদের উপযুক্ত শাসনের জন্যই আমার অস্ত্রধারণ।

অর্জ্জুন। অমৃতম্ বালভাষিতম্। তোমার মত বালকের কথা হাস্যাস্পদ মিষ্ট হ'লেও উপস্থিত আমাদের তীব্র ক্রোধের কারণ হয়েছে। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে ?

তাম্রধ্বজ। অর্জ্জুন! বীরধর্ম্ম সঙ্গত পবিত্র ক্ষত্রিয়বীর্য্যে আমিও জন্মগ্রহণ করেছি। সমাজের শান্তিরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়জাতির সৃষ্টি বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ যেখানেই প্রকৃত ক্ষত্রিয়শক্তির সীমা অতিক্রম করেছে,

সেখানেই সমূলে ধ্বংস হয়েছে। হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ, যখন পবিত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অবমাননা ক'রে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী—স্বেচ্ছাচারী হয়েছিল, সে সময়ের কথা মনে হয় কি ?

ধন, মান, কুল, নারী রক্ষার কারণ,
সভয়ে লোকের মন হ'লো উচাটন।
ভক্তের রোদন শুনি অন্তর্য্যামী হরি,
ত্রেতায় পরশুরামে স্বীয়শক্তিদানে—
ধ্বংসমন্ত্র শিখালেন ক্ষত্রিয়সংহারে।
যুগে যুগে শিক্ষা দিতে ক্ষত্রিয়সমাজে,
পঞ্চ হ্রদ পূর্ণ করি ক্ষত্রিয়রুধিরে
সাম্যভাব স্থাপিলা সংসারে।

অর্জ্জুন। পাণ্ডবেরাও সেইরূপ সাম্যবাদী। যেখানে অত্যাচার, অশান্তি, সেখানেই পাণ্ডবের বীরহস্ত সদর্পে প্রসারিত। যদি এই অর্জ্জুনের অলৌকিক কার্য্যসকল শোনা থাকৃতো, তা হ'লে কখনই ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের মুখে মাথা পেতে দিতে না।

তাম্রধ্বজ। ভীমসেনের মুখে তার পশুবলের পরিচয় পেয়েছি। এখন তোমার মুখেই তোমার কীর্ত্তিকথা শুনি। ব'লে যাও—

অর্জ্জুন। শুন্‌লে তোমার পক্ষে উপন্যাসের গল্প ব'লেই মনে হবে। অর্জ্জুন কৃত খাণ্ডবদাহনের কথা শুনেছ ?

তাম্রধ্বজ। কতকগুলি নিরীহ পশুপক্ষীকে পুড়িয়ে মেরেছ। স্বভাবের বিরুদ্ধে নদীর স্বাভাবিক গতিরোধ—অরণ্য ধ্বংস ক'রে নগর-স্থাপন—পর্ব্বত চূর্ণ ক'রে সমতলক্ষেত্র প্রস্তুত, মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতামূলক অহঙ্কার মাত্র। যেখানে যা ভাল লাগে, ভগবান সেখানে তাই সাজিয়ে রেখেছেন। বিধাতার ইচ্ছা-বিরুদ্ধে কার্য্য কর্‌বার অধিকার তোমার নাই।

অর্জ্জুন। তাম্রধ্বজ! তুমি এই অল্প বয়সেই অধিক তার্কিক হয়েছ দেখ্‌ছি। কিরাতরূপী শিবের সঙ্গে যুদ্ধ, নিপাত-কবচ দৈত্যসংহার-ঘটনা শুনেছ কি ?

তাম্রধ্বজ। তোমার নিজের তেজে নয়। ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, তোমাদের এই পাঁচ পাঁচটী বাপ সে সময় তোমার প্রত্যেক কার্য্যে সাহায্য করেছিল।

অর্জ্জুন। আর নয়—আর নয়, দুর্ম্মুখ বালক! ক্রমেই ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিচ্ছিস্। কুরুযুদ্ধে মহা মহা রথীগণকে সংহার, তোর ক্ষুদ্র কল্পনার অতীত।

তাম্রধ্বজ। সব জানি—সব জানি। দ্রোণবধে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, তোমাদের চিরকলঙ্ক। গুরুদেবকে মিথ্যা পুত্রশোকে কাঁদিয়ে দুর্ব্বল ক'রে, অযাত্রা হিজড়ে শিখণ্ডীর পিছু লুকিয়ে থেকে গুপ্তবাণে গুরুহত্যা যদি বীরত্ব হয়, তা হ'লে পৈশাচিকতা কারে বলে জানি না। পিতামহ ভীষ্মকেও ঐরূপ কপটতায় সংহার করেছ, বসুন্ধরা কর্ণের রথচক্র গ্রাস করলে—দৈব তাঁর কপালে কুড়ুল মার্‌লে, তাতেই তাঁরে সংহার করেছিলে। আবার প্রত্যেক কার্য্যেই তোমাদের মাথার উপর চক্রী শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। কৃষ্ণ যাদের রথের সারথি—মন্ত্রণায় মন্ত্রী—বিপদের বন্ধু, তাদের আবার নিজের কি ?

অর্জ্জুন। হয় হোক্ শিশুহত্যা পাপ,
কাপুরুষ বলুক সকলে,
নিশ্চয় নিশ্চয় তোরে করিব সংহার।
বাক্‌দুষ্ট রে বালক!
দেখ্ তোর ধৃষ্টতার সাজা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবিরের সম্মুখ।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] ঘটনা বেশ ফুটে উঠেছে। তাম্রধ্বজ সিংহ-শিশুর ন্যায় পাণ্ডবগণকে বারম্বার ছিন্ন-ভিন্ন করছে। প্রত্যেক যুদ্ধেই ভীমার্জ্জুন পরাজিত—হতদর্প। আমি লুকিয়ে সব দেখ্‌ছি। আমি যদি জীবগণকে মনের মত ফল না দিই, আমার মনোময় নামটাই ব্যর্থ হবে। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে, আমি সংসারের সাম্যভাব রক্ষা করি। ঐ যে বিষহীন ভুজঙ্গের ন্যায় বৃকোদর নিতান্ত অবসন্নভাবে আমার নিকট আস্‌ছে।

সকাতরে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কৃষ্ণ! নির্দ্দয় নির্ম্মম কৃষ্ণ! এখনও এখানে দাঁড়িয়ে পাণ্ডবদের অপমান, নির্য্যাতন স্বচক্ষে দেখ্‌ছিস্? তুই স্বয়ং পাণ্ডবশিবিরে উপস্থিত থাক্‌তে, আজ তুচ্ছ মেষশাবকের নিকট মৃগেন্দ্রের পরাজয়! এতই যদি তোর মনে ছিল, পাণ্ডবদিগে চির-বনবাসী ক'রে রাখ্‌লি না কেন? ভীষণ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অবতারণায়, সহস্র সহস্র আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সংহারের কি প্রয়োজন ছিল? পাণ্ডবনাথ আর্য্য যুধিষ্ঠিরকে পৈত্রিক সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে, অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্ররোচনায় ভারতে আবার সমরানল প্রজ্বলনের কি আবশ্যকতা ছিল? যাক্—আর আমাদের রাজসম্মান—আত্মগৌরবরক্ষার প্রয়োজন নাই। দে—শীঘ্রই পাণ্ডবদের মৃত্যুর ব্যবস্থা ক'রে দে।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা—দাদা! কি অসম্ভব আশ্চর্য্য ঘটনা! দূতমুখে আদ্যন্ত সমরবৃত্তান্ত শুনে, আমিও নির্ব্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি! ত্রিলোকবিজয়ী ভীমার্জ্জুন, একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুর নিকট আজ হতমান!

ভীম। কৃষ্ণ রে! পাণ্ডবদের মান যাবার পূর্ব্বে প্রাণ গেল না কেন? ইতিপূর্ব্বে বভ্রুবাহনের করে অর্জ্জুন-বৃষকেতুর মৃত্যুঘটনায় জগতে আমাদের চিরকলঙ্ক বিঘোষিত হ'লো। শেষে বভ্রুবাহন অর্জ্জুনেরই ঔরসজাত পুত্র জেনে সকল জ্বালা ভুলেছিলাম। উঃ! আজ আবার কাল ভুজঙ্গের মস্তকে ভেকের পদাঘাত! খদ্যোতকিরণে সূর্য্যের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ। আর আমাদের এই ঘৃণিত প্রাণে প্রয়োজন কি? যুদ্ধে মৃত্যু হ'লো না, এবার আত্মহত্যায় এই তীব্র অপমান জ্বালা জুড়াবো। কপট! শঠ! নিষ্ঠুর! এবার তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্! তুই যদি প্রকৃত সরল প্রাণে পূর্ব্বের ন্যায় আজ পাণ্ডবের হিতকামনা কর্‌তিস, তা হ'লে কি আজ এত লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়? সদর্পে সপ্তসাগর উত্তীর্ণ হ'য়ে, আজ যে সামান্য কূপের জলে পাণ্ডবের যশ-তরী ডুবে যায়! লীলাময় চতুর চূড়ামণি রে! তোর ইচ্ছা হ'লে কি, এরূপ স্বপ্নাতীত ঘটনা ঘটে? অসহ্য—অসহ্য! যাই—যাই, জলে ঝাঁপ দিয়ে মর্‌বো, কিম্বা নিজ গদায় নিজমস্তক চূর্ণ কর্‌বো। [অভিমানে প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। [ভীমকে ধরিয়া] দাদা—দাদা! আমার চির-আরাধ্য মধ্যম পাণ্ডব! আমায় বৃথা দোষ দিচ্ছেন। উপস্থিত ক্রোধ, অভিমান দূর করুন। বিপদ বীরপুরুষকেই সবেগে আক্রমণ করে! কালচক্রে পতঙ্গ হ'তেও মাতঙ্গের ভীতি উৎপন্ন হয়।। সেই ভয়ে বীরহৃদয় কি বিচলিত হয়? সেই বালক তাম্রধ্বজ, কোন্ গুণে কার্ সাহসে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ, তার সূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধান করুন। মনের আবিলতা বিসর্জ্জনে, সেই ধৃষ্ট বালককে আবার সিংহবিক্রমে আক্রমণ করুন; বালক বোধে

আর তাচ্ছিল্যপ্রদর্শন কর্‌বেন না। আমার বোধ হয়, সেই কারণেই আপনাদের এরূপ অভাবনীয় পরাজয়। শুন্‌ছি, সখা অর্জ্জুনও বারম্বার পরাজিত! চলুন—চলুন, ধনঞ্জয়কেও আবার উত্তেজিত করি। আমিও এবার স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

ভীম। তা হ'লে তেত্রিশ কোটী দেবতাও ভীমার্জ্জুনের গতিরোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। ধনঞ্জয়! তোমাকে বিতাড়িত ক'রে, এবার তো তোমাদের নিরাপদ স্থান শিবিরসম্মুখেই এলাম। যে শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনায় আবার তোমরা যুদ্ধ কর্‌তে সাহসী হ'লে, এবার তোমাদের বলবুদ্ধি ভরসা সেই প্রাণসখা কৃষ্ণকেও ডাকো।

অর্জ্জুন। [স্বগত] এই অমানুষিক শক্তিশালী বালকের সঙ্গে বারম্বার ঘোরতর যুদ্ধে আমি ক্রমেই অবসন্ন,—শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। প্রাণময় মনোময় কৃষ্ণ! অর্জ্জুনকে এতদিন উচ্চ গৌরব-গিরিশৃঙ্গে তুলে আজ এরূপ নিষ্ঠুরভাবে গভীর কূপে ফেলে দিলে! উঃ, যেন শত শত বিষাক্ত ভুজঙ্গ বিকট ফণাবিস্তারে আমার সর্ব্বাঙ্গ দংশন কর্‌ছে!

তাম্রধ্বজ। সব্যসাচি! যদি অবসন্ন হ'য়ে থাক, বিশ্রাম কর্‌তে পার, অথবা অশ্ব দিয়ে সন্ধি কর!

সহসা শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য মধ্যম পাণ্ডব! দুই দিক হ'তে ঐ দর্পিত বালককে আক্রমণ কর।

ভীম। আয়—আয় দুর্বৃত্ত বালক! [আক্রমণোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! বালকহত্যার ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ো না। এই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সকল পাপক্ষয় করবে।

অর্জ্জুন। আয়—আয় ধৃষ্ট বালক! [বাণযোজনা]

তাম্রধ্বজ। একি! পাপ-পুণ্যের অতীত তুমিই কি সেই পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ? ভীমের সঙ্গে তুমিও আবার রণস্থলে আক্রমণ করতে এলে? তুমি অর্জ্জুনের সখা হ'য়ে রক্ষা করতে এলে. আমিও আমার প্রাণসখা নন্দদুলালকে ডাকি! কৈ—কৈ আমার প্রাণের প্রাণ নন্দ-দুলাল! পাণ্ডবের কৃষ্ণ পাণ্ডবের বিপদে বুক পেতে দিতে এলেন, আমার তুমি কি আস্‌বে না?

সহসা নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দদুলাল। ভয় কি ভাই! এই যে আমি তোমার সাহায্যে এসেছি। [তাম্রধ্বজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

তাম্রধ্বজ এসেছ—এসেছ ভাই নন্দদুলাল? তুমি আমার পাশে থাক্‌লে, আমি শত শত ভীমার্জ্জুন, ইন্দ্র, যমকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।

অর্জ্জুন। [স্বগত] ওকি! কি অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি বালক! কি ভুবনভোলা মদনমোহন রূপ! দেখ্‌লেই মনে হয়, যেন প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণেরই শৈশব মূর্ত্তিবিশেষ। শুনেছি, যে মধুর মোহনমূর্ত্তিতে ব্রজে গোপ-গোপীদের মন ভুলিয়েছিলেন, এ যেন ঠিক সেই মূর্ত্তি! আনন্দে, বিস্ময়ে আত্মহারা হয়েছি—গাণ্ডীবে বাণযোজনা করবার শক্তি হারিয়েছি। তাম্রধ্বজ কি এই মায়াবী শিশুর বলে এত বলীয়ান! কে এই মায়াবী বালক? ঐ শিশুর প্রত্যেক লোমকূপ হ'তে, কি যেন এক অলৌকিক দিব্যজ্যোতিঃ বহির্গত হ'চ্ছে; আমায় যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বশীভূত করলে!

ভীম। [স্বগত] তাম্রধ্বজের রক্ষাকর্ত্তা ঐ দিব্য লাবণ্যময় শিশুকে দেখে অর্জ্জুনও সবিস্ময়ে স্তম্ভিত। সক্রোধে উত্তোলিত আমার এই হস্তস্থিত গদাও সঙ্কুচিত—নিস্তেজ। কি যেন এক তাড়িত শক্তি, আমার গদা স্তম্ভিত করলে!

তাম্রধ্বজ। [স্বগত] একবার আমার নন্দদুলালকে দেখ্‌ছি, আবার পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌ছি। দেখে জগৎ ভুলে যাচ্ছি—আত্মহারা হ'চ্ছি। উভয় মূর্ত্তির কি অপরূপ সাদৃশ্য! একটী বড়, একটী ছোট। যেন আমারই নন্দদুলাল বড় হ'য়ে, ঐ পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণরূপ ধরেছে। নন্দদুলালই বা কে, আর ঐ শ্রীকৃষ্ণই বা কে?

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য মধ্যম পাণ্ডব! বীর ফাল্গুনি! অবাক্—স্তম্ভিত হ'য়ে কি ভাব্‌ছো—কি দেখ্‌ছো? তোমরা কি ঐ মায়াবী বালকের মায়ায় আত্মবিস্মৃত হ'লে—বীরত্ব, সাহস হারালে? এখনও প্রকৃতিস্থ হ'য়ে যুদ্ধ কর—ঐ উদ্ধত বালকের দর্প চূর্ণ কর। ঐ মায়াবী বালক তোমাদিগে মায়াজালে আচ্ছন্ন করেছে।

অর্জ্জুন। এঁ্যা—এঁ্যা! পাণ্ডব-গর্ব্বখর্ব্বকারী একটা মায়াবী বালক এখনও ভীমার্জ্জুনের ক্রোধ-বহ্নির সম্মুখে অক্ষতদেহে নিরাপদে অহঙ্কার প্রকাশ করছে! আমরা মন্ত্রৌষধিবলে রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের মত অকর্ম্মণ্যভাবে দাঁড়িয়ে আছি। আর্য্য—আর্য্য! যখন ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পেয়েছি, তখন পাপপুণ্য বিচার পরিত্যাগ ক'রে, ঐ দুর্ব্বুদ্ধি বালককে উভয় দিক হ'তে আক্রমণ করি আসুন।

ভীম। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন! আমিও এবার প্রকৃতিস্থ হয়েছি। দেখি—দেখি, ভীমার্জ্জুনের সম্মিলিত শক্তি হ'তে কে ওই ধূর্ত্ত দুরাশার দাস বালককে রক্ষা করে!

তাম্রধ্বজ। আমার রক্ষাকর্ত্তা আমারই পাশে দাঁড়িয়ে, আজ আমায়

অযুত হস্তীর বল দিয়েছে। দেখি—দেখি, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, কি আমার নন্দদুলাল শ্রেষ্ঠ !

[ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে তাম্রধ্বজের ঘোরতর যুদ্ধ।]

অর্জ্জুন। অকালপক্ক বালক ! এবার আত্মরক্ষা কর। [বাণত্যাগে উদ্যত]

তাম্রধ্বজ। [স্বগত] ওকি ! পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ রোষকষায়িত-লোচনে আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌ছে—আমায় ভয় দেখাচ্ছে। আমার সেই পূর্ব্বের উৎসাহ, বিক্রম ক্রমেই যেন বিনষ্ট হ'চ্ছে। নন্দদুলাল—নন্দদুলাল ! তুমি আমার নিকট উপস্থিত থাক্‌তেও বিপক্ষ পাণ্ডবদের সখা আমায় ভয় দেখাবে ?

[সহসা তাম্রধ্বজকে স্পর্শ করিয়া তাম্রধ্বজের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ
এবং অর্জ্জুনকে স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনের পার্শ্বে বাঁশী
লইয়া ত্রিভঙ্গে নন্দদুলাল দণ্ডায়মান হইলেন]

অর্জ্জুন। [স্বগত] একি হ'লো ! যেন বিদ্যুতের মত কি একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল ! আমারই প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ, তাম্রধ্বজকে অভয় দিয়ে যেন তাম্রধ্বজেরই পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এদিকে আবার একি ! তাম্রধ্বজের রক্ষাকর্ত্তা সেই মোহনমূর্ত্তি বালক, মৃদুমধুর হাস্যমুখে মধুর ভঙ্গীতে, আমারই পার্শ্বে অবস্থিত। এঁ্যা—এঁ্যা—একি অপূর্ব্ব ঘটনা হ'লো !

ভীম। [স্বগত] একি দেখ্‌ছি ! বালক তাম্রধ্বজকে পরাজিতপ্রায় দেখে, কৃষ্ণ কি কাতর হ'য়ে তাম্রধ্বজকে সাহায্য কর্‌তে গেল !

তাম্রধ্বজ। [স্বগত] একি আবার নূতন মায়া-ছলনা ! কে কার্

রক্ষক? কে কার্ পক্ষে? পাণ্ডবের কৃষ্ণ পলকের মধ্যে আমায় স্পর্শ ক'রে দাঁড়িয়েছে। আমার নন্দদুলাল অর্জ্জুনের দেহস্পর্শ ক'রে, আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ছে। একি ভীষণ রহস্যময় ঘটনা!

[সহসা পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এবং
তাম্রধ্বজের নিকট নন্দদুলালের গমন।]

অর্জ্জুন। [স্বগত] একি আবার! আমাদের কৃষ্ণ আবার আমাদের নিকটে এলো। তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল আবার তাম্রধ্বজের নিকটেই গেল। তবে কি আমাদের দৃষ্টিভ্রম! কি আশ্চর্য্য, কে যেন চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে।

তাম্রধ্বজ। নন্দদুলাল! এবার তোমার উদ্দেশ্য বুঝেছি। তুমিই এক, তুমিই দুই,—তুমিই তিন, তুমিই সর্ব্বময়। এস—এস আমার বালক-সৈন্যগণ! এবার যুদ্ধখেলা শেষ কর।

গীতকণ্ঠে সশস্ত্র মায়াবালকগণের প্রবেশ।

মায়াবালকগণ।—

গীত।

হরি হরি বল্, ধর্ ধর্ চক্র ধর্ চক্র ধর্,
মার্ মার্ দুরাচারী পাণ্ডবদল।
পাষণ্ড দমনে, ধর্ম্মসংস্থাপনে,
পুনঃ শান্তিপূর্ণ হবে ধরাতল॥
সোনার কমলে ভেকে মধু খাবে,
এ ভারত ভূমি দেবলীলা-স্থল।
ধর্ম্মরক্ষাকারী, দর্পহারী হরি,
প্রেমিক বীরের হৃদয়ের বল।

মাভৈ মাভৈ রবে, চল চল সবে,
রাখিব ভক্তের ভক্তির বল।
জ্যোতির্ম্ময় চক্র ঘুরাও সবেগে,
জয় হরি শ্রীহরি বল্ অবিরল্॥

[মোহাবিষ্টভাবে মায়াবালকগণের সঙ্গে সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞক্ষেত্রের দ্বারদেশ।

ভৈরববেশে কমলার প্রবেশ।

কমলা। ধর্ম্মের জয় হ'লো। হরিভক্তিবলে তাম্রধ্বজ আজ রাজবংশের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রচার করলে! ভোলানাথ ঠাকুর আর গোবিন্দরাম ভিন্ন, এই ছদ্মবেশী ভৈরবের প্রাণের কথা কেউ জানে না। হায়! অভাগিনীর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো! আমার পতির অনুষ্ঠিত পাপরাশি যেন ভীষণ পিশাচমূর্ত্তি ধ'রে, তাঁর আত্মাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। অত্যধিক মদ্যপানে বেশ্যাসক্তিতে তিনি পাগল হ'য়ে কোথায় অদৃশ্য হ'লেন। নারায়ণ! আর কেন যন্ত্রণা দাও প্রভু? স্বামীর সঙ্গে এই হতভাগিনীকেও পাগলিনী ক'রে দাও,—স্মৃতি লোপ হ'য়ে যাক্। ওকি! কিছুদূরে পাড়ার ছেলেরা পাগ্লা পাগ্লী ব'লে কারে ক্ষেপাচ্ছে? দেখি—দেখি, মনটা যেন কেমন হ'য়ে গেল!

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুতপদে ছিন্নবস্ত্রপরিধানা, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা, রুক্ষকেশা উন্মাদিনী আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। কোন্ দিকে পালাই? চারিদিকে তাড়া করেছে। আমাকে কেউ ছুঁস্‌নি—ছুঁস্‌নি। এই দেখ্, আমার গায়ের পচা মাংস খ'সে পড়্‌ছে—কৃমিকীট ইল্‌বিল করছে। উঃ, কামড়ের কি উৎকট জ্বালা! ওকি! শূন্যে শত শত যমদূত,—হাতে তপ্ত লোহার সাঁড়াশী, আমার জিব টান্‌ছে—চোখ টান্‌ছে। বল্‌ছি—বল্‌ছি—আমি সব সত্যি কথা বল্‌ছি। লিখে নাও—লিখে নাও—আমার পাপের কথা সব লিখে নাও।

সহসা ছিন্নবস্ত্র, রুক্ষকেশ পাগল তেজচন্দ্রের লাঠিহস্তে প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। ব'লে ফেল্—ব'লে ফেল্—তোর পাপের কথা শীঘ্র ব'লে ফেল্। পাপীর অস্পৃশ্য মরা দেহের মাংস খেয়েই, আমি পিশাচ হয়েছি। খাবো—খাবো—আমি তোরে খেয়েই আজ ক্ষুধা মিটাবো।

আহ্লাদী। এ্যা—এ্যা! আমাকে খাবি, কে তুই? আমাকে দেখে আমারই ঘৃণা হয়। খাস্ নি—আমায় খাস্ নি—আমায় ছুঁস্ নি। [ভয়ে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

তেজচন্দ্র। আমি দারুণ ক্ষুধায় জ্বল্‌ছি। আমায় দেখ্‌লে বনের ফল উড়ে যায়—পুকুরের জল শুকিয়ে যায়—শস্যক্ষেত্রে আগুন জ্বলে। আমি মরুভূমে কাতর হ'য়ে কেঁদে বেড়াই—কেউ আমার কান্নায় কাঁদে না। এই দেখ, এক নিষ্ঠুর পিশাচ আমার দেহ অধিকার ক'রে, তারই মতে আমায় কাজ করাচ্ছে।

আহ্লাদী। হাঃ—হাঃ—হাঃ! তবে আমিও তোরে খাবো; আমিও

মহাপাপে পিশাচী হয়েছি। শুন্‌বি—শুন্‌বি? আমি নারী হ'য়ে সুরাপান করেছি—পতিকে কাঁদিয়ে উপপতি ধরেছি—পরের ছেলেকে বিষ খাইয়েছি—সোনার সংসারে আগুন জ্বেলে দিয়েছি। আমি সকল নিষ্ঠুর কার্য্য করতে পার্‌বো। আমিও প্রেতিনী—পিশাচী! [বিকটভাব প্রদর্শন]

তেজচন্দ্র। ওকি! কি ঘৃণিত ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! সর্ব্বাঙ্গে ঘৃণিত ক্ষত। নিজদেহের পূঁজরক্ত, শ্লেষ্মা, নিজেই চেটে খাচ্ছে। কট্‌মট্ ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, যেন আমারই পাপের দণ্ড দিতে, ঐ ঘৃণিতা প্রেতিনী-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে! পার্‌বো না—দেখ্‌তে পার্‌বো না,—চক্ষু মুদিত করি। [চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদন]

আহ্লাদী। হো—হো—হো! পিশাচীর ভয়ে পিশাচ চম্‌কে উঠেছে! আমার জয় হয়েছে।

তেজচন্দ্র। না—পার্‌লাম না। চোখ মুদেও সেই সব বিকট দৃশ্য দেখ্‌ছি। ঐ—ঐ, শূন্যে শত শত রক্তমাখা তীক্ষ্ণ খড়্গ নিয়ে কে ওরা দাঁড়িয়ে আছে? সহস্র সহস্র ছাগ, মেষ, মহিষ, দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর দু'পা উপর দিকে তুলে খড়্গ ধরেছে—সক্রোধে রক্তচক্ষে আমার দিকে চেয়ে আছে। কি—কি? পবিত্র হরিবাসরে একাদশীর দিন যে সব পশুবলি দিয়েছি, তারাই মূর্ত্তি ধ'রে আমায় কাট্‌তে আস্‌ছে। মার্‌লে—কাট্‌লে! কোথা যাই! [ভীতভাব]

সহসা কতিপয় পল্লীবালকের প্রবেশ।

পল্লীবালকগণ।—

গীত।

দেখ্‌রে পাপীর পাপের ফল,
কোথা গেল সে রূপ যৌবন, চূর্ণ হ'লো পশুবল—
এখনও সময় আছে, বদন ভ'রে হরি বল্!

আহ্লাদী। ও বাবা রে—কোন্ দিকে পালাই রে! উপরে যমদূতগণের শূল, অন্যদিকে আমার কাণের বিষ সেই নামটা। বরং আমাকে শূলে বিঁধে ফেল্, কিন্তু ও নামটা বল্‌তে পার্‌বো না। আমি কাণে আঙ্গুল দিয়ে থাকি।

পল্লীবালকগণ। বল্ বল্ বল্ হরিবোল, আহ্লাদীকে খাটে তোল্।

আহ্লাদী। বলিস্ নি—ও নামটা বলিস্ নি! ঐ একটা পিশাচ ও নাম বল্‌তে নিষেধ কর্‌ছে।

সহসা কমলার প্রবেশ।

কমলা। ক্ষান্ত হও বাছারা! যারা ভগবানের কোপে পাগল হ'য়ে নিদারুণ জ্বালা ভোগ কর্‌ছে, তাদিগে আর বাক্যযন্ত্রণা দিও না। [স্বগত] নারায়ণ! আমায় এ ভীষণ দৃশ্যও দেখ্‌তে হ'লো! ঐ পাগ্‌লীই সেই আহ্লাদী, ঐ পাগলই আমার আরাধ্য পতিদেবতা! ভগবন্! আমায় অন্ধ ক'রে দাও—অচেতন জড় ক'রে দাও।

ভোলানাথ, কুমুদ্বতী ও তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

ভোলানাথ। ঐ দেখুন মহারাজ! দেখুন মহারাণি! সেই দেহের এই পরিণাম—সেই পাপের এই বিষময় ফল। সেই নির্দ্দয়ভাবে পশুহত্যা—সেই উৎকট মদ্যপান—সেই ঘৃণিত লাম্পট্য—সেই বিলাসিতার এই প্রতিক্রিয়া!

শিখিধ্বজ। এঁ্যা—এঁ্যা! দাদা—দাদা! আপনার আজ এই দুর্দ্দশা! উঃ, কি ঘৃণিত বিকট মূর্ত্তি!

কুমুদ্বতী। হা হতভাগিনী কমলা! তুমি আজ কোথায়? স্বর্গের দেবীরূপে আমাদের নিরাশ্রয় পুত্রের প্রাণরক্ষা ক'রে, আমাদিগকে চির-

ঋণে আবদ্ধ ক'রে কোন্ পুণ্যময় লোকে চ'লে গেলে ? তোমার মত পতি-প্রাণা সতীর দীর্ঘশ্বাসে, আজ তোমার চরিত্রহীন স্বামীর কি দুরবস্থা দেখে যাও। পতিতপাবন হরি! এই সকল অপরিণামদর্শী পাপীকে উদ্ধার ক'রে দাও। এ দৃশ্য দেখ্‌লেও বুক ফেটে যায়।

শিখিধ্বজ। রাণি! পাপাত্মাদের কি মুক্তির উপায় নাই ?

কুমুদ্বতী। অবশ্যই আছে; হরি যে অধমতারণ পতিতপাবন! যাদের কর্ণে সুধাময় হরিনাম প্রবিষ্ট হয়, তাদের প্রতি যমের দণ্ড নিস্তেজ—কালের শাসন বিলুপ্ত—মৃত্যুর পরাক্রম অকর্ম্মণ্য। হায়! সংসার অসার, মানুষ স্বার্থের দাস। যিনি পরের জন্য আত্মপ্রাণ দিতে কাতর নন, পরদুঃখে যাঁর হৃদয় গ'লে যায় সংসারে তাঁর জীবনই ধন্য। নাথ! আমাদের সমূহ পুণ্যবল দিয়ে, আজ এদিগে পাপমুক্ত কর্‌বো। কেঁদে কেঁদে দয়াল হরির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বো। বল—বল, সকলে ভক্তি-ভরে বল, হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

তেজচন্দ্র ও আহ্লাদী। [উভয়ে একত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে] পার্‌বো না—পার্‌বো না—ও কথা বল্‌তে পার্‌বো না। একটা পিশাচ আমাদের জিব্ টেনে রেখেছে—ভয় দেখাচ্ছে—গলা টিপে রেখেছে।

কুমুদ্বতী। ভয় নাই! দাও—দাও, ললাটে গঙ্গামৃত্তিকা হরিচন্দনের ফোঁটা দাও—গলায় তুলসীমালা দাও—চন্দন-তুলসীপত্রবাসিত বিষ্ণু-পাদোদক মুখে দাও। শতকণ্ঠে হরিধ্বনি শুনে পাপপুঞ্জসহ সেই পিশাচ এখনই ওঁদের দেহত্যাগ করবে।

কমলা। ভগিনি—ভগিনি! মহারাজ—মহারাজ! আর ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌লাম না। আমার পাপী পাগল স্বামীকে উদ্ধার ক'রে দাও,—আমার কণ্ঠের রক্ত দিচ্ছি—হৃদয়ের হৃৎপিণ্ড দিচ্ছি।

শিখিধ্বজ ও কুমুদ্বতী। এঁ্যা-এঁ্যা! দেবি—দেবি-কুললক্ষ্মী কমলা-দেবি!

ভোলানাথ। মহারাণি! এই পবিত্র ভৈরববেশে, এতদিন কমলা দেবী যে সকল অলৌকিক কার্য্য করেছেন, তা শুন্‌লে আপনারা চমকিত—বিস্মিত হবেন।

কুমুদ্বতী। ধন্য তুমি দয়াময় হরি! আবার দিদির সঙ্গে শুভ সম্মিলন হ'লো। এবার তোমার নামের মহিমা দেখিয়ে, রত্নাবতীপুরে আবার হরিনাম-সুধাবৃষ্টি কর।

শিখিধ্বজ। রাণি! হরিগুণ গান কর্‌তে কর্‌তে, বিকৃতমস্তিক দাদা আর আর আহ্লাদীকে সঙ্গে নিয়ে, পবিত্র যজ্ঞশালায় চল।

পল্লীবালকগণ।—

গীত।

বদন ভ'রে বাহু তুলে গাওরে হরিনাম।
পাপ তাপ দূরে যাবে শান্তি-নীরে ভাস্‌বে প্রাণ॥
জীবনের কথা ভুলে নাচ নাচ হরি ব'লে,
আনন্দে প্রেমে তুলে ধর মধুর তান।
বেলা যে ব'য়ে গেল, মেঘে মেঘে সন্ধ্যা হ'লো,
এই বেলা পারে চল, না উঠ্‌তে তুফান।
দাঁড়াও দাঁড়াও হরি, হৃদ্-যমুনা আলো করি,
নেহারি নয়ন ভরি সুন্দর সুঠাম॥

[গীত গাহিতে গাহিতে পল্লীবালকগণসহ সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

সবিস্ময়ে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কোথা যাই—পথ নাহি পাই,
দৃষ্টি রুদ্ধ—অন্ধকারপূর্ণ দশ দিক।
তিমির-অবগুণ্ঠনে অমা-নিশিথিনী
সহসা উদয় যেন হইল ধরায়।
প্রলয়-তিমিরাচ্ছন্ন যেন এ জগৎ!
কোথা কৃষ্ণ—কোথা গেল আর্য্য বৃকোদর?
সৈন্যগণ কে কোথায় আঁধারে লুকালো!
রণস্থলে মায়াময় শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে,
অপূর্ব্ব মায়াবিস্তার করে সে বালক!
অকস্মাৎ শত শত বিদ্যুৎবরণ
দুর্দ্দান্ত বালকগণ হ'লো আবির্ভূত,
বাণে বাণে শূন্যদেশ হ'লো আচ্ছাদিত!
বজ্রবেগযুক্ত বায়ু অম্বর আকুলি,
কাঁপায়ে পর্ব্বত বন করিছে গর্জ্জন!
কতদূরে রণস্থল কোথায় এসেছি,
দিক্‌ভ্রান্ত অন্ধপ্রায় না পারি বুঝিতে।
মন্ত্রবলে কি কুহকে পলক সময়ে,
কোথায় আনিল হেথা বিতাড়িত করি!
ওকি! অন্ধকারে অপরূপ বিদ্যুৎ বিকাশ!

নবঘন নীলবর্ণ মূর্ত্তিধারী হরি,
সেই তিমিরের সহ গাঢ় মেঘরাশি
ভেদ করি দিব্য মূর্ত্তি করিল প্রকাশ।
নবঘন কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনসন্নিভ
কৃষ্ণবর্ণ দেহ যেন নীলাচল প্রায়!
কালোর ভিতর কালো বিরাট শরীর,
প্রলয়-অনল সম উঠিল জ্বলিয়া।

সখা—সখা! অর্জ্জুনের বলবুদ্ধি উৎসাহরূপী কৃষ্ণ! তুমি উপস্থিত থেকেও, আমরা একটা নগণ্য বালকের মায়ায় এরূপে অপদস্থ! না—না—আর তোমায় সখা ব'লে ডাক্‌বো না। আমাদের পাগলের কল্পনায় তোমায় সখা ব'লে ডাকি। তুমি আমাদের মত মায়ামুগ্ধ ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্রের চিরবাধ্য নও। কুরুবংশ ধ্বংস করা তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তাই আমাদিগে গীতা, ভাগবতের উপদেশ দিয়ে বড় করেছিলে। এবার আমাদিগে ছোট করাই তোমার ইচ্ছা। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! তোমার প্রশ্রয়ে চিরগর্ব্বিত অর্জ্জুনও আর এই ঘৃণিত লাঞ্ছিত প্রাণ রাখ্‌বে না।

সহসা শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা—সখা! ভয় নাই। এতক্ষণ পরে আমি এই অলৌকিক ঘটনার সূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধান করেছি। বালক তাম্রধ্বজ যে বলে বলী, সে বল দেবদুর্ল্লভ। সম্মুখ সংগ্রামে সে বল—দর্প খর্ব্ব কর্‌তে পার্‌বে না।

অর্জ্জুন। সখা—সখা! আর কেন দেখা দিতে এলে! আমি নাই—আমার মৃত্যু হয়েছে! পুরুষের অপমান, মৃত্যু অপেক্ষাও যন্ত্রণা-

দায়ক। উঃ! ভাব্‌লেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে গাণ্ডীবে পশুপতিকে পরাজিত করেছি—নিবাত-কবচ দানব সংহার করেছি—কুরুকুল নির্ম্মূল করেছি, আমার সেই গাণ্ডীব আজ অকর্ম্মণ্য—সেই অর্জ্জুন আজ সামান্য একটা বালকের নিকট পদে পদে হাস্যাস্পদ!

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] অহঙ্কারে কেউ আমায় পায় না। আমার প্রশ্রয়ে পাণ্ডবপ্রাণে একটু অহমিকা প্রবেশ করেছিল; তারই প্রতি-ক্রিয়া এই পরাজয়। আমি কারও এতটুকু দর্পও অটুট রাখি নি। শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণের, কৃষ্ণা দ্রৌপদীরও দর্প চূর্ণ করেছি। আমার নিজের দর্পও নিজে চূর্ণ করি। আমি আত্মপর ভেদজ্ঞানরহিত।

অর্জ্জুন। এ সময় আমার নিদারুণ নির্য্যাতন স্বচক্ষে দেখেও তুমি নীরবে অধোমুখে! আমায় লাঞ্ছিত করাই তোমার ইচ্ছা। চক্রি! তোমার কুটীল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। অসম্ভবপ্রয়াসী পাগলের মত, তোমার পদাশ্রয়ে বড়ই দর্পিত হয়েছিলাম। এখন বেশ বুঝেছি, দুদিনের জন্য আমাদিগকে বড় করা তোমার ছলনা মাত্র। আমি তোমারই সম্মুখে আত্মহত্যা ক'রে সকল জ্বালা জুড়াই। কূপের ভেক হ'য়ে যেমন সাগরে সাঁতার দিতে সাধ করেছিলাম, তার উপযুক্ত সাজা পেয়েছি। দাদার অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লাম না, কেবল এই দুঃখ নিয়ে মর্‌তে হ'লো।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! সুখ-দুঃখ, মান-অপমান পার্থক্যজ্ঞানে, তুমি কি আমার সেই অমূল্য গীতার উপদেশ ভুলে গেলে? শিখিধ্বজপুত্র তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক পরাজিত হ'য়ে, তুমি বৃথা অনুতাপ কর্‌ছ। এখনও আত্মাকে মহান—উদার—নির্ম্মল কর্‌তে পার্‌লে না! এখনও সাধারণ জীবের ন্যায় তুচ্ছ আত্মাভিমান! সংসারকে—ঐহিক গৌরব-সম্মানকে নিতান্ত নশ্বর জেনে, এখনও সমদৃষ্টি—নির্ব্বিকার হ'তে পার্‌লে না! তুমি এতাবৎকাল জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল আছ ব'লেই, পরাজয়ের জন্য এরূপ

হতাশ—নিরানন্দ হয়েছ। পরাজয়ের অপমান, বজ্রের মত তোমার বুকে বেজেছে, কেমন? এই নয় কি?

অর্জ্জুন। কথায় বল্‌তে পার্‌ছি না। বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে দেখ, অপমানের কি ভীষণ জ্বালা! এর চেয়ে সহস্র বিষাক্ত বৃশ্চিক এনে আমার সর্ব্বাঙ্গে ছেড়ে দাও, আমাকে নিষ্ঠুরভাবে তারা দংশন করুক্। উঃ—শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের পরাজয়!

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] কৃষ্ণকে তুমি কি একমাত্র অর্জ্জুনের সখাই মনে কর? পাণ্ডব ভিন্ন কি অন্য ভক্ত নাই? [প্রকাশ্যে] সখা! আমি কি কর্‌বো? তাম্রধ্বজ নিজ সুকৃতিবলে অপূর্ব্ব প্রেমভক্তিবলে, আমার অভিন্নহৃদয় তোমাকেও পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছে।

অর্জ্জুন। নিষ্ঠুর! কপঠ! তোমার কথায় আমার আরও মর্ম্মান্তিক জ্বালা বাড়্‌লো। পাণ্ডব অপেক্ষাও তোমার পদানত ভক্ত সংসারে আছে?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার ভ্রমাত্মক সংস্কার শীঘ্রই দূর কর্‌বো। ভক্তের জন্য শুধু তোমার পরাজয় কেন, নিজের বিশাল যদুবংশও হাস্‌তে হাস্‌তে ধ্বংস কর্‌তে পারি। অদূর ভবিষ্যতে সেই ভীষণ কার্য্যও একদিন স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাবে।

অর্জ্জুন। এঁ্যা! কি ভীষণ নিষ্ঠুর কথা!

শ্রীকৃষ্ণ। চমকিত হবার কারণ কি? সংসারের শান্তির জন্য, পুত্র-পৌত্রের রক্ত দেখে বিচলিত হবো না—হাস্‌বো মাত্র। আমার মনে হয়, কুরুরক্তে এখনও বসুন্ধরা সুশীতল হয় নাই; যদুবংশের শেষ রক্তে বোধ হয় সে সাধ মিটবে।

অর্জ্জুন। অপূর্ব্ব চরিত্র তোমার! তোমার এরূপ নিষ্ঠুর কল্পনা শুনেও হৃৎকম্প হয়। অবাক হয়েছি!

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! আমার যে কার্য্য শেষ হ'য়ে আস্‌ছে!

তুমিও চিরদিনই এরূপভাবে ভবের খেলা খেল্‌তে চাও? দ্বাপর যুগ শেষ প্রায়। পাপময় কলি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে পৃথিবী শীঘ্রই নষ্টমঙ্গলা হবে। পার্থ! তুমি কি শুধু একদিক মাত্র দেখ্‌তে চাও? তুমি কি সেরূপ সঙ্কীর্ণহৃদয় হ'তে চাও? সকল জীবের মধ্যেই যে আমি! যে শুধু আমার আমি হয়, সেই মায়ামুগ্ধ শোকাতুর। তোমার মত প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গেই যে আমি অভেদ। সকলের সকল আমিত্ব আমাতে মিশ্‌লেই বিরাটত্ব প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জন। প্রাণসখা! আমি যে তোমার গর্ব্বেই গর্ব্বিত! তুমিই আমায় কুরুযুদ্ধে বল দিয়েছ—উৎসাহ দিয়েছ! তুমিই মুষিককে ব্যাঘ্রের পদে উন্নীত করেছ। আমার প্রত্যেক ন্যায় অন্যায় কার্য্যকে আমি তোমারই ব'লে মনে করি। আমি যে তোমাতেই সকল সঁপেছি সখে! আমি ক্ষণার্দ্ধও তোমার চরণকমল ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না।

শ্রীকৃষ্ণ। যে তোমার জন্য তত্ত্বমসিমূলক গীতার সৃষ্টি করেছি, সেই গীতার কথা স্মরণ ক'রে প্রকৃতিস্থ হও—আমিত্ব ত্যাগ কর।

অর্জ্জুন। আমি মূঢ়—আমি আত্মাভিমানমুগ্ধ—আমি ঘোর সংসার-কূপে ডুবে আছি। আমার পক্ষে এখনও ত্যাগ অসম্ভব। একমাত্র পাণ্ডবদেরই তুমি কৃষ্ণ, এই অভিমান যে পাণ্ডবদের অস্থিমজ্জাগত! তুমি অন্য কারও হবে, এ কথা ভাব্‌লেও যে প্রাণ কেঁদে উঠে। ভাবময়! তুমিই যে সেই ভাবে ভুলিয়েছ। এ বিশ্বাস—এ ধারণা যদি অহঙ্কার হয়, মূর্খের মত আর তোমায় সখা বল্‌বো না। দাও—দাও, গুরু হ'য়ে উপদেশ দিয়ে, এই মূঢ়ের মোহান্ধকার দূর ক'রে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। জয়-পরাজয়ে—মান-অপমানে—বিপদে-সম্পদে সমদর্শী হও। নিষ্কাম হ'লেই আত্মজ্ঞান ফুটে উঠ্‌বে। আত্মজ্ঞানের অভাবেই অহঙ্কার—অভিমান। আত্মাকে চিন্‌তে পার্‌লেই, সুখের জন্য লালায়িত

কিম্বা দুঃখের জন্য কাঁদ্‌তে হবে না। আমার দেহ—আমার গেহ—আমার স্ত্রী-পুত্র—আমার ঐশ্বর্য্য, এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ভাব ত্যাগ করলেই ভোগবাসনাক্ষয়ে আত্মাকে সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাবে।

অর্জ্জুন। বুঝেও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এখন কেবলই মনে হ'চ্ছে, তাম্রধ্বজ কৃত সেই নিদারুণ অপমান—আর্য্যের অশ্বমেধ-যজ্ঞ পণ্ড! আমার মনে হ'চ্ছে, তোমাকেই সকল দিয়েছি—একমাত্র তোমারই হয়েছি; অথচ এখনও কেন এরূপ সঙ্কোচ ভাব প্রাণে জাগে সখা?

শ্রীকৃষ্ণ। জ্ঞানীগণ আমার সঙ্গে আপনার অভেদ ভাবনার দ্বারা—ভক্তগণ আমার স্মরণ দ্বারা কামনামুক্ত হ'য়ে আমার প্রকৃত দর্শন পায়।

অর্জ্জুন। কিরূপে তোমায় স্মরণ কর্‌বো দয়াময়?

শ্রীকৃষ্ণ। স্বীয় হৃদয়ে অষ্টদল হৃৎপদ্মের মধ্যে আমার চিন্তা করবে। এই তোমায় স্পর্শ কর্‌লাম,—এবার দেখ আমি কোথায়?

অর্জ্জুন। দয়াময়—মায়াময়—লীলাময়—সর্ব্বময়! এবার তোমার কৃপায় স্পষ্টই দেখ্‌তে পেয়েছি। তোমার স্পর্শে প্রাণবায়ু পদ্মগন্ধে বিভোর হ'য়ে প্রেমকিরণে, হৃদয়ের অষ্টদল পদ্ম ফুটিয়ে দিয়েছে। সেই পদ্মকর্ণিকায় প্রথমে সূর্য্যদেবকে দেখ্‌ছি। সেই সূর্য্যের ভিতর চন্দ্র—সেই চন্দ্রের ভিতর অগ্নি জ্বল্‌ছে। সেই আগুনের ভিতর তোমার মধুর যুগল প্রণবরূপ হাস্‌ছে—সেই হাসির আলোয় দশ দিকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। দেখেছি—দেখেছি—তোমায় ধরেছি। [সহসা চমকিত হইয়া] একি হ'লো! সহসা একখানা কালো মেঘ চোখের সাম্‌নে দাঁড়ালো। সে মধুর রূপ, সেই মেঘের ভিতর লুকালো! কৈ—কৈ তুমি বিশ্বরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণসখা! এবার আমার সে রূপ হ'তে মনকে তুলে নিয়ে শূন্য আকাশে রাখো। তারপর সেই আকাশ হ'তে তুলে নিয়ে চিন্তাশূন্য হও। তখন দেখ্‌তে পাবে, তুমিই আমি—তুমিই মহা-আমি।

অর্জ্জুন। শান্তিময়! এতক্ষণে আমার মনের বিক্ষোভ দূর হ'লো। চিরমুক্ত আত্মার বন্ধনভাব যে কেবল মায়িক কল্পনা মাত্র, তা উত্তমরূপেই বুঝেছি। আমি আর ক্ষুদ্র আমি নাই! তাম্রধ্বজকৃত পরাজয়ে আর আমার বিষাদের লেশমাত্র নাই। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর! তোমার চরণসেবা পরিত্যাগ ক'রে, তুচ্ছ অশ্বমেধ-যজ্ঞেব্রতী হওয়াই আমাদের সম্পূর্ণ মূর্খতা। তুমি সকল জীবের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছ। সাক্ষীরূপে জীবের কর্ম্ম দেখ্‌ছ, কর্ম্ম অনুযায়ী ফল দিচ্ছ। আমি তোমা ভিন্ন অন্য আর কিছুই চাই না। ঐ চরণ আশ্রয়ে এবার আমি সকল কামনা ত্যাগ করতে পার্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! আমার কথায় যার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সেই প্রকৃত ভক্তিযোগের অধিকারী। সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ ক'রে, ভক্ত তাম্রধ্বজ তার কর্ম্ম শুদ্ধ ক'রে নিয়েছে। তুমি যেমন পরাজয়ে দুঃখিত, তাম্রধ্বজ পাণ্ডববিজয়ী হ'য়েও সেরূপ আনন্দিত নয়। কেবল অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তিতেই মাতোয়ারা হ'য়ে আছে; তুচ্ছ বাহ্য কর্ম্মে তার আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র নাই; সে এক মধুরভাবে মজেছে।

অর্জ্জুন। তাম্রধ্বজ এই অল্প বয়সে এত উচ্চ সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ। তাম্রধ্বজ ধন্য—তার পিতা শিখিধ্বজ ধন্য—তার ভাগ্যবতী গর্ভধারিণী কুমুদ্বতী ধন্য। তাদের তিনই অমূল্য রত্ন। এস সখে! এক কঠোর পরীক্ষায় তাদের মনের তেজ পরীক্ষা কর্‌বো। দেখে শুনে কার্য্যক্ষেত্রেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তাদের প্রাণ কত উন্নত। আমি ব্রাহ্মণবেশ ধরবো, তুমিও আমার শিষ্যরূপে সঙ্গে এস।

অর্জ্জুন। ধন্য তুমি লীলাময়!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

হোমগৃহের সম্মুখভাগ।

সকাতরে তেজচন্দ্র ও শিখিধ্বজের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। শিখিধ্বজ—শিখিধ্বজ! প্রাণের ভাই আমার—বংশের উজ্জ্বল রত্ন! বল্—বল্ ভাই! নরকের কীট চণ্ডালাধম এই হতভাগ্য তেজচন্দ্র দাদাকে, সরলমনে ক্ষমা কর্‌বি কি না? তা না হ'লে তোর এই যজ্ঞস্থলেই আজ ঘৃণিত জীবন পরিত্যাগ কর্‌বো।

শিখিধ্বজ। দাদা—দাদা! যে দিন আপনার প্রতি আমার এক বিন্দু ঘৃণার উদ্রেক হবে—যে দিন পিতৃতুল্য পূজনীয় আপনাকে সম্মানের উচ্চ আসন হ'তে একপদও নিম্নে আন্‌বার পাপ প্রবৃত্তি আমার জন্মাবে, সে দিন যেন অনন্ত নরকে আমার গতি হয়। আজীবন যে ভ্রাতৃভক্তি দিয়ে আপনার পদ পূজা ক'রে এসেছি, সে ভক্তি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। আপনাকে রোগমুক্ত প্রকৃতিস্থ দেখে আজ আমার যে আনন্দ, তা মুখে বল্‌তে পার্‌ছি না।

তেজচন্দ্র। ভাই—ভাই! ভগবান তোর হৃদয় যে কত উচ্চ মহত্ত্ব, কত নির্ম্মল সরলতা দিয়ে নির্ম্মাণ করেছেন, তা বল্‌তে পারি না। হায়—হায়! তোর মত অমূল্য ভ্রাতৃরত্নের প্রতি আমি যে সকল পৈশাচিক অত্যাচার করেছি, তা মনে হ'লেও বুক ফেটে যায়। আমি পিশাচ, তুই স্বর্গের দেবতা। আমি কুলাঙ্গার, তুই কুলরত্ন। ভাই রে! পরকালে আমার কোন্ নরকে গতি হবে? [রোদন]

শিখিধ্বজ। [চক্ষুজল মুছাইয়া] দাদা—দাদা! আমি যে আপনার পদসেবক দাসানুদাস। আর পূর্ব্ব কথা স্মরণে হৃদয় ব্যথিত কর্‌বার

প্রয়োজন নাই। প্রবৃত্তিরূপী হরিই আপনাকে পাপপথ হ'তে উদ্ধার ক'রে পুণ্যময় পথে এনেছেন; তাঁরই নামে চোখের জল ফেলুন।

তেজচন্দ্র। ভাই রে! আমার মত জ্ঞানপাপী হরির মহিমা কি বুঝ্‌বে! আমি জানি, তুই দয়াল্ হরিরূপে ভীষণ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ঘোর উন্মাদ আমাকে উদ্ধার কর্‌লি। তুই বয়সে আমার কনিষ্ঠ হ'লেও, ইচ্ছা হয়, তোর পবিত্র পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে পাপক্ষয় করি।

শিখিধ্বজ। ছিঃ—ছিঃ! ও কথা শুন্‌লেও পাপ হয়। দাদা—দাদা! আপনার পদধূলিই যে আমার পরমৌষধি। ক্ষমা করুন—পদধূলি দিন।

সহসা কমলার প্রবেশ।

কমলা। দেবর—দেবর। প্রাণেশ্বর সত্য কথাই বলেছেন। হরিপ্রেমে তুমি যে এখন দ্বিতীয় হরিরূপী। ভক্ত, ভগবান একই। তোমার পবিত্র পদধূলি নিতে দোষ নাই। অহল্যা ব্রাহ্মণকন্যা হ'য়েও ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের পদধূলিতে মুক্তি লাভ করেন। বল—বল দেবর! প্রাণেশ্বরকে নিজগুণে ক্ষমা কর্‌বে কি না?

শিখিধ্বজ। বধূঠাকুরাণি! মা—মা! আমি যে আপনাদের পুত্র তুল্য স্নেহপাত্র।

কমলা। ভাগ্যবতী যশোদা আর গোপরাজ নন্দও মনে মনে পুত্ররূপী প্রাণকৃষ্ণের পদধূলি নিয়েছিলেন। যেখানে প্রেম, সেখানে ছোট বড় নাই—জাতিবিচার নাই—পিতৃপুত্র সম্বন্ধ নাই। হরিভক্ত প্রেমিকই সকলের বড়।

সহসা কুমুদ্বতীর প্রবেশ।

কুমুদ্বতী। নাথ—নাথ! দিদি—দিদি! জ্যেষ্ঠ আর্য্যপুত্র! আমাদের ভাগ্যে আজ যে মধুর সময় উপস্থিত, তাতে আর ছোট বড়

কিম্বা পাপপুণ্য বিচারের প্রয়োজন নাই। অসাধারণ হরিভক্তির ফলে, তাম্রধ্বজ আজ পাণ্ডববিজয়ী বীর। বাছা হাসিমুখে আমায় ব'লে গেল, মা—মা! আমার শৈশবের খেলার সাথী নন্দদুলালের কৃপায় আমাদের সকল কামনাই পূর্ণ হবে। নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনকে যে কোন কৌশলে এই যজ্ঞস্থলে আনবো। তাঁদের পদধূলিস্পর্শেই পিতার অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে।

শিখিধ্বজ। এ্যাঁ—এ্যা! এমন সৌভাগ্য আমাদের হবে?

কমলা। তাম্রধ্বজ রে! ধন্য তুই বংশের সুসন্তান জন্মেছিলি!

তেজচন্দ্র। হায়! সেই বংশের রক্তেই কি আমার জন্ম!

কুমুদ্বতী। আর্য্য! দুঃখিত হবেন না। মঙ্গলময় হরি যা কিছু করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। হিরণ্যকশিপুর পুত্রপীড়নই প্রহ্লাদকে হরিভক্ত করেছিল। বিমাতার পীড়নেই ধ্রুব উচ্চগতি লাভ করেছিল। এ স্থলেও সেরূপ আপনার অত্যাচারের উপযোগিতা আছে। ভয় নাই; ভক্তিভরে হরিপ্রেমে একবার একবিন্দু চোখের জল ফেল্‌তে পার্‌লে যত পাপ ক্ষয় হয়, মানব শত জন্মেও তত পাপ কর্‌তে পারে না। এই যে রসনারূপা সাপিনী আমাদের মুখরূপ গর্ত্তে বাস কর্‌ছে, এই রসনা-সাপিনীও হরিনাম উচ্চারণে অমৃতময়ী হয়—বিষের পরিবর্ত্তে অমৃতবৃষ্টি করে। সব ভুলে যাও—এক প্রাণ হও—শুধু প্রেম—শুধু প্রেম শিক্ষা কর। হরিনাম স্মরণে, কীর্ত্তনে যদি দেহ পুলকিত—নয়নে প্রেমাশ্রুপাত না হয়, তা হ'লে এ পাপ মাটীর দেহে কোন প্রয়োজন নাই। সে পাপ দেহ ভস্ম হোক্—সে পাপ চক্ষু অন্ধ হোক্—সে পাপ হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাক্।

তেজচন্দ্র। দেবি—দেবি—কুললক্ষ্মি! মুক্তিদায়িনী মা! তোমারই পবিত্র রসনায় হরিগুণ গাও। আমাদের মত পাপীদের পাপ কর্ণ পরিশুদ্ধ হোক্। বল—বল, সকলে একতানে হরি হরি বল!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

শিখিধ্বজ। গাও—গাও প্রিয়ে! হরিগুণ গান করতে করতে যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করি।

কুমুদ্বতী।—

গীত।

কামনা যেখানে, শ্রীহরি সেখানে, থাকে না—থাকিতে পারে না।
রবি আর নিশি, এক সঙ্গে মিশি, কোন স্থানে কভু আসে না।
মায়া মরে না মনও মরে না, আশা-পিপাসা মরে না,
এই দেহ ম'রে বারম্বার ঘুরে, হরিপ্রেম বিনা তরে না।
মরণের ভয় থাকে ততক্ষণ, প্রেমিক না হয় কেহ ততক্ষণ,
বিনা হরিপদে প্রাণ সমর্পণ, এ ভব-যাতনা যাবে না—
ঘুমায়ে থেকো না শিয়রে শমন, না জাগিয়ে হরি পাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থলের একপার্শ্ব।

সচকিতে ভোলানাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

ভোলানাথ। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! পাশের বনে কি ভয়ঙ্কর সিংহ-গর্জ্জন। কাণে তালা লাগ্‌ছে—চারদিক কেঁপে উঠ্‌ছে! ঐ যে গোবিন্দরামও সভয়ে শশব্যস্তে ছুটে আস্‌ছে।

গোবিন্দরামের প্রবেশ।

গোবিন্দরাম। বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর! এরূপ অলৌকিক বিস্ময়-

কর ঘটনা কখন দেখি নি—শুনি নি। ঐ শুনুন, আবার সেই ঘন ঘন বিকট সিংহনাদ !

ভোলানাথ। গোবিন্দরাম! আমিও সভয়ে সবিস্ময়ে অবাক্। আমার জীবনে এই এক অপূর্ব্ব ঘটনা। এই রত্নাবতীপুরীর প্রান্তসীমায় এরূপ হিংস্রক জন্তুর উপদ্রব—এরূপ অস্বাভাবিক সিংহনাদ এই নূতন। বোধ হয়, শত শত সিংহ একত্র হ'য়ে, এরূপ বিকট গর্জ্জন কর্‌ছে।

গোবিন্দ। সহস্র সহস্রবার মৃগয়া উপলক্ষে, সীমান্তের অরণ্য হিংস্রক জন্তুশূন্য—নিরুপদ্রব। বিশ্ববিজয়ী পাণ্ডবদের সঙ্গে সমরক্ষেত্রে শত শত দিব্য অস্ত্রের ভীষণ শব্দও শ্রুতিসুখাবহ ব'লে মনে করেছি, কিন্তু এই সকল সিংহনাদ যে কিরূপ শ্রুতিকটু, তা বল্‌তে পারি না। বীর-কুমার তাম্রধ্বজের হস্তে ভীমার্জ্জুন সম্পূর্ণ পরাজিত হ'য়ে রণস্থল পরিত্যাগ কর্‌লে, আমরাও সদর্পে সানন্দে যজ্ঞস্থলে ফিরে এলাম। তার ক্ষণ-পরেই এই ভয়ঙ্কর সিংহগর্জ্জন !

ভোলানাথ। তাই তো, আবার কি কোন মায়াবীর মায়া না কি ? মায়াময় শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবদের কর্ণধার, সেই পাণ্ডবেরা আজ বালক তাম্রধ্বজের নিকট বারবার পরাজিত। লীলাময় চক্রী যে কি নিগূঢ় রহস্যময় কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন, তা তিনিই জানেন।

গোবিন্দ। ওকি ! নিকটেই সকরুণ রোদনধ্বনি শোনা যায় কেন ? আবার কি হ'লো ?

ভোলানাথ। ওকি আবার! একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিবাহের বরবেশী এক ব্রাহ্মণকুমারের হস্ত ধ'রে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ কর্‌লে নয় ?

গোবিন্দ। চলুন—চলুন, আবার কি সর্ব্বনাশ হ'লো দেখি।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

অগ্রে ব্যগ্রভাবে শিখিধ্বজ, পশ্চাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন এবং বরসাজে ব্রাহ্মণকুমারবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শিখিধ্বজ। প্রভুর কথা শুনে, শোকে বিস্ময়ে চমকিত! অতি আশ্চর্য্য ঘটনা!. সিংহের মুখে মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট কথা। সেই সিংহেরই বিকট গর্জ্জন এই যজ্ঞস্থল হ'তেও শুনে নানারূপ চিন্তা কর্‌ছি! সেই নিষ্ঠুর সিংহের শেষ প্রার্থনা কি?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বল্‌বো না—সে নিষ্ঠুর কথা কখনই বল্‌তে পার্‌বো না। স্বচক্ষে দেখুন মহারাজ! আমার একমাত্র ঐ পুত্রটী শুভবিবাহের উপযুক্ত বরবেশে, আপনার অধিকারভুক্ত এই রাজ্যমধ্যেই বিবাহ কর্‌তে আস্‌ছিল। হায়—হায়! এ দেশের সিংহ মানুষের মত কথা কয়—এত অত্যাচার করে জান্‌লে কি, এ দেশের কন্যার সঙ্গে ছেলের বিবাহসম্বন্ধ স্থির করি! আহা! বাছা আমার প্রাণভয়ে কাঁপ্‌ছে। আঁচলে মুখ ঢেকে নিম্নমুখে নীরবে কাঁদ্‌ছে।

ব্রাহ্মণকুমার। [কপট রোদনের ভাবপ্রদর্শন]

শিখিধ্বজ। ভয় নাই ব্রাহ্মণকুমার! আমি জীবিত থাক্‌তে, আমারই যজ্ঞস্থলসীমান্তে সিংহের মুখে ব্রাহ্মণহত্যা হবে? সেই নিষ্ঠুর সিংহের পাপ ক্ষুধানিবৃত্তি কর্‌তে, শত শত অন্য পশু, অন্য খাদ্য প্রদান কর্‌বো। নিশ্চয়ই আপনার পুত্রের জীবনরক্ষা কর্‌বো।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হায়—হায়, মহারাজ! সে উপায় থাক্‌লে পুত্রের সঙ্গে আপনার এই যজ্ঞক্ষেত্রে কাঁদ্‌তে আস্‌তাম না। আমার পুত্রের পরিবর্ত্তে আমার দেহ তার ভোজনের জন্য দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর সিংহ সে কথাও শুন্‌লে না।

শিখিধ্বজ। সেই সিংহের শেষ মন্তব্য কি ?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সেই নিষ্ঠুর কথা মুখে উচ্চারণ কর্‌তেও পার্‌বো না মহারাজ! হায়—হায়! স্বীয় স্বার্থরক্ষা কর্‌তে, নির্দ্দোষী অন্যের প্রাণ নষ্ট কর্‌বো ?

শিখিধ্বজ। ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ! অকাতরে বলুন, প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তেই শিখিধ্বজের এই ক্ষুদ্র জীবন!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সাধু মহারাজ সাধু! সেই নিষ্ঠুর সিংহের নিষ্ঠুর মন্তব্য শুনুন। আমার পুত্রের পরিবর্ত্তে যদি আপনার পবিত্র দেহ ভক্ষণ করতে পায়, তা হ'লেই আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা দিতে পারে। আপনি দয়ালু ধার্ম্মিক দাতা ভূপতি জেনেই, আজ এরূপ ভীষণ কথা বল্‌তে সাহসী হয়েছি।

শিখিধ্বজ। আমার দেহ! আমার দেহ দিলেই আপনার প্রাণপুত্রের প্রাণরক্ষা হয় ? এই সামান্য কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হয়েছিলেন ? যদি আমার এই ক্ষণভঙ্গুর অসার দেহ দিলে আপনার পুত্রের জীবনরক্ষা হয়, তা হ'লে এ জীবন ধন্য—সার্থক জ্ঞান কর্‌বো। চলুন—চলুন, আমি শীঘ্র প্রস্তুত হ'য়ে আস্‌ছি। আপনার পুত্রের শুভ বিবাহ যাতে নির্দ্দিষ্ট শুভলগ্নেই সুসম্পন্ন হয়, তার চেষ্টা করুন গে। আপনার পুত্রের প্রতিভূ স্বরূপ, এখনই আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সিংহের নিকট যাচ্ছি। মায়াবন্ধন ছেদনকারী হরি! দাও—দাও, শীঘ্র আমার মায়াবন্ধন কেটে দাও—ভীষণ ভবসাগর পার ক'রে দাও।

[প্রস্থান

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তবে চল বৎস! আমরাও শীঘ্র যাই, এ বিবাহে কোনরূপ বিঘ্ন আর না হয়, তার সুবন্দোবস্ত করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান

ভোলানাথ শর্ম্মা ও গোবিন্দরামের পুনঃ প্রবেশ।

ভোলানাথ। গোবিন্দরাম! আবার আমাদের সেই সকল বিপদ নূতন মূর্ত্তি ধ'রে ফিরে এল! আমাদের ধার্ম্মিক মহারাজকে গ্রাস কর্‌বার জন্যই কি সেই ভীষণ সিংহ, এতক্ষণ চতুর্দ্দিকে ভীষণ গর্জ্জন কর্‌ছিল?

গোবিন্দরাম। মহারাজ কখনই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌বেন না; নিশ্চয়ই সিংহমুখে জীবন দান কর্‌বেন। সিংহ মানুষের মত কথা কয়, একজনের পরিবর্ত্তে অন্যের দেহভক্ষণ প্রার্থনা করে, এরূপ অলৌকিক ঘটনা এই নূতন।

ভোলানাথ। আমার মনে হয়, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর তার সেই পুত্রই পরম মায়াবী। মায়ার নানা মূর্ত্তি ধ'রে, এ রাজ্যের সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে।

গোবিন্দরাম। ঐ শুনুন, চতুর্দ্দিকেই মহারাজের জন্য হাহাকার রোদনধ্বনি। হায়—হায়, আমরা কি করি—কোথায় যাই?

ভোলানাথ। চল গোবিন্দরাম! বীরের মত আমরা সেই মায়াবী সিংহের নিকটেই যাই। একমাত্র মহারাজের জীবন ভিক্ষা ক'রে, আমরা শত শত রাজভক্ত প্রজা, সেই ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মুখে অকাতরে প্রাণ দেবো।

গোবিন্দরাম। নিশ্চয়—নিশ্চয়! আমরা ম'লে, আমাদের মত এমন শত শত প্রজা জন্মাবে, কিন্তু মহারাজ শিখিধ্বজের মত ধর্ম্মপ্রাণ দাতা রাজা গেলে, আর তো ওরূপ মনের মত রাজা জন্মাবে না!

ভোলানাথ। তবে চল, আমারাই অগ্রে সিংহের মুখে জীবন দিই। কার্ মায়া? কার্ খেলা? চক্রের প্রতি আবর্ত্তনে, কার্ এই নূতন ঘটনা? দেখি হরি, তুমি কোথায়?

[উভয়ের প্রস্থান।

সকাতরা কুমুদ্বতীকে ধরিয়া শিখিধ্বজের প্রবেশ।

শিখিধ্বজ। প্রিয়ে! প্রিয়ে! ছেড়ে দাও—আর বাধা দিও না,—ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিও না। আর সময় নাই, ব্রাহ্মণ পুত্রের শুভ বিবাহ লগ্নভ্রষ্ট হ'তে দেবো না! আমি যতক্ষণ সিংহমুখে এ দেহ তুলে না দেবো, ততক্ষণ ব্রাহ্মণকুমার মুক্তি পাবে না। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি—আমায় প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী পাপী হ'তে দিও না!

কুমুদ্বতী। নাথ! নাথ! আমি তো অৰ্দ্ধাঙ্গভাগিনী—ধর্ম্মপত্নী; আপনার পরিবর্ত্তে আমিই সিংহের মুখে জীবন দিয়ে, আপনাকে প্রতিজ্ঞা-পাশ হ'তে মুক্ত কর্‌বো। আমি যখন ধর্ম্মসঙ্গত আপনার অৰ্দ্ধাঙ্গ, তখন আপনার পরিবর্ত্তে আমার দেহমাংসভক্ষণে সিংহের কোন আপত্তি হবে না।

শিখিধ্বজ। প্রাণময়ি! আমার যে কার্য্য শেষ হ'য়ে এসেছে। তাম্রধ্বজের ন্যায় সর্ব্বগুণধর হরিভক্ত পুত্র পেয়ে, আমি সংসার-সুখের চরম তৃপ্তি লাভ করেছি। এখন যে আমার হাস্‌তে হাস্‌তে সুখের মরণ! আশীর্ব্বাদ করি, তাম্রধ্বজের সাহায্যে তুমিই আমার অবশিষ্ট অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ কর।

কুমুদ্বতী। মহারাজ সম্পূর্ণই ভুল বল্‌ছেন! আমারই এখন সুখের মরণের সুযোগ উপস্থিত। আপনার মত প্রজাবৎসল ধার্ম্মিক মহারাজ স্বামীর পদতলে মাথা রেখে, উপযুক্ত হরিভক্ত পুত্রের কোলে হাস্‌তে হাস্‌তে মর্‌তে পারি, তার চেয়ে আমার পূর্ণ সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে? আরও শত বৎসর আরও উন্নত প্রণালীতে হিংসাদ্বেষশূন্য পবিত্র হরিভক্তিময় রাজ্যস্থাপনে, শত সহস্র প্রজাকে দেবভাবে গঠিত ক'রে, এই সংসারেই গোলকের প্রেম বিলাতে পার্‌বেন।

সহসা তাম্রধ্বজের প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। আজ পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য কর্‌বার সুযোগ—সুসময় উপস্থিত! পিতঃ! পিতঃ! আপনার পবিত্র ঔরসে, এই ভগবতী-রূপিণী মায়ের ভক্তি-রসাত্মক রক্তে এ দাসের জন্ম! আপনারা লক্ষ্মী-নারায়ণের পবিত্র প্রণব-মূর্ত্তিতে আরও কিছুদিন রত্নাবতীপুরে প্রেম-রত্নের আলো ছড়িয়ে যান। আমি সিংহের মুখে জীবন দিয়ে, পিতাকে প্রতিজ্ঞা-ঋণমুক্ত ক'রে পিতৃরূপী পরম দেবতার পদধ্যানে মহামুক্তি লাভ করি।

কুমুদ্বতী। তাম্রধ্বজ—প্রাণের তাম্রধ্বজ রে! ওরূপ নিষ্ঠুর কথা ব'লে, আমার বক্ষে বজ্রনিক্ষেপ করিস নি! তুই যে সংসার-কাননের সুগন্ধি ফুলের মুকুল! এই অফুটন্ত অবস্থায় তোর অপূর্ব্ব হরিভক্তিময় সৌরভে দেশ আমোদিত! পাণ্ডবের কৃষ্ণভক্তিও নিষ্প্রভ! এই মুকুল-জীবনেই তোর মৃত্যুকামনা?

শিখিধ্বজ। তাম্রধ্বজ! আমি তোর পিতা নয়, তুই আমার পিতা—তুই আমার গুরু! তুই আমার উদ্ধারের জন্যই পুত্ররূপী গুরু হ'য়ে জন্মেছিস্! ধন্য তুই! বাপ রে! দে—শীঘ্র আমায় উদ্ধার ক'রে দে! তুই সঙ্গীগণ সঙ্গে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কর্‌বি, আমি সানন্দে সিংহের মুখে প্রাণ দেবো!

সকাতরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আর কারেও প্রাণ দিতে হবে না; হায়—হায়, আমারই প্রাণকুমারের প্রাণ গেল! আর সময় নাই। সেই সিংহটা ক্রোধে চক্ষু লাল ক'রে, বিকট মুখে আমার একমাত্র পুত্রকে সম্মুখে রেখে, আমার অপেক্ষায় পথের দিকে ঘন ঘন চেয়ে আছে। ছেলের বিবাহ

দিতে এসে, পথের মাঝে আমার এই সর্ব্বনাশ হ'লো! এমন রাজার রাজ্যও ছেলের বিবাহ দিতে এসেছিলাম! হায়—হায়, কোথায় যাবো—আমার কি হবে! [কৃত্রিম রোদন]

শিখিধ্বজ। ঠাকুর—ঠাকুর! এখনই যাচ্ছি—আর কারও বাধা শুনবো না। রাণি! ছেড়ে দাও,—তাম্রধ্বজ রে! শীঘ্র ছেড়ে দে! ঐ দেখ পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দারুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখ্।

কুমুদ্বতী। চলুন—চলুন ব্রাহ্মণ! আমিই সিংহের মুখে জীবন দিয়ে আপনার পুত্রের জীবন বাঁচাবো। আমি প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি। চলুন—শীঘ্র চলুন।

তাম্রধ্বজ। হে ভূদেব! স্ত্রীলোকের কথা শুনবেন না। সেই সিংহ কখন নারীহত্যা করতে স্বীকৃত হবে না। আমি পিতৃ-ঋণমুক্ত হ'তে প্রস্তুত আছি। আপনার পুত্রের পরিবর্ত্তে আমার দেহের কোমল মাংসই সিংহের অধিক প্রীতিপ্রদ হবে। পিতার পরিবর্ত্তে আমিই সিংহের মুখে এ দেহ দেবো।

কুমুদ্বতী। হবে না—তা কখনই হবে না। আমার পরিবর্ত্তে অন্য কারও দেহ নিলে, এখনই আমি ঐ ব্রাহ্মণের পদে আত্মঘাতিনী হবো। চোখের সামনে অগ্রে পতি মরবে—পুত্র মরবে, পুত্রবতী সতী আমি নীরবে দেখ্‌বো? তার আগে চোখ দুটো নখে তুলে দেবো—বুকটা চিরে দুখানা করবো। সতীর আগে পতির মরণ হবে? মা ভগবতি! মহাসতী মহেশ্বরী মা! তোর দাসীকে তোর চরণবল দে মা! সতীর মান রাখ্ মা!

দ্রুতপদে ভোলানাথ ও গোবিন্দরামের প্রবেশ।

উভয়ে। অন্য কারেও যেতে হবে না, আমরা শত শত রাজভক্ত প্রজা সেই সিংহের মুখে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছি! আসুন—আসুন ব্রাহ্মণ!

সহসা তেজচন্দ্রের প্রবেশ।

তেজচন্দ্র। আজ জ্ঞানকৃত মহাপাপক্ষয়ের এমন সুযোগ আর পাবো না। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু-পরমাণু জানে, আমি কত মহাপাপ করেছি। আজ পশুপক্ষী, লতা-পাতা একবাক্যে সকলেই বল, সিংহের মুখে এ পাপ দেহ দিয়ে, শিখিধ্বজের স্থায় সর্ব্বগুণাকর ভাইয়ের প্রাণ বাঁচান আমারই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কি না ?

সহসা কমলার প্রবেশ।

কমলা। প্রাণেশ্বর! আপনি নিতান্তই অন্যায় বল্‌ছেন। আপনি আমার মত মন্দভাগিনী রমণীকে বিবাহ ক'রে, এক দিনের জন্যও সুখী হ'তে পারেন নাই। আপনার এখনও ভোগের তৃপ্তি হয় নাই; আমিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা মরবার উপযুক্ত। আপনি ইচ্ছামত অন্য কোন সুন্দরী রাজকুমারীকে বিবাহ ক'রে ধর্ম্মভাবে পুত্রমুখ দেখুন—ধার্ম্মিক মহারাজের অনুগত থেকে, এক প্রাণে দশের সেবা করুন।

সহসা যোগীবেশী সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাতিরিক্ত পাপাচারী এই পাষণ্ড যোগীই সিংহের উপযুক্ত খাদ্য। এই অসাধুর দেহে সাধুর মূল্যবান জীবন রক্ষা হোক্, ধরার পাপভার দূর হোক্! দেশ হ'তে আমার মত বিষ-তরুর মূল উৎপাটিত হোক্! জগত হ'তে বিশ্বাসঘাতকতা-কার্য্য লোপ হ'য়ে যাক্! আমি—সেই মহাপাতকী আমি! পাপের উপযুক্ত সাজা পাবার সময় উপস্থিত জান্‌তে পেরে, আবার সকলের সম্মুখে আবার সেই পাপ মূর্ত্তির ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছি! আমি ধার্ম্মিক মহারাজের জন্য সিংহ-মুখে প্রাণ দেবো।

তেজচন্দ্র। এঁ্যা—এঁ্যা—তুমি! সেনাপতি সমরসিংহ! এস ভাই—এস! একসঙ্গে একপ্রাণে তখন মহাপাপ করেছি, এখন একসঙ্গেই সিংহের মুখে প্রায়শ্চিত্ত করি চল! তখন মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে নেচেছি; এখন হরি হরি ব'লে হরিনামে মাতাল হ'য়ে সিংহের মুখে ছুটে যাই চল। তখন কামিনীভাবে কামের সেবা করেছি, এখন জননী-ভাবে রমণীজাতিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, মা মা ব'লে—হরি হরি ব'লে সিংহের মুখে চল!

করতাল বাজাইতে বাজাইতে বৈষ্ণবীবেশিনী
আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী। [সুরের সহিত]

পুতনার মাই চুষে খেয়ে নন্দের বেটা কেষ্টা।
এক পলকে ধ্বংস কর্‌লে তার মত পাপের চেষ্টা॥
কংস বড় খাড়্‌লো দেখে থেকে গোয়ালার ঘরে।
হায় রে কৃষ্ণ দিনের বেলা পুকুর চুরি করে॥
চোরের চূড়ামণি কৃষ্ণ, চতুর সবার চেয়ে।
হাতে মাথা কাট্‌লে পাপীর মাখন ছানা খেয়ে॥
যাদের দাপে কাঁপ্‌তো ধরা, কোথায় তারা গেল।
দিন গেল ভাই বৃথা কাজে রাধাকৃষ্ণ বল॥

তেজচন্দ্র। এঁ্যা—এঁ্যা—সেই আহ্লাদী নয়?

আহ্লাদী। আমি সেই আহ্লাদী। পাপের বিষে দেহের মাংস প'চে গ'লে খ'সে গেছ্‌লো! কৃমীকীটে ছিঁড়ে খেয়েছিল! জ্বালায় পাগল হ'য়ে শূকরের ঘৃণিত খাদ্যও সর্ব্বাঙ্গে মেখে পিশাচী সেজেছিলাম! গুরুর কৃপায় পাপের ঔষধ পেয়ে, হরিনাম গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছি!

কৃষ্ণের পা ধরেছি, দেখি কে আর কষ্ট দেয়! আজ ধাম্মিক রাজারাণীকে বাঁচাবো—তাম্রধ্বজকে বাঁচাবো! সিংহের মুখের সাম্নে দাঁড়িয়ে রাধা-কৃষ্ণ ব'লে নাচ্‌লো! সিংহের জীবহিংসা প্রবৃত্তি দূর ক'রে সেই সিংহকেও নিরামিষভোজী বৈষ্ণব সাজাবো। সিংহের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দেবো—হরিনামের এই করতাল মহানাদে বাজিয়ে কৃষ্ণের যোগনিদ্রা ভাঙ্গবো। নিষ্ঠুরকে দেখাবো, ধর্ম্ম যায়—ভক্তি যায়—দাতা যায়। জাগো—হরি জাগো। রাখো—হরি রাখো।

রাধাকৃষ্ণ নামের তালে বাজ্‌রে আমার গাল।
পাপের ধ্বনি চাপা দিয়ে বাজাই করতাল ॥

[প্রস্থান।

শিখিধ্বজ। অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! হরিনাম প্রভাবে মহাপাপীও আজ মহাভক্ত—সাধু। ধন্য হরিনাম! এবার আমি বড় সুখে মর্‌তে পারবো। চলুন—চলুন ঠাকুর! আর ক্ষণবিলম্ব কর্‌বো না।

সকলে। আমরা সকলে আগে প্রাণ দেবো!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হায়—হায়, সকলই বৃথা হ'লো। মহারাজের দয়াকার্য্যে অন্য দশজনে বাধা দিয়ে আমার পুত্রটির প্রাণ নষ্ট কর্‌লে। মহারাজের দেহ ভিন্ন সিংহ আর কারও দেহ চায় না। ঐ সেই সিংহ আবার সক্রোধে বিকট গর্জ্জন কর্‌ছে। খেলে—খেলে—এবার বুঝি আমার ছেলেকে খেলে!

শিখিধ্বজ। যাবো—যাবো—এখনই সিংহের মুখে যাবো—আপনার পুত্রের প্রাণ বাঁচাবো। কেউ আমায় বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। চলুন—চলুন—[গমনোদ্যত]

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। শুনুন—আর একটা কথা শুনুন। সিংহের নিকট যেতে হবে না। এখানেই আগে সকল কথার শেষ মীমাংসা হোক্।

সেই নিষ্ঠুর সিংহের বড়ই কঠোর প্রতিজ্ঞা! রাণী আর রাজপুত্র আসে হাস্‌তে করাত দিয়ে রাজার দেহ দুখানা ক'রে দিলে তবেই সিংহ ও-দেহ গ্রহণে আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবে।

কুমুদ্বতী। নারায়ণ! তোমার সৃষ্টি মধ্যে এমন পাষণ্ড প্রাণীও আছে? ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে স্বামীর দেহ করাতে কেটে দেবো? এ যে জগতের নূতন নিষ্ঠুরতা! এখনও আমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ হ'লো না!

তাম্রধ্বজ। একি! এই পিতার অশ্বমেধ-যজ্ঞের পরিণাম! পুত্র হ'য়ে স্বহস্তে নিষ্ঠুরভাবে পিতৃহত্যা ক'রে পিতার অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে! ইচ্ছাময়! এ আবার তোমার কিরূপ নিষ্ঠুর ইচ্ছা?

কুমুদ্বতী। ঠাকুর! চলুন—চলুন, সিংহের পায়ে ধ'রে কাঁদবো। কামিনীর কোমল দেহের মাংস নখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেটে সেই সিংহের সুখাদ্যরূপে প্রদান করবো।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আর নয়, চল্‌লাম। এই তো আপনার স্ত্রী-পুত্রের প্রতিবাদ শুনলেন?

শিখিধ্বজ। যাক্; আর কারেও অনুরোধ করবো না। স্ত্রী, পুত্রই আজ আমার মুক্তিপথের কণ্টক হ'লো! আমার ভাগ্যে সহধর্ম্মিণী আজ ধর্ম্মনাশিনী—পুত্রই কঠোর মায়াসূত্র হ'লো। থাক্—যে যার মায়ার সঙ্কীর্ণতা নিয়ে কূপের ভেক হ'য়ে থাক্। আমি এখনই স্ত্রী-পুত্রের সম্মুখেই আত্মঘাতী হবো—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-পাপে অনন্ত নরকে যাবো। স্ত্রী-পুত্র হ'তেই আমার প্রাণের বোঝা মাথায় নিয়ে মরতে হ'লো! ধিক্ পত্নী—ধিক্ পুত্র—ধিক্ আমার জীবন! দে—দে তাম্রধ্বজ! তোর তরবারি দে। [তাম্রধ্বজের তরবারি লইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত।]

তাম্রধ্বজ। [বাধা দিয়া] পিতা—পিতা! ক্ষমা করুন। বুক বেঁধেছি—পিতাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী আত্মঘাতী পাপী হ'য়ে মরতে

দেবো না। যত পাপ হয়, আমার হোক্। পরশুরাম পিতৃবাক্যে মাতৃ-হত্যা করেছিলেন, আমি পিতৃবাক্যে আজ পিতৃহত্যা ক'রে জগৎকে নূতন লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর ঘটনা দেখাবো। মা—মা! আর নয়! আর পিতার প্রাণে ব্যথা দেবো না। হরি ব'লে, সকল পাপ-পুণ্য হরিপদে দিয়ে, আজ নির্দ্দয় হরির নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করি আসুন।

কুমুদ্বতী। এঁ্যা! নির্দ্দয় হরির ইচ্ছা! পত্নী পতিহত্যা করবে—পুত্র পিতৃহত্যা করবে, এই কি শান্তিময় হরির ইচ্ছা? হা—হা—হা! হরি! তুমি কি এখন কলির উপযুক্ত কলির হরি?

ভোলানাথ। রাণী মা—রাণী মা! সত্যই তাই! সংসারে আর ধর্ম্ম থাক্‌বে না—দাতা থাক্‌বে না—সরলতা থাক্‌বে না। এবার কলির ব্রাহ্মণ নিয়ে কলির হরি নূতন নিষ্ঠুর খেলা করবে—সংসারে পাপীর তাণ্ডব নৃত্য চল্‌বে।

কুমুদ্বতী। তবে তাই হোক্! আয়—অবলা নারীর হস্তে স্বামী-হত্যার শক্তি আয়। নারীজাতির কোমল স্বভাবের পরিবর্ত্তে সাপিনীর স্বভাব আমার নারীত্ব লোপ ক'রে দাও। আয়—আয় বাপ তাম্রধ্বজ! শীঘ্র তীক্ষ্ণধার করাত নিয়ে আয়। তুই পিতৃহত্যা কর—আমি পতি-হত্যা করি। হা—হা—হা! জগতে নূতন নাটকের অভিনয় দেখাবো। আয়—আয়, চ'লে আয়! না—না, আমিই স্বহস্তে করাত আন্‌বো।

[উন্মাদিনীর ন্যায় প্রস্থান।

তাম্রধ্বজ। দাঁড়াও মা! আজ ঘোরতর নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে জগৎ স্তম্ভিত করবো। অগ্রে পিতৃহত্যা, তারপর উন্মাদিনী মাতৃহত্যা, তারপর আত্মহত্যা করবো। নাও হরি, তোমার দেওয়া প্রাণ তুমি নাও—তোমার পাপপুণ্য তুমি নাও। হরি ব'লে করাত

ধর্‌বো। হরি ব'লে পিতার দেহ কাট্‌বো। দেখ্‌বো, সে পাপ আমার কি আমার হরির?

[বেগে প্রস্থান।

করাতহস্তে কুমুদ্বতীর পুনঃ প্রবেশ।

কুমুদ্বতী। কোমলা প্রকৃতি! আজ তুমি চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধ'রে বিকটহাস্যে আমায় সাহস দাও। ডাকিনীরা ছুটে আয়, আজ পতির রক্তে তোদের খর্পর পূর্ণ ক'রে দেবো।

তাম্রধ্বজের পুনঃ প্রবেশ।

তাম্রধ্বজ। না মা! তা হবে না। পিতার পবিত্র রক্ত-মাংস, ব্রাহ্মণহিতে হরিরূপী সিংহকে অকাতরে অগ্রে দান করুন। তারপর আমাদের পাপ দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড ক'রে রাক্ষসী, ডাকিনীকে খাওয়াবো। মা—মা! পাষাণে বুক বেঁধেছ? চোখে যেন জল না পড়ে!

কুমুদ্বতী। পাষাণী না হ'য়েই কি পতিহত্যা করতে করাত ধরেছি! মনে মনে চোখের জলবাহী শিরা ছিঁড়ে দিয়েছি। চোখ পাষাণ—বুক বজ্র হয়েছে। আগে তোমরা ক্ষণেকের জন্য চক্ষু আচ্ছাদন কর; যারা সজীব, তারা ক্ষণেক নির্জীব হও। ধর্—করাত ধর্।

তাম্রধ্বজ। ধরেছি—ধরেছি মা! এই সময় চোখ মুদে আমার নন্দদুলালের পাদপদ্ম ধ্যান ক'রে, রসনায় উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ব'লে, জোর ক'রে করাত টানো। [উভয়ের করাত চালনা]

সকলে। হরি হরি বল—হরি হরি বল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। থাক্ থাক্ ভণ্ড সাধু রাজা!
মৃত্যুকালে পড়ে যার চক্ষে শোক-জল,
ঘুচে কি কখন তার এ ভববন্ধন?

এখনো মায়ান্ধ তুমি !
মায়া হ'তে বহু দূরে হরি।
মায়াত্যাগী হয়েছে যে জন,
হরি তার নিকটে সর্ব্বদা।
থাক্—ও দেহের রক্ত-মাংসে নাহি প্রয়োজন।

শিখিধ্বজ। না—না—প্রভো !
নাহি প্রাণে কাতরতা-লেশ,
মায়া-ডোর ছিন্ন হ'য়ে গেছে বহু দিন।
কাঁদি যদি দেহের মায়ায়,
কাঁদি যদি স্ত্রী-পুত্রস্নেহে,
কাঁদি যদি রাজ্য-সুখ লাগি,
অকস্মাৎ বজ্রপাত হয় যেন শিরে,—
যত পুণ্য আজন্ম সঞ্চিত,
পাপে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাক্।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তবে তোমার বাম চক্ষে জল পড়ে কেন ?

শিখিধ্বজ। শুন প্রভো ! আমাতে যে আমি নাই আর,
যত কিছু বাহ্য ক্রিয়া এ জড় দেহের।
পবিত্র দক্ষিণ অঙ্গ ব্রাহ্মণ মঙ্গলে,
দান-পুণ্যে হইল সার্থক ;
কিন্তু হায় ব্যর্থ হ'লো বাম অঙ্গ-অর্দ্ধ
সেই দুঃখে সেই অভিমানে,
বাম চক্ষে পড়ে জলধারা।
অন্য ভাবে অন্য কোন কামনার বশে,
ধর্ম্ম সাক্ষী, শোকাতুর হই নাই প্রভো !

সহসা শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি ভক্ত শিখিধ্বজ!
ধন্য রাণী কুমুদ্বতী, ধন্য তাম্রধ্বজ!
ভক্তরত্ন হাটে আসি পরীক্ষা কারণ,
দেখিলাম রত্নময় রত্নাবতীপুরী।
করাতে কর্ত্তিত দেহ আমার ইচ্ছায়,
পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাবে হোক্ সংযোজিত।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মহারাজ! ভারতের সমূহ রাজগণ মধ্যে, আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা দানবীর—ভক্তবীর, অপনি ভক্ত তাম্রধ্বজের উপযুক্ত পিতা। আর পরিচয় না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। আমি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, আর ইনিই পাণ্ডবসখা দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার পুত্র তাম্রধ্বজের নিকট সংগ্রামে বারম্বার পরাজিত হ'য়ে বড়ই অপমানিত—ঘৃণিত হয়েছিলান। মনোময় শ্রীকৃষ্ণ এই কঠোর পরীক্ষায় আমার সেই ভ্রম দূর কর্‌লেন। শুধু পাণ্ডব কেন, পরম হরিভক্ত তাম্রধ্বজের নিকট স্বর্গের দেবগণও হতদর্প। ধন্য আপনার সৌভাগ্য!

শিখিধ্বজ। এ্যাঁ—এ্যাঁ! চাতকের শিরে বজ্রপাতের পরিবর্ত্তে সহসা সুশীতল বৃষ্টিপাত! আজ অধমতারণ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন আমার সম্মুখে। তাম্রধ্বজ রে! ধন্য তুই সুসন্তান!

তাম্রধ্বজ। তৃতীয় পাণ্ডব! আপনিই ছদ্ম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হ'য়ে এরূপ ছলনাজাল বিস্তার করেছিলেন? ছলনাময় শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত সখা বটে!

শিখিধ্বজ। আমার অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে। আমার ভবে জন্ম সার্থক হয়েছে। এমন ভাগ্য আমার! আনন্দপ্রকাশের—কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। রাণি—রাণি! তাম্রধ্বজ—তাম্রধ্বজ!

আমাদের জন্ম সার্থক—কর্ম্ম সার্থক—সাধনা সার্থক। চল—চল, নর-নারায়ণ রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ চরণে প্রেমাশ্রুজল ঢেলে, হরি হরি ব'লে পুরী প্রবেশ করি, আমরা এমন মধুর দিন আর পাবো না। 'সকলে নর-নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের জয়ঘোষণা কর। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে চল। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সখা অর্জ্জুনের সঙ্গে আমার রত্ন-সিংহাসনে বসিয়ে পদসেবা করবো; সেই উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব দান করবো।

সকলে। জয় নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের জয়!

গীত।

জয় জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন, নরনারায়ণ পুরাতন,
কতবার ছলে এলে ধরাতলে, করিতে ভূভারহরণ।
সম্পদে কেহ না পারে হে চিনিতে,
বিপদের বন্ধু তুমি হে জগতে,
কষ্টে প'ড়ে কৃষ্ণ ব'লে না কাঁদিলে, কে পায় শ্রীপদদর্শন।
না চাই রাজত্ব না চাই সম্পদ,
পদে পদে যেন পাই এ বিপদ,
ভোগে ভুলে গিয়ে অভয় শ্রীপদ, না হয় নরকে পতন।
(হরি বল্—হরি বল্‌রে) (এমন দিন আর পাবি না—পাবি না)

সকলের প্রস্থান।

যবনিকা।

সমাপ্ত।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক।

ভাগ্যদেবী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েট্রিকেল যা[illegible]-পার্টি কর্ত্তৃক যশের সহিত অভিনীত। বরাহ, মিহির ও খনার অদ্ভুত জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই নেত্রবান, ইন্দুনাথ, গোলোকচাঁদ, বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল, বাঁশরী, বিজলী, অলকা, লম্বাদাড়ী সবই দেখিতে পাইবেন। বেতাল ও বাঁশরীর প্রত্যেক গানই মধুর। মূল্য ১॥০ টাকা।

দময়ন্তী প্রবীণ নাট্যকার শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার দলে অভিনীত হইতেছে। ইহাতে সেই নল, পুষ্কর, কলি, রণজিৎ, গুণাকর, সুধাকর, বজ্রনাদ, ধনুর্দ্ধর, বাদল, সুনন্দ, মনোরমা, সুলোচনা প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন। বিশে পাগলা, মুরলীধর ও নিয়তির সুললিত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

পাষাণী শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সুবিখ্যাত সতীশ মুখার্জ্জীর যাত্রার "বিজয়-বৈজয়ন্তী"। স্বামী-দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিরূপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন। অভিনয় দর্শনে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, পাঠ করিলে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

অজাদেবী শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। অযোধ্যার রাজপুত্র নন্দের ছদ্মবেশে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অজার পাণিগ্রহণ, অজার পুত্রপ্রসব, শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশাপ প্রদান, পিতা-পুত্রীর দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাগুপ্ত কর্ত্তৃক রাজ্যাপহরণ, শুক্রাচার্য্যের ভীষণপ্রতিহিংসা, অজার আত্মদান প্রভৃতি ঘটনায় পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

রত্নাকর শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জীর যাত্রাদলে যশের অভিনয় দস্যু রত্নাকর কিরূপে মহাকবি বাল্মিকী হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব ঘটনাবলী পাঠ করুন। নিষ্ঠুরতার মধ্যে দয়া, অত্যাচারের মধ্যে উদারতা, দস্যুতার মধ্যে অপার্থিব মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ইহাতেই সেই রতনদাস, সবিতা, তর্কানন্দ, সোণামণি, করুণাময়ী সবই আছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই ঐতিহাসিক নাটকখানি অভিনয় করিয়াই, বীণাপাণি-নাট্যসম্প্রদায় নাট্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। চিড়িমারপুত্র মন্নুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুরসার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নুলালের যুদ্ধ, সূর্য্যমলের কুট অভিসন্ধি, সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি। মূল্য ১॥০ টাকা।

রাজ্যশ্রী শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত। প্রসিদ্ধ মুখার্জ্জি-অপেরায় যশের সহিত অভিনীত হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভীষণ সংঘর্ষণ, বৌদ্ধ কাপালিকগণের ভীষণ অত্যাচার, বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিপুল যুদ্ধায়োজন, শশাঙ্কের পত্নী অর্পণাদেবীর প্রবল সাম্রাজ্যলালসা, যুদ্ধে রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মার পতন ও রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ, হর্ষবর্দ্ধনের পলায়ন, ভৈরবানন্দের ভীষণ প্রতিহিংসা প্রভৃতি। মূল্য ১॥০ টাকা।